আত্ তানভীর

[তাফসীরে কুরআন]

২য় পারা

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

Scanned with CamScanner

আত তানভীর

[তাফসীরে কুরআন]

দ্বিতীয়খন্ড

দ্বিতীয় পারা

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

অনুবাদ সহযোগী
মুহাম্মদ হবিবুর রহমান
মুহাদ্দিস, বাদেদেওয়াইল ফুলতলী আলিয়া মাদ্‌রাসা

Scanned with CamScanner

আত তানভীর [তাফসীরে কুরআন]
আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

প্রকাশনায়
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ নয়াপল্টন, ঢাকা
ফোন : ৮৩১৮৯১৭

প্রকাশকাল
জুন : ২০০৮ইং
জমা: সানী : ১৪২৯ হিজরী
আষাঢ় : ১৪১৫ বাংলা

স্বত্ব:
প্রকাশক

কম্পোজ ও ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩১৪১৬৮

নির্ধারিত মূল্য : ৮০/= (আশি টাকা মাত্র)

মুদ্রণ
দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রথম সংস্করণ সুলভমূল্যে বিক্রির জন্য আর্থিক সহযোগিতা করেন ইংল্যান্ড প্রবাসী কাউন্সিলর আলহাজ্ব আহমাদুল হক (টিপটন, মিডল্যান্ড, ইউ.কে)

AT-TANVIR [TAFSIR-E-QURAN] Written by : Allamah Abdul Latif Chowdhury Fultali Saheb Quiblah. Translated and Editted by : Muhammad Husmuddin Chowdhury. Published by : Parwana Publications, Fultali Bhaban, 19/A, Nayapaltan, Dhaka-1000. 1st Addition : June 2008. Price : 80 Taka.

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সংকলিত তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ 'আত্-তানভীর আলাত তাফসীর'-এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল। আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সত্তর দশকের প্রথম দিকে নিরাপত্তাজনিত কারণে কারাগারে অবস্থানকালে তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ সময়ে তিনি আল আল কুরআনুল কারীমের প্রথম দু'পারার তাফসীর সংকলন করেছিলেন। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর কর্মব্যস্ত জীবনে এ কাজটি আর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয় নি।

মূল উর্দু সংস্করণটি একখন্ডে হলেও ২০০৫ সালে প্রথম পারার বঙ্গানুবাদ নিয়ে 'আত্-তানভীর' এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের ব্যাপারে হযরত ছাহেব কিবলাহ'র মুরীদীন-মুহিব্বীনসহ অনুসন্ধানী পাঠকদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট তাকীদ আসছিল। উর্দু ভাষায় সংকলিত এ তাফসীর এর দ্বিতীয় খন্ড পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি।

অনুবাদকে পাঠকের কাছে সহজতর করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। আয়াতগুলোর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আল কুরআনুল কারীম'-এর সাহায্য নিয়েছি। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সচেতন পাঠকের প্রতি অনুরোধ, যদি কোন ভুল ধরা পড়ে তাহলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন।

আত তানভীর-এর অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। বাদেদেওরাইল ফুলতলী আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা হবিবুর রহমান অনুবাদের কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। প্রথম সংস্করণ সুলভে প্রকাশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কাউন্সিলর জনাব আহমদুল হক আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন, আমীন।

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
সম্পাদক
মাসিক পরওয়ানা

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

সূরা বাকারাহ (দ্বিতীয় পারা) [১৪২-২৫২]

১৪২-১৪৩ নং আয়াতের তাফসীর	০৬-১২
১৪৪-১৪৭ নং আয়াতের তাফসীর	১২-১৫
১৪৮-১৫২ নং আয়াতের তাফসীর	১৫-১৯
১৫৩-১৫৭ নং আয়াতের তাফসীর	১৯-২৩
১৬৪-১৬৭ নং আয়াতের তাফসীর	২৩-৩১
১৬৮-১৭৩ নং আয়াতের তাফসীর	৩১-৩৭
১৭৪-১৭৭ নং আয়াতের তাফসীর	৩৭-৪৩
১৭৮-১৮২ নং আয়াতের তাফসীর	৪৩-৪৮
১৮৩-১৮৫ নং আয়াতের তাফসীর	৪৮-৫৫
১৮৬-১৮৮ নং আয়াতের তাফসীর	৫৫-৬৬
১৮৯-১৯৩ নং আয়াতের তাফসীর	৬৬-৬৮
১৯৪-১৯৬ নং আয়াতের তাফসীর	৬৮-৭৪
১৯৭-২০২ নং আয়াতের তাফসীর	৭৪-৮৫
২০৩-২০৭ নং আয়াতের তাফসীর	৮৫-৯৩
২০৮-২১০ নং আয়াতের তাফসীর	৯৩-৯৮
২১১-২১৩ নং আয়াতের তাফসীর	৯৮-১০২
২১৪-২১৬ নং আয়াতের তাফসীর	১০২-১০৭
২১৭-২২০ নং আয়াতের তাফসীর	১০৮-১১১
২২১-২২৪ নং আয়াতের তাফসীর	১১১-১২৬
২২৫-২২৮ নং আয়াতের তাফসীর	১২৭-১৩৭
২২৯-২৩০ নং আয়াতের তাফসীর	১৩৭-১৫০
২৩১-২৩২ নং আয়াতের তাফসীর	১৫০-১৫৬
২৩৩-২৩৪ নং আয়াতের তাফসীর	১৫৬-১৫৯
২৩৫-২৩৭ নং আয়াতের তাফসীর	১৬৬-১৬৬
২৩৮-২৪২ নং আয়াতের তাফসীর	১৭২-১৭২
২৪৩-২৪৫ নং আয়াতের তাফসীর	১৭৯-১৭৯
২৪৬-২৪৭ নং আয়াতের তাফসীর	১৮৫-১৮৪
২৪৮-২৪৯ নং আয়াতের তাফসীর	১৯১-২০৩
২৫০-২৫২ নং আয়াতের তাফসীর	২০৪-২০৮

দ্বিতীয় পারা

সূরা বাকারাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ঃ ১৪২-২৫২

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا
عَلَيْهَا ۭ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۭ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا
شُهَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۭ وَمَا
جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰي عَقِبَيْهِ ۭ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَي الَّذِيْنَ
هَدَى اللّٰهُ ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪২. নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এযাবত যে কিবলহা অনুসরণ করে আসছে তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বল পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

১৪৩. এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যে পন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে তুমি এযাবত যে কিবলাহ্ অনুসরণ করেছ তাকে আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে জানতে পারিকে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

Scanned with CamScanner

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

এখানে سُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ বলে বুঝানো হয়েছে কিছু সংখ্যক নির্বোধ লোককে। তারা ইহুদীও হতে পারে, আহলে কিতাব ও হতে পারে বা মুনাফিক ও হতে পারে। হযরত মুজাহিদ (রা.) এবং বারা (রা.) ১ম মতের প্রবক্তা। হযরত বারা (রা.) আবার ২য় বক্তব্যের ও পক্ষপাতী এবং হযরত সুদ্দী (রা.) ৩য় বক্তব্যের সাথে একমত।

এখানে وَلّٰهُمْ শব্দের অর্থ حولهم (তাদেরকে ফিরিয়ে দিল)। قِبْلَة অর্থ যার দিকে মুখ ফিরানো হয়।

বায়তুল মুকাদ্দস এর দিকে কতদিন নামায আদায় করেছেন, নামায আদায় করার কারণ এবং এ প্রসংগে ইহুদী এবং মুনাফিকগণ কেন বিভিন্ন কথা বলল এ'সব কিছুর ইখতিলাফ এবং সমাধান আমি منتخب السير الحسني لتفسير النصر এর মধ্যে আলোচনা করেছি এবং সেখান হতে কিছু হাদীস দলিল হিসেবে এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরত করেন, তখন মদীনার বাসিন্দা ছিল ইহুদী। এজন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ দেয়া হল বায়তুল মুকাদ্দসকে কিবলা করে নামায আদায় করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ষোল/সতর মাস বায়তুল মুকাদ্দসকে কিবলা করে নামায আদায় করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা পছন্দ করতেন এবং সে জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'আ করতে থাকেন, আসমানের দিকে তাকাতে থাকেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ الاية

এটা নিয়ে ইহুদীরা সমালোচনা করতে থাকে এবং বলে, যে কেবলার উপর তারা প্রথমে ছিল, সেই কিবলা হতে কিসে তাদেরকে মুখ ফিরিয়ে দিল? তারপর আল্লাহ তায়ালা قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত ইবনে জুরাইয (রা.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে কাবার দিকে হয়ে নামায আদায় করতেন। তারপর বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে হয়ে নামায আদায় করছিলেন এবং আনসারগন রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা মনোয়ারায় তশরীফ নেয়ার আগে তিন বৎসর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা মনোয়ারায় তশরীফ আনার পর ষোল মাস পর্যন্ত রায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়তে থাকতেন। এর পর আল্লাহ তায়ালা কাবা শরীফকে কিবলা করে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বায়তুল মুকাদ্দস এর পরিবর্তে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হল। আর এটা ছিল রাসূল (সা.)-এর

মদীনায় হিজরতের সতের মাসের মাথায় রজব মাসে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে রিফাআ বিন কয়েস, কর্দম বিন আমর, কাব বিন আশরাফ, নাফে 'বিন আবূ নাফে', হেজায বিন আমর, কা'ব ইবনে আল-আশারাফ এর বন্ধু রবি বিন আবুল হুকাইক, কেনানা বিন হুকাইক এরা সকলেই বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমাকে কে পূর্ববর্তী কিবলাহ থেকে ফিরিয়ে দিল? তুমি তো ধারনা কর তুমি ইব্রাহীমের মিল্লাতে উপর আছ। তুমি তোমার আগের কিবলার দিকে ফিরে যাও। তা হলে আমরা তোমার অনুসরণ করব এবং তোমাকে বিশ্বাস করব।

তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন- سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ الاية

তা ছাড়া হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় আসার পর আমরা সতর মাস বায়তুল মুকাদ্দস এর প্রতি মুখ করে নামায আদায় করি এবং বদরের দু'মাস আগে কাবাকে কিবলা করি। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) নয় বা দশ মাস বায়তুল মুকাদ্দীস এর প্রতি মুখ করে নামায আদায় করেন। হঠাৎ একদিন মদীনায় জুহরের নামায আদায় করছিলেন- দু'রাকাত নামায শেষ করার পর বায়তুল মুকাদ্দস এর দিক থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়ে যায়। তখনই নির্বোধ লোকেরা বলতে থাকে مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا রাসূলুল্লাহ (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি ফিরে নামায পড়ার কারণ- হযরত ইকরামা এবং হাসান বসরী (রা.) দু'জনেই বলেন, কুরআন হতে যা প্রথম মনসুখ হয় তা হলো কিবলার আয়াত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল- এতে ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

হযরত রবি (রা.) বলেন, আবু-আলীয়া হতে বর্ণিত- তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে দিকে ইচ্ছে সেই দিকে নামায পড়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ আহলে কিতাবের সন্তুষ্টির জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন এবং এভাবে ষোল মাস নামায আদায় করেন। এরপর তিনি চেহারা মুবারক আসমানের দিকে করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তার চেহারা মুবারক কাবা ঘরের দিকে করে দেন।

অন্য একদল বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর বায়তুল মুকাদ্দসের প্রতি মুখ করে নামায আদায় করা ফরজ করা হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ রিওয়ায়েত করা হয়েছে। মোট কথা, কত মাস বায়তুল মুকাদ্দসকে কিবলা করে নামায আদায় করেছেন তা নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে তিনটি রিওয়ায়েত বেশীর ভাগ বর্ণনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তা হচ্ছে ষোল মাস, সতর মাস, আঠার মাস। আহলে সিয়রগণ শাবান মাসের মাঝামাঝিতে কিবলা পরিবর্তনের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা উপরোক্ত তিনটি মতকে এমনিভাবে সামঞ্জস্য দিয়ে থাকেন যে, মহানবী (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ারপর মদীনায় হিজরত করেন এবং কিবলা পরিবর্তন হয় শাবান মাসের মাঝামাঝিতে।

Scanned with CamScanner

যারা রবিউল আউয়াল মাসের বাকী দিনকে একমাস এবং সাবান মাসের অর্ধেক অগ্রাংশকে পূর্নমাস গণনা করেছেন, তাদের হিসাব অনুযায়ী হবে ১৮ মাস। অপর দিকে যারা রবিউল আউয়ালের বাকী অংশ এবং শাবান মাসের অর্ধেক মিলিয়ে একমাস গণনা করেছেন, তাদের কাছে সতর মাস ঠিক। আর যারা ভগ্ন মাস ছেড়ে পূর্ণ মাস গণনা করেছে, তাদের কাছে ষোল মাস সঠিক। আল্লাহই সবচে বেশী জানেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔

এখানে امة বলে বোঝানো হয়েছে আহলে কুরআনকে, আর وسطا শব্দের অর্থ যারা উত্তম ও মধ্যম পন্থা নিয়ে থাকে। হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন, امة وسطا এমন সম্প্রদায়, যারা মধ্যম পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা নবী ও অন্যান্য উম্মতের মধ্যস্থ তা হলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমি তোমাদেরকে ন্যায় ভিত্তিক মধ্যম প্রন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তোমরা আমার নবীদের উপর, রসূলদের উপর এবং সকল উম্মতের উপর দীনের বার্তা পৌছানোর ব্যাপারে সাক্ষী থাকবে। আর আমার রাসূল (সা.) তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে যা কিছু প্রেরণ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে সাক্ষী হবেন।

হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.)-কে ডাকা হবে। তাকে বলা হবে, আমি যা কিছু দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, আপনি কি তা পৌছিয়ে দিয়েছিলেন ? তিনি উত্তর দিবেন হ্যাঁ, এরপর তাঁর কাওমকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা বা ভিতি প্রদর্শনকারী আসেননি। তখন নবীকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার রিসালত পৌছানোর কথা কে জানে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতগণ। এ হচ্ছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا আয়াতে কারীমার তথা।

অন্য রিওয়ায়াতে এটুকু বেশী আছে- فيدعون ويشهدون انه قد بلغ এবং অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا بما عملتم এ সবের বর্ণনা কারী হচ্ছেন হযরত আবু সাইদ (রা.)। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে। কিয়ামতের দিন যখন নবীকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তখন আমরা নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে রিসালতের বানী পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য নসীহত ও পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, শেষ জামানার নবী তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জানাযার নামায আদায় করার জন্য বের হলাম। যখন নামায শেষ হল,

লোকেরা বলল نعم الرجل লোকটি খুবই ভাল ছিল। তখন নবী করীম (সা.) বলেন,আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। এরপর অন্য একটি জানাজার নামায় আদায় করার জন্য বের হলাম। যখন সকলেই নামায শেষ করল। লোকেরা বলল, بئس الرجل লোকটি খুবই খারাপ ছিল। নবী করীম (সা.) বললেন, আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। তখন হযরত উবাই বিন কাব (রা.) দাড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আপনি কেন প্রত্যেকবার وجبت শব্দ বললেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হবে। অন্য এক রিওয়ায়তে আছে, তারা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! কী ওয়াজিব হল? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, الملائكة شهداء الله في السماء وانتم شهداء الله في الارض অর্থাৎ ফেরশতারা আসমানে সাক্ষী এবং তোমরা জমিনে সাক্ষী হবে। যাই তোমরা তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, তাই অবশ্যম্ভাবী হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াত পাঠ করেন- قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ তোমরা আমল কর, তোমাদের আমল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ দেখবেন। (সূরা তাওবাহ ঃ ১০৫)

হযরত যায়িদ বিন আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত, অবশ্যই হযরত নূহ (আ.) এর কওম কিয়ামতের দিন বলবে, হযরত নূহ (আ.) আমাদেরকে নবুওয়তের খবর পৌছাননি। তখন নূহ (আ.) কে আহবান করা হবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কী তাদেরকে দ্বীনি দাওয়াত পৌছিয়ে ছিলে ? তিনি উত্তরে বলবেন জী হ্যাঁ ! তার পর তাঁকে আবার বলা হবে, তোমার কোন সাক্ষী আছে? তিনি বলবেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার উম্মতগণ আমার সাক্ষী। তার পর তাদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে হ্যাঁ, তাদেরকে পৌছিয়ে ছিলেন। তখন নূহ (আ.) এর কওম বলবে, তোমরা কী ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ অথচ তোমরা আমাদেরকে পাওনি? তারা বলবে, আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল (সা.) এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে জ্ঞাত করেছেন। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। নূহ (আ.) তা সত্যায়িত করবেন এবং তাদেরকে মিথ্যুক বলবেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হবে এবং রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী। হযরত যায়িদ বিন আসলম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতগণ বলবেন আল্লাহর কসম এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদ) সবাই প্রায় নবীদের মত। কারণ আল্লাহ তাদেরকে অনেক কিছু দেখার ক্ষমতা দান করেছেন। হযরত হিব্বান বিন আবু জবলা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন সমস্ত বন্দাহকে একত্রিত করবেন। সর্ব প্রথম ইসরাফিলকে ডাকা হবে। তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন আমার প্রতিজ্ঞা পৌছিয়েছ কী? ইসরাফিল বলবে হ্যাঁ, আমার রব। আমি জিবরাঈলের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি। হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে ডাকা হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কী আমার প্রতিশ্রুতি পৌছিয়েছ? জিবরাইল বলবে হ্যাঁ আমি রাসূলদের কাছে পৌছিয়েছি। তারপর রাসূলদেরকে ডাকা হবে। রাসূলদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, জিবরাইল কী তোমাদেরকে আমার

Scanned with CamScanner

প্রতিশ্রুতি পৌঁছেছিলেন? তারা বলবেন হ্যাঁ। তারপর জিবরাইলকে ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর রসূলদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কী করেছিলেন, তারা বলবেন, আমরা আমাদের উম্মতের নিকট পৌঁছেছিলাম। তারপর উম্মতদেরকে আহবান করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমার রসূলগণ কী তোমাদের নিকট আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছিয়েছিলেন? এদের মধ্যে কতেক মিথ্যা বলবে আবার কতেক সত্য বলবে। তখন রসূলগন বলবেন তাদের ব্যাপারে আমাদের সাক্ষী রয়েছেন। তারা সাক্ষ্য দেবেন। তাদের কে বলা হবে তোমাদের সাক্ষী কে? তারা বলবেন ইম্মতে মুহাম্মদী। উম্মতে মুহাম্মদীকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি সাক্ষ্য দিবে যে, আমার রসূলগন তাদের স্ব-স্ব উম্মতের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছিয়ে ছিলেন? তারা বলবে হ্যাঁ, হে আমাদের রব। আমরা সাক্ষ্য দিলাম তারা উম্মতের কাছে দীনি দাওয়াত পৌঁছিয়ে ছিলেন। তখন ঐ উম্মতগণ বলবে তারা কীভাবে আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে অথচ তারা তো আমাদেরকে পায়নি। তারা বলবে আমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, আমাদের কাছে আপনার প্রতিশ্রুতি ও কিতাব নাযিল করেছেন এবং তারা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবীগণ তাদের কাছে আল্লাহর বানী পৌঁছিয়েছেন। আপনি যে প্রতিশ্রুতি আমাদের সাথে করেছেন সেই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলাম। তার পর 'রব' বলবেন তারা সত্য বলেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা এ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا আয়াত নাযিল করেন।

الوسط এর অর্থ হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফ-

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার উপরোক্ত বানী সম্পর্কে বলেন, এসব লোকেরা কিয়ামতের দিন আশ্চর্য্য হয়ে বলবে, এ সম্প্রদায় তো আমাদের সময় ছিল না। অথচ তারা আমাদের রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে আর আমরা নবীগণের নিয়ে আসা বিষয় সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি। তারা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

এবং রাসূল তাদের সাক্ষীর হবেন, যেহেতু রাসূলের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করেছে।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) لتكون شهداء على الناس আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, রাসূলগণ তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন এবং তাঁরা অন্যান্য উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন। يوم يقوم الاشهاد আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সকল সাক্ষীদের কথা বলছেন তারা হচ্ছেন এর অন্তর্ভূক্ত। এরা চার শ্রেণীর হবেন-

১. الملائكة ফিরিশতা যারা আমল লিপিবদ্ধ করেন তারা সাক্ষী হবেন কিয়ামতের দিন। যেমন কুরআন শরীফে আছে وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
প্রত্যেক নফস তার পরিচালক ও সাক্ষী উপস্থিত করবে বা নিয়ে আসবে এবং তা হচ্ছে কিয়ামতের দিন।

২. والنبيون নবীগন তাঁদের উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন।

৩. উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) সাক্ষ্য হবেন অন্যান্য উম্মতের বেলায়।

৪. শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীর, চামড়া ও সাক্ষ্য প্রদান করবে কিয়ামতে দিন।

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

আপনি যে কিবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কিবলা করেছিলাম যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছপা হয়ে যায়। তাই আমরা এ আয়াতে অর্থ এ ভাবে বলব, এখানে শুধু আল্লাহ্ একটা কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন, যা দ্বারা এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, সাহাবীদের মধ্যে সত্যিই কে আল্লাহর রসূলের অনুসরণ করে এবং কে ইতস্তত করত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে ধর্ম ত্যাগ করে। কিবলা পরিবর্তন করার কারণে অনেক মুনাফিকের নিফাক প্রকাশ হয়েছে। এবং তারা আফসোস করে বলে- মুহাম্মদের কী হয়েছে? একবার এ দিকে আরেকবার অন্য দিকে নামায পড়ছেন অর্থাৎ এক একবার একেক দিককে কিবলা নির্ধারণ করছেন। আবার মুসলমানদের মধ্যেও অনেক ছিল, যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় আগমন করার আগে প্রায় তিন বৎসর বায়তুল মুকাদ্দসকে কিবলা করে নামায পড়েছে এবং রসূল (সা.) মদীনার আগমনেরপর প্রায় ষোল মাস বায়তুল মুকাদ্দসকে কেবলা করে নামায আদায় করেছে। তারা দ্বিধা গ্রস্থ হয়ে বলেন, বায়তুল মুকাদ্দস যদি আসলে কিবলা না হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের তো নামায আদায় হয়নি। আমাদের এত দিনের আমল নষ্ট হয়ে গেল। মুশরিকরা বলল মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় দীনের ব্যাপারে এখনো ইতস্তঃতের মধ্যে রয়েছে। যার কারণে এখনো কিবলা নির্ধারণ করতে পারেননি।

এটা তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তা স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন-

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ

এ কিবলার পরিবর্তন আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন, এরা ছাড়া অন্যদের জন্য খুবই কঠিন বিষয় এবং আরো বলেন - مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ এ কেবলার পরিবর্তনের দ্বারা কারো ঈমান বা আমল বিনষ্ট হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন রসূল (সা.) কাবাকে কিবলা নির্ধারণ করলেন। তখন ইহুদী, নাসারা এবং মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি করতে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল, হায়রে আমাদের ভাইদের ও সর্বনাশ হয়েছে। তাদের এতো দিনের আমল তো বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু তারা এতো দিন বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায পড়ছিলেন। এখন দেখা যায় বায়তুল, মুকাদ্দাস তো আসলে কিবলা নয়। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ সব অমুলক কথার উত্তর দিতে গিয়ে যে, বলেন, مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

হযরত বারা (রা.) বলেন, ايمانكم শব্দের অর্থ صلوتكم অর্থাৎ তোমাদের ঈমান

Scanned with CamScanner

বলে তোমাদের নামাযকে বুঝানো হয়েছে।
কিবলার পরিবর্তন যদিও ভারী কিন্তু ঐ সব লোকের জন্যে অতীব সহজ যাদেরকে আল্লাহ হিদায়ত প্রাপ্ত করেছেন। আর এ কথা জেনে রাখ আল্লাহ্ তোমাদের নামায বিনষ্টকারী নন।

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ কিবলার পরিবর্তন যদিও মুনাফিক এবং ইহুদীদের জন্য খুবই কষ্টকর, কিন্তু মুমিনদের জন্য তা খুবই হালকা ও সহজ। যারা ঐ কিবলা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করছেন, তাদের নামাযের বিনিময় বিনষ্ট হবে না। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা মুমীনদের বেলায় দয়াশীল ও মেহেরবান।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا
ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾
اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّ فَرِيْقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا
تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৪. আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলাহর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা

নিশ্চিতভাবে জানে, যে তা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ কর, তবুও, তারা তোমার কিবলাহ্র অনুসরণ করব না, এবং তুমিও তাদের কিবলাহর অনুসারী নও, এবং তারাও পরস্পরের কিবলাহ্র অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণকর নিশ্চয়ই তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপ জানে যে রূপ তারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে।

১৪৭. সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাবাগৃহকে কেবলা নির্ধারন করার আগ্রহ কেন প্রকাশ করতেন এ প্রসঙ্গে আহলে তাবীলগণ মতপার্থক্য করে থাকেন। একদল বলেন, ইহুদীরা বলত মুহাম্মদ (সা.) কেবলার ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ করছেন। কিন্তু আমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করছেন। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, তারা বলত, মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কিবলার ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ করছেন। তখন রাসূল (সা.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দুআ করেন এর ফলে قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ থেকে يخالفنا ويتبع قبلتنا পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং ইহুদীদের شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এমন কথা বন্ধ হয়ে যায়। যুহরের নামাযে কিবলা পরিবর্তন হয় এবং নামাযের মধ্যেই পুরুষের জায়গায় মহিলা এবং মহিলাদের জায়গায় পুরুষ চলে আসেন। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) ও এ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা করেন।
অন্য একদল বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাবাকে কিবলা বানানো পছন্দ করতেন, যেহেতু এ কিবলা তার মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ও কিবলা ছিল।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মদীনা শরীফ হিজরত করলেন, তখন তথাকার অধিকাংশ বাসিন্দা ইহুদী ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বায়তুল মুকাদ্দসের প্রতি মুখ করে নামায পড়তে বললেন। অথচ রসূল (সা.) হযরত ইব্রাহীমের কিবলাকে পছন্দ করতেন। তাই, আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করতেন। আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।
যেহেতু আমি দেখলাম হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার চেহারা মুবারক আসমানের দিকে করে দিয়েছেন, তখনই আমি আপনার পছন্দসই কিবলা নির্ধারন করে

Scanned with CamScanner

দিলাম কাবাগৃহ।

হযরত ইবনে জরীর (রা.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কাবার প্রতি কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে চোখ উঠিয়ে দেখছিলেন এবং কাবাকে কখন কিবলা করা হচ্ছে সেই ক্ষনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অর্থাৎ তিনি বায়তুল হারামকে কেবলা করার আগ্রহী ছিলেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ বায়তুল মাকদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করত। যখন রসুল (সা.) মদীনায় তশরীফ আনলেন। তিনি ও হিজরতের পর হতে আঠার মাস বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করেন। রসূল (সা.) যখন নামায আদায় করতেন তখন মাথা উঠিয়ে আসমানের দিকে অবলোকন করতেন। এভাবে নামায আদায় করছিলেন। একদিন বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে হয়ে নামায পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি কাবাকে কেবলা করে নামায আদায় করা পছন্দ করতেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

خَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

অর্থাৎ হে মুমীনগণ! তোমরা যে খানেই থাক না কেন বায়তুল হারামের দিকে হয়ে যাও। এখানে شطر শব্দের অর্থ দিক, ইচ্ছা, সাক্ষাৎ, সামনে এসব অর্থে আরবী পরিভাষায় شطر ব্যবহার করা হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

অবশ্যই আহলে কিতাবের আলিমগণ জানেন যে কিবলার পরিবর্তন সত্য এবং তা তাদের রবের নিকট হতেই আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ হতে বে-খবর নন। অর্থাৎ আহলে কিতাবের আলিমগণ খুবই জানে যে, মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানো সত্য এবং এ কথাও জানে যে, এ সমজিদে হারামকে হযরত ইবরাহীম (আ.) তার সন্তানাদি এবং সকল বান্দাহর জন্য কিবলা নির্ধারণ করেছেন, যা সকলের জন্য ফরয।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ.

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যদি আহলে কিতাব এর কাছে সমস্ত আয়াতও উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার অনুসরণ করবে না এবং কাবাগৃহকে কিবলা মানবে না। আর আপনিও তাদের কেবলার অনুসরণ করবেন না। তাদের মধ্যে একদল অন্য দলের কিবলা অনুসরণ করেনা। আপনি যদি তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের কিবলার অনুসরণ করেন আপনাকে জ্ঞাত করা সত্ত্বেও; তা হলে আপনি সীমা লঙ্ঘনকারী হবেন। অর্থাৎ আপনি কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে ইহুদী এবং নাসারাদের নিকট সমস্ত দলিল

পেশ করলেও তারা তা মানবে না। কারণ আপনি তো জানেন তারা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আপনি তাদের কিবলার অনুসরণ করবেননা। কারণ তারা মনগড়া পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়ে নিয়েছে। আর নাসারাগণ ইহুদীদের কিবলা অনুসরণ করবে না। কারণ তারা বায়তুল মুকদ্দসকে কিবলা বানিয়েছে। তাদের দাবী অমুলক ও অসত্য জানা সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের অর্থাৎ ইহুদী এবং নাসারার অনুসরণ করেন, তা হলে আপনাকে নির্দেশ অমান্যকারী হিসেবে গন্য করা হবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এ ব্যাপারে এমন ভাবে জানে যেমন একজন লোক তার ছেলে-মেয়েকে জানে। তা সত্ত্বেও একটি দল সে সত্যকে গোপন করছে। অর্থাৎ ইহুদী এবং নাসারা আলিমগণ জানে কিবলার পরিবর্তন হুকমে ইলাহী এবং সত্য। ইহুদী এবং নাসারাগণ একথাও জানে যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। কারণ তারা তৌরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণ সমূহ অধ্যয়ন করেছে। তারা জানে যে, আখেরী নবীর চাল-চলন এবং বিশেষণ সমূহ এরকম হবে এবং নবী (সা.) তাদের কাছে আবির্ভূত হওয়ার পর সেসব বৈশিষ্ট্যসমূহ অবলোকন করছে, প্রত্যক্ষ করছে এবং তা তাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে; তা সত্ত্বেও তারা আজে-বাজে কথা বলছে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

অর্থাৎ কাবা গৃহ যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কখনো সন্দেহপরায়ন ব্যক্তির মত হবেন না এবং ইতস্তঃত করবেনা।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۡ اِلَّا الَّذِيْنَ

Scanned with CamScanner

ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا
لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا
تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব, তোমরা সৎকর্ম প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪৯. যেখান হতে তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নয়।

১৫০. তুমি যেখান হতে বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে, যাতে তাদের মধ্যে যালিমদের ব্যতীত অপর লোক তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকে ভয় কর। যাতে আমি আমার নি'মাত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পার।

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত কর, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ও না।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ
بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা لِكُلٍّ শব্দ ব্যবহার করে আহলে মিল্লাতের প্রতি ইশারা করেছেন এবং وِّجْهَةٌ শব্দ ব্যবহার করে কিবলা বুঝিয়েছেন। আর فَاسْتَبِقُوا শব্দ দ্বারা سارعوا (তাড়াতাড়ি কর) অর্থ বুঝিয়েছেন।
প্রত্যেক আহলে মিল্লাতের জন্যে পৃথক পৃথক এক একটা কিবলা রয়েছে। আর সে দিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা আমলে সালেহ করার জন্য দ্রুত চল। তোমরা যেখানেই মৃত্যুবরণ কর না কেন, সেখান হতে তোমাদেরকে উঠানো হবে এবং কিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে। একথা জেনে রাখ, আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।
মূলতঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তায়ালা ইঙ্গিত করেছেন, ভাল কাজে দেরী করতে নেই। তোমরা তাড়াতাড়ি কাবাকে কিবলা বানিয়ে নাও এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে জীবনে প্রতিফলন কর, যে ভাবে পূর্ববর্তীরা দেরী করে এবং দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করে অনেক কিছু হারিয়েছিল। তাদের মত দেরী করনা।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যেখান হতেই বের হউন না কেন, নামাযের সময় আপনার চেহারা কাবার প্রতি রাখুন। কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের কার্য-কালাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلِأُتِمَّ
نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যেখান হতেই বের হন না কেন, আপনার চেহারা মুবারক মসজিদে হারামের দিকে করুন। যেখানেই তোমরা থাকনা কেন তোমরা তোমাদের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে কর, যেন কেবলমাত্র যালিমগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তোমাদের সমালোচনা করতে না পারে। তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, আমাকেই ভয় কর, যেন আমি তোমাদেরকে আমার নিয়ামত দান করতে পারি। তাহলে তোমরা হিদায়তপ্রাপ্ত হবে।

Scanned with CamScanner

এখানে لِلنَّاسِ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাবের একটি দলকে। যেমন কাতাদাহ ও হযরত রবী (রা.) বলেন لِلنَّاسِ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাব। তারা বলেন, যখন রসূল (সা.) কাবার দিকে কিবলা ফিরালেন, তখন আহলে কিতাবদের নিকট তাদের পিতার এবং সম্প্রদায়ের কিবলা ছেড়ে কাবার দিকে মুখ ফিরানো খুবই কষ্টকর হয়েছিল।

ইহুদীরা বলছিল, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কিবলা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আমরাই তাদেরকে কিবলা সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছি। তারা কিবলার ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ করে অথচ আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বিরোধীতা করে। ইহাই ছিল তাদের যুক্তি বা দলিল, যা রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থাপন করত।

হযরত ইবনে জুরাইয (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আতা (রা.) কে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ সম্পর্কে বললাম। তিনি জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কাবাকে কিবলা নির্ধারণ করলেন এবং অন্যদেরকেও তার নির্দেশ দিলেন, তখন কুরাইশরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সা.) তো আমাদের অনুষাপেক্ষী নন। কারণ তিনি আমাদের কিবলা গ্রহণ করেছিলেন এবং কিবলা বানিয়েছিলেন। এটাই ছিল তাদের দলীল। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তাদের এরকম বলাটা খুবই অন্যায়।

অন্য এক রিওয়ায়তে আছে, কুরাইশরা বলতে লাগল রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং শিঘ্রই আমাদের ধর্মের প্রতিও প্রত্যাবর্তন করবেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- উপরোক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, তোমরা এ আশংকা করনা যে, আমি তোমাদেরকে তাদের ধর্ম মতের প্রতি ফিরিয়ে দেব; বরং আমি তোমাদেরকে আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেব। তদ্বারা তোমরা হিদায়ত প্রাপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যে কোন দেশ বা শহর হতে বের হয়ে আসেননা কেন নামাযে আপনার মুখ কাবাগৃহের দিকে রাখবেন। হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনাদের চেহারা মসজিদের হারামের দিকে রাখুন, এবং মসজিদে হারামকেই কিবলা হিসেবে গ্রহণ করুন। যেন মুশরিকীনে কুরাইশ ছাড়া কেউ তোমাদের নিকট দলিল পেশ করতে না পারে। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এজন্য এসেছে, যেন আমি তোমাদেরকে ইব্রাহীম (আ.) এর কিবলার দিকে পথ দেখিয়ে আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে পারি, যে ইবরাহীম (আ.)-কে আমি মানবকুলের ইমাম নিয়োগ করেছিলাম।

কিবলা পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে "মিল্লাতে হানফিয়্যা" অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের নিদর্শনমালা পরিপূর্ণ করে দেয়া, যে শরীয়তের প্রতি আমি নির্দেশ প্রদান করেছিলাম নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আ.) সহ সকল নবীগণকে। আর এ নিয়ামত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, তিনি রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ও মুমিনদেরকে পরিপূর্ণ নিয়ামত প্রদান করবেন।

وذلك هو نعمة التي اخبر جل ثناه انه متممها على رسوله و المؤمنين من اصحابه كي ترشدوا الصواب من القبلة ـ

অর্থাৎ এটাই আল্লাহর নিয়ামত, যা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরামকে পরিপূর্ণরূপে দান করার কথা বলছেন। যাতে তারা কিবলা সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা পায়।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেভাবে আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের নিকট তোমাদের হিদায়তের জন্য রসূল প্রেরণ করেছি। তিনি তোমাদের কাছে আমার প্রেরিত আয়াত সমূহ পাঠ করেন। তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এমন কিছু, যা তোমরা জাননা। অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে তোমাদেরকে শিরক ও মন্দ চরিত্র হতে পবিত্র করেন। তিনি তোমাদেরকে কুরআন এবং হাকীকতে কুরআন শিক্ষা দেন, যার মাধ্যমে তোমরা আম্বিয়াদের কথা, কাহিনী ও পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা জানতে পার, যা তোমরা জানতে না।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি ও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। আমার শোকরিয়া আদায় কর, কৃতঘ্ন হয়ো না। হে মুমীনগণ! তোমরা আমার আদেশ পালন করতঃ আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমার শুকরিয়া আদায় কর-এ কারণে যে, আমি তোমাদেরকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দান করেছি। আমার নিয়ামত এবং ইহসান অস্বীকার করনা। যদি তা হয়, তাহলে জেনে রাখ তোমাদের থেকে তা আবার ছিনিয়ে নেব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

Scanned with CamScanner

﴿١٥٧﴾ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

১৫৩. হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

১৫৪. আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলবে না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।

১৫৫. আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই প্রত্যাবর্তণকারী।

১৫৭. এবং তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে ঈমনদার ব্যক্তিবর্গ! তোমরা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ তোমরা বিজয় লাভের জন্য কষ্টকর হলেও ধৈর্য্য ধারণ কর। হতে পারে এ কষ্ট কিবলা পরিবর্তনের পর শত্রুদের সমালোচনা ও অপবাদের কারণে অথবা নিছক শত্রুতার কারণেও হতে পারে বা আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে শরীরের উপরও হতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্য্যধারণকারীর সাথে রয়েছেন। কারন আল্লাহ সাহায্যকারী; কিন্তু তা প্রকাশ করেন তার বান্দাহের আমলের মাধ্যমে।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

আর তোমরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে মৃত বলবেনা যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। আসলে তারা মৃত নয়, তাঁরা জীবিত, যা তোমরা জাননা। অর্থাৎ হে মুমীনগণ! তোমরা আনুগত্য ও ধৈর্য্য ধারণ করে, শত্রুদের সাথে জিহাদ করে, গোনাহ ত্যাগ করে, ফরয আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত্যু বরন করেছেন যারা, তাদেরকে মৃত বলনা। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত অথচ তোমরা তা জাননা।

এখানে প্রশ্ন আসে শুধু কেন যাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন

তাঁদেরকেই জীবিত বলা হলো। অন্যদেরকে আম ভাবে কেন বলা হল না? অথচ মহানবী (সা.) হতে স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি মুমিন ও কাফির সকলের জন্য মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা করেন। মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, জান্নাতের সাথে তাদের কবরের দরজা খুলে দেয়া হবে। তারা সেদিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে আর স্বল্পকালের মধ্যে কিয়ামত সংগঠিত করানোর জন্য তারা প্রার্থনা করবেন, যাতে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত আবাসস্থলে যেতে পারেন। সেখানে তাদের সাথে তাঁদের পরিবার পরিজন ও সন্তানাদির মিলন ঘটবে। পক্ষান্তরে, কাফিরদের কবরের সাথে আর দুযখের সাথে দরজা করে দেয়া হয়। তারা তাদের কবর হতে দুযখের দুর্গন্ধ পায়। তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি প্রলম্বিত করে দেয়া হয়। তারা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দুআ করে যেন কিয়ামত তাড়া তাড়ি সংগঠিত না হয়। যেন তাদেরকে তাড়াতাড়ি দুযখে যেতে না হয়। এমনিভাবে আরও হাদীস বর্নিত আছে। প্রশ্ন হল আয়াতে কেন কেবলমাত্র শহীদদেরকে বিশেষিত করা হল? অথচ শহীদগণ ছাড়াও অন্যান্য মুমিন এমনকি কাফিরগণও বরযখের (কবরের) জীবনে জীবিত থাকবেন। কাফিরগণ সেখানে সংকীর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আর মুমিনগণ বেহেশতের সুগন্ধী ও সুঘ্রাণ উপভোগের মাধ্যমে নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে। এর জবাবে বলা হয় অন্যান্য সকল মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল শহীদগণকেই আলমে বরযখে পুনরুত্থানের পূর্বে বিহিশতের নিয়ামতরাজি উপভোগ করতে দেয়া হবে। অপরদিকে অন্যান্য মুমিনগণকে নিয়ামত দেয়া হবে পুনরুত্থানের পর বিহিশতে প্রবেশ করার পর। আর এটাই হচ্ছে- অন্যান্যদের চেয়ে শহীদগণের ফযীলত। যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ সংবাদই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীর কাছে এভাবে দিয়েছেন- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদেরকে মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত। তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে রিযক দেয়া হয়। তাঁরা খুবই আনন্দে আছে ঐ সমস্ত জিনিষ নিয়ে, যা আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللهؐ الشهداء علي بارق نهربباب الجنة في قبة خضراء او قال في روضة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا۔

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, শহীদগণ জান্নাতের দরজায় নাহারের পার্শ্বে সবুজ বাগানের মধ্য অবস্থান করবে। ওখান হতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা রিযিক প্রদান করা হচ্ছে।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তোমরা পঞ্চ ইন্দ্রীয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পার না। অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। জেনে রাখ, এরা জীবিত।

Scanned with CamScanner

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করব যেমন ভয়, ক্ষুধা, মালের ও প্রাণের ক্ষতি করে, ফসলাদির ক্ষতি করে। আর ঐ সব লোকদের জন্যে সুসংবাদ, যারা এ ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের ভয় ভীতি দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব, ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা মানে হচ্ছে- দূর্ভিক্ষ দেখা দেবে, ফলে তোমাদের সম্পদের স্বল্পতা দেখা দেবে। প্রাণহানীর পরীক্ষা হল, তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের কাফির শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হবে। তা ছাড়া তোমাদের ছোট ছোট সন্তানাদি অকালে মারা যাবে। ঘরা জনিত কারণে তোমাদের ফসলের সংকীর্ণতা দেখা দেবে। এসবই হচ্ছে আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যাবে ঈমানের ক্ষেত্রে কারা তোমাদের বন্ধু এবং ধর্ম ক্ষেত্রে কারা সত্য দ্রষ্টা ও কারা মুনাফিক তা ও প্রকাশিত হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্য্য ধারণকারীদেরকে যারা জানে, যে সব কিছু তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসেবে দেয়া হয়েছে। তারা আমার দাসত্ব মেনে নেয়, তারা পালনকর্তা হিসেবে এককভাবে আমাকেই মানে। তারা বিশ্বাস করে আমার প্রতি তাদের প্রত্যাবর্তনকে; আর তারা আমার ফায়সালাকে মেনে নেয়, আমার সওয়াবের আশা করে, আমার শাস্তির ভয় পায়, আমার পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তারা বলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের রাজত্বের অধীন, আমরা তার দাস। মৃত্যুর পর আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি ধৈর্য্য ধারনকারীদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মুসিবত পৌছার সাথে সাথে বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

صلوة শব্দের অর্থ 'ক্ষমা' আর রহমত অর্থ 'দয়া' المهتدون শব্দের অর্থ সত্য পথ প্রাপ্ত। ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তির উপরই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে মাগফিরাত আর রহমত রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথের পথচারী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালার বানী- الذين إذا أصابتهم مصيبة অর্থ অবশ্যই মুমীন যখন আল্লাহ্র, তার সকল ব্যাপারকে

আল্লাহর কাছে সমর্পন করে দেয় এবং মুসিবতের সময় তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আল্লাহ্ তার জন্য তিনটি জিনিষ নির্ধারণ করেন, যার মধ্যে তার মঙ্গল নিহিত থাকে।

الصلوة অর্থ আল্লাহর রহমত, আল্লাহ্ ও হিদায়তের পথ পাওয়া।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন যে মুসিবত দেখে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য মুসিবতকে নিয়ন্ত্রণ করে দেন। পরকালে উত্তম প্রতিদান দেন, তার জন্য উত্তম উত্তরসূরী সৃষ্টি করেন, যার উপর সে সন্তুষ্ট হয়।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা গৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এবং দুইটির মধ্যে সা'ঈ করল তার কোন পাপ নেই আর কেহ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৎকার্য করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

১৫৯. নিশ্চয় আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

১৬০. কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর

Scanned with CamScanner

সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, তারা যাদের তওবা আমি কবূল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাদের উপর লা'নত আল্লাহ এবং ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের।

১৬২. যাতে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন বিরামও দেওয়া হবে না।

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

الصفا শব্দটি صفاة শব্দের বহুবচন। আবার কেউ বলেন صفا এক বচন, এর দ্বিবচন হচ্ছে صفوان এবং বহুবচন হচ্ছে صفيا، اصفاء، صفيا অর্থ প্রকান্ড পাথর খন্ড। আর মারওয়া শব্দের অর্থ ছোট ছোট পাথর, এর جمع قلت হয় مروات। উহা হেরেম শরীফের দুটি পাহাড়ের নাম। এ আয়াতে صفاوة مروة দ্বারা ঐ দুটি পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। তাই الف لام আনা হয়েছে যেন নির্দিষ্ট ঐ পাহাড়দ্বয় বুঝা যায়। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় من شعار الله আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি। এ দুপাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ান আবশ্যক, যা হজ্জের আহকামের মধ্যে একটি হুকুম। আল্লাহ্ তায়ালার দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ দু'পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোর জন্য, যখন ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর তায়ালার কাছে مناسك الحج দেখানোর জন্য প্রার্থনা করছিলেন। এটা خبر হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা امر উদ্দেশ্য। কারণ আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-কে ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এভাবে বলেছিলেন- ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

অতপরঃ হে মুহাম্মদ (সা.) আমি আপনাকে নির্দেশ করেছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের অনুসরণ করার জন্যে। (সূরা নহল-১২৩)

এরপর আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীমকে ইমাম নির্ধারণ করেছেন ঐসব লোকদের, যারা এর পরে দুনিয়াতে এসেছেন। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করা এবং সায়ী অর্থাৎ দৌড় যদি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি হয় এবং مناسك الحج এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এ কথা স্পষ্টতঃ বলতে হবে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এ নির্দেশ মুতাবিক আমল করেছিলেন এবং পরবর্তী সকলের জন্য এটা আবশ্যকীয় হয়ে আছে।

আমাদের নবী করীম (সা.) তাঁর উম্মতকে তাঁর অনুসরণ করার জন্যে আদেশ করেছিলেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তদ্রুপ আমল করা সকলের উপর ওয়াজিব। فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ যেই ব্যক্তি হজ্জ করবে বা উমরা কর অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা করতে আসবে সে সাফাও মারওয়ায় যাবে।

হজ্জ আদায়কারীকে الحاج বলার কারণ হল হাজীগণ আরাফায় অবস্থানের পূর্বে বায়তুল্লাহ শরীফের ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। অতঃপর আরাফায় অবস্থানের পর কুরবানীর দিন তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর মিনা থেকে আবার তাওয়াফে সদর এর উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ ফিরে যান। এভাবে বারবার কাবা শরীফের উদ্দেশ্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করার কারণে হাজীগণকে الحاج বলা হয়। আর উমরা আদায়কারীকে المعتمر বলার কারণ, সে প্রথমে বায়তুল্লার তাওয়াফ করবে। এর পর যিয়ারত করে আবার ফিরে আসবে। আর কেবল একবার কোন বস্তুর ইচ্ছা পোষণ কারীকে معتمر বলা হয়। اواعتمر অর্থাৎ বায়তুল্লায় ইচ্ছা পোষণ করে।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করার মধ্যে কোন গোনাহ নেই। এখন لَا جُنَاحَ শব্দ দ্বারা বুঝা গেল সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ কারার অনুমতি রয়েছে। শুধু তাই না, এ তাওয়াফ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। لَا جُنَاحَ কেন বলা হয়েছে তার কারণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এভাবে- আইয়ামে জাহিলিয়াতে সাফা এবং মারওয়া দু'পাহাড়ে দুটি মূর্তি ছিল এবং লোক মূর্তির সম্মানে তাওয়াফ করত। উমরাতুল কাদ্বার বছর সাহাবায়ে কিরাম বলতে লাগলেন আমরা কেন সাফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করব, অথচ জাহেলী যুগে মানুষ দুটি দেবতার সম্মানে অনুরূপ করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে, তাই ইবাদত হিসেবে অন্য কিছুকে সম্মান দেখানো জায়িয নেই। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো আল্লাহর شعار এর অন্তর্গত। এখানে তাওয়াফ শব্দটা এ জন্য উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু আল্লাহ জানেন যে, যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা জানে কোন জিনিষের কথা বলা হয়েছে। কারণ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা ছাড়া অন্য কিছুকে তারা ইবাদত মনে করতনা। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরা করবে সে যেন সাফা ও মারওয়ায় তওয়াফ করতে ভয় না করে এ আশংকায় যে, জাহেলী যুগের মানুষ পর্বতদ্বয়কে তওয়াফ করত সেখানে থাকা দুটি মূর্তির কারণে। ভয় না করার কারণ তারা এ কাজ করত কুফরী অবস্থায় আর তোমরা তওয়াফ করছ ঈমানদার থাকাবস্থায়, রাসূলকে সত্যায়ন করতঃ এবং সর্বোপরি আমার নির্দেশের অনুগত হয়ে। অতএব সাফা ও মারওয়ার সায়ীর মধ্যে কোন গোনাহ নেই। এখানে جناح শব্দের অর্থ পাপ।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন فَلَا جُنَاحَ বলে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ কথা বুঝিয়েছেন সাফা ও মারওয়ায় তওয়াফ করার মধ্যে কোন গোনাহ নেই বরং

Scanned with CamScanner

তওয়াফের জন্যে পূণ্য দেওয়া হবে।

وعن الشعبي ان وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمي اساف ووثنا على المروة يسمي نائلة ـ

হযরত শাবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আইয়ামে জাহিলিয়াতে সাফা পাহাড়ের উপর একটা মুর্তি ছিল যার নাম ছিল "আসাফ" এবং মারওয়া পাহাড়ে একটা মুর্তি ছিল এর নাম ছিল নায়েলা। যখন বায়তুল্লার তওয়াফ করা হত তখন এ মুর্তিদ্বয়কে স্পর্শ করা হত। যখন ইসলামের যাত্রা হল, তখন এ দু'মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হল। মুসলমানরা বলতে লাগল এ মুর্তি দু'টোর কারণেই সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা হত, এ পাহাড় দুটির তাওয়াফ আসলে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতের প্রতীক হিসেবে নয়। তখন আল্লাহ তায়ালা فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইবনে শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা.) বলেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا থেকে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا সম্পর্কে আপনার কী মত? একটু বাড়িয়ে হযরত আয়শা (রা.)-কে এ কথাও বললাম আল্লাহর কসম সাফা এবং মারওয়া তওয়াফ না করলে কারো কোন গোনাহ হবে না। তখন হযরত আয়শা রাগ করে বলেন, হে ভাগিনা! তুমি খুবই মন্দ কথা বলেছ।

এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল আনসাদের উদ্দেশ্য করে। কারণ ইসলামের আগে ঐ খানে মুর্তি পূজা হতো। তাই আনসাররা হযরত (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ! আমরা কী সাফা এবং মারওয়ার তাওয়াফ করব? তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। আয়শা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফা মারওয়ার তাওয়াফের বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন, সুতরাং এটা কারো পরিত্যাগ করার অবকাশ নেই।

হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি শিক্ষিত লোকদের হতে শুনেছি। তারা বলেন, যখন বায়তুল্লাহর তওয়াফের আয়াত নাযিল হয়, তখন সাফা এবং মারওয়ায় তওয়াফের আয়াত নাযিল হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলা হল, আমরা জাহিলিয়তের যুগে সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ করতাম। আল্লাহ্ বায়তুল্লার তাওয়াফের কথা বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার কথা বলেননি। এখন আমরা যদি সাফা এবং মারওয়ায় সায়ী না করি তাহলে কোন গোনাহ হবে কী? তখনই আল্লাহ্ তায়ালা اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الاية আয়াত নাযিল করেন-

قال ابو بكر فاسمع ان هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما فبمن طاف وفبمن لم يطف

হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, এ আয়াত তওয়াফকারী ও তওয়াফ বর্জনকারী উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

এখন হযরত শা'বী (রা.) এবং হযরত আয়িশা (রা.)-এর কোন রিওয়ায়েত হতেই একথা প্রকাশ হয়নি যে, সাফা এবং মরওয়ার তওয়াফ আল্লাহ্ তায়ালার

পক্ষ হতে নিষেধ ছিল, তারপর আল্লাহ্ তায়ালা সে প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন। বরং বুঝা যাচ্ছে এ প্রতিবন্ধকতা উল্লেখিত দু'দলের পক্ষ হতে ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াতের দ্বারা তা দূর করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে দৌড়া مناسك الحج অর্থাৎ হজ্জের আহকামের অন্তর্ভুক্ত। যা ছেড়ে দিলে কাযা করতে হবে। যেমন তাওয়াফ ছেড়ে দিলে কাযা করতে হয়। তারা আরও বলেন, দুটি তাওয়াফের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে তওয়াফে বায়তুল্লাহ্ এবং তওয়াফে সাফা এবং মারওয়া।

অন্য একদল বলেন, সায়ী অর্থাৎ সাফা এবং মারওয়ার দৌড় ছেড়ে দিলে এর ফিদিয়া আদায় করলে হয়ে যাবে, কারণ এটা পাথর মারার মত, যা ফিদিয়া দিলে আদায় হয়ে যায়। যার জন্যে পুনরায় কাযা আদায় প্রয়োজন হয় না।

অন্য একদল বলেন সায়ী, سعي হল অতিরিক্ত অর্থাৎ করলে ভাল, সওয়াব পাওয়া যাবে, আবার না করলে কোন গোনাহ হবে না। এখন যারা সায়ী করা ফরদ্ব বলেন-তাদের কথা অনুযায়ী, ফিদিয়া দিলে ও তা পূর্ণ হবে না। যারা সায়ী سعي করবেনা, তাদেরকে পুনরায় তা করতে হবে। তাদের দলীল হচ্ছে

عن عائشة قالت لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة لان الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله

অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার জীবনের শপথ, যে ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ায় সায়ী করবে না তার হজ্জ হবে না। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, সাফা ও মারওয়ায় সায়ী আল্লাহ্ তায়ালার স্মৃতি বা প্রতীক সমূহের মধ্য হতে একটা প্রতীক।

হযরত মালিক বিন আনাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতে ভুলে গিয়ে মক্কা হতে দূরে চলে গেল, সে যেন আবার ফিরে আসে এবং সায়ী করে যদি। এসময় সে স্ত্রী সহবাস করে নেয়, তাহলে তার উপর উমরাও হাদী ওয়াজিব হবে।

হযরত ইমাম শাফী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ায় 'সয়ী' سعي ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেল, তাঁকে অবশ্যই মক্কায় ফিরে এসে সাফা ও মারওয়ায় সায়ী سعي করতে হবে, কারণ এর অন্য কোন সম্পূরক নেই। হযরত রবী (রা.) হতে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে- হযরত যায়েদ বিন আবূ যুরকা হতে বর্ণিত, হযরত আবূ হানিফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.) বলেন, সাফা ও মারওয়ায় তওয়াফ ত্যাগকারী তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ফিরে আসলে ভাল, আর তা যদি না করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে।

অন্য একদল বলেন سعي অতিরিক্ত। তা ছেড়ে দিলে কোন ক্ষতি নেই। মোট কথা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়া ওয়াজিব, কারণ, তা আহকামে হজ্জের মধ্যে একটি। সুতরাং ওয়াজিব ছেড়ে দিলে তা কাযা সর্বোত্তম, আর দম দিলেই হয়ে যাবে। কেননা কাযা আদায়ের জন্য আবার ফিরে আসা অক্ষমকে বোঝা চাপিয়ে দেয়ার নামান্তর এবং শরীয়ত এ সব থেকে মুক্ত।

Scanned with CamScanner

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

যদি কেউ ওয়াজিব আদায় করার পরও অতিরিক্ত হজ্জ বা উমরাহ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ্ তাঁকে তার বিনিময় দেবেন। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তা করেছে। এজন্য আল্লাহ তাকে বিনিময় প্রদান করবেন।

অন্য একদল এর অর্থ এভাবে বলেন, যে অতিরিক্ত নফল ইবাদত করতে চায়, সে উমরা করতে পারে। আল্লহ্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও খুব বেশী জ্ঞাত।

এ জন্যে বলা হয়েছে فالحج فريضة والعمرة تطوع ليست العمرة واجبة على احد من الناس অর্থাৎ হজ্জ হচ্ছে ফরয এবং উমরা হচ্ছে নফল বা অতিরিক্ত উমরা কারো উপর ওয়াজিব নয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

যে লোক আমার প্রেরিত দলিলসমূহ এবং হিদায়েতের উপকরণ সমূহ গোপন করে আমি প্রকাশ করার পর লোকদের মঙ্গলার্থে কিতাবের মধ্যে, এ ধরনের লোককে আল্লাহ্ লানত করেন এবং লানতকারী লোকও লানত করে। অর্থাৎ তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ মানুষদের নিকট হতে গোপন করত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করত না। অথচ তারা তৌরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.), তার আবির্ভাব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিপিবদ্ধ পেত; কিন্তু তা তারা মানুষকে বলতনা।

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি মুআয বিন জাবাল (রা.) ও খারেজা বিন যায়িদ (রা.) ইহুদী আলিমদের এক দলকে জিজ্ঞেস করলেন তৌরাতের কোন একটি বিষয় বর্ণনা করার জন্য; কিন্তু তারা তাঁকে এ সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে অস্বীকার করল এবং তা গোপন করল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত মুজাহিদ বলেন, তারা হচ্ছে আহলে কিতাব। হযরত রবী (রা.) এবং কাতাদাহ (রা.) ও এভাবে রিওয়ায়েত করেন। এসব কিছু বলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেউ ধর্মীয় বিষয় কিছু জানলে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করা ফরয। যেমন মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, যাকে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যা সে জানে, এমতাবস্থায় সে যদি তা গোপন রাখে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম লাগিয়ে দেয়া হবে।

اللعن শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে দূরে রাখা। অভিশাপকারীদের অভিশাপ অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে এদেরকে লানত করার জন্য প্রার্থনা করবে। মানুষ ও সৃষ্টি

জগতের জন্য সকল প্রাণীর লানত প্রদান মানে হচ্ছে তারা বলবে "হে আল্লাহ! তাকে লানত কর।" অথবা "আল্লাহর লানত হউক" অথবা "তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক।"

হযরত মাজাহিদ (রা.) لاعنون শব্দের অর্থ চতুষ্পদ জানোয়ার। আল্লাহ্ তায়ালা বনী আদমের গোনাহের কারনে বারি বর্ষণ করেননা। তখন চতুষ্পদ জন্তু বের হয় এবং বলে এটা মানব সান্তানের পাপের ফসল। এই বলে তারা গোনাগার বান্দাহকে লানত করে।

চতুষ্পদ জন্তু বলতে উট, গরু, ছাগল, এসবকে বোঝানো হয়েছে। তারা নাফারমান বনী আদমকে লানত করে, যখন জমিন শুকিয়ে ফেটে যায়।

যদি ও নির্বোধ প্রাণী বা বস্তুর বহুবচন করতে একবচনের শেষে ا এবং ن যোগ হয় না কিন্তু কোন সময় তার ব্যতিক্রম হয়। যার উদাহরণ কুরআন শরীফে রয়েছে। যেমন وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ "আমি চন্দ্র ও সূর্যকে দেখলাম তারা আমাকে সিজদা করছে" (সূরা ইউসুফ ঃ ৩) এখানে ساجد একবচন এবং এর সাথে ইয়া এবং নুন যোগ হয়ে বহুবচন হয়েছে। অন্য একদল বলেন لاعنون শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফিরিশতা এবং মুমিনীন। হযরত কাতাদাহ (রা.) এবং রবী বিন আনাস (রা.) ও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। অন্য একদল বলেন আদম এবং জ্বীন ছাড়া সকলেই لاعنون শব্দের ভিতর অন্তর্ভূক্ত।

হযরত বারা বিন আযিব (রা.) বলেন, কাফিরকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে একটি জানোয়ার আসে, তার চোখ দুটি ভয়ঙ্কর তার সাথে লোহার লাঠি থাকে এবং তা দিয়ে দু'কাঁধে মারতে থাকে। এ মৃত কাফিরের আওয়াজ যে শুনে সেই তাকে লানত করে। তার এ যন্ত্রণাদায়ক আওয়াজ মানুষ আর জ্বীন ছাড়া সকলেই শুনে।

হযরত ইবনে জারীর (রা.) বলেন, لاعنون শব্দের দ্বারা বুঝানো হয় আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মুমিনদেরকে। যেহেতু কুরআন শরীফে আছে إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও মুমিনদের লানত।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬১) এটাই হচ্ছে আসল দলীল এবং অন্যান্য দলিলের চেয়ে এ দলিলকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহ তায়ালা এবং লানতকারীরা ঐ সকল লোকদের লানত করেন, যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের বিষয়, তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষণ তাদের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে প্রেরিত কিতাব হতে জানার পর তা প্রকাশ না করে বরং গোপন করে রাখে।

অর্থাৎ ঐ সব লোকের উপর আল্লাহর লা'নত পড়বেনা যারা সত্যকে গোপন করা

Scanned with CamScanner

থেকে তওবা করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত স্বীকার করে, এবং বিশ্বাস করে ঐসব কিছু, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে পেয়েছেন, প্রকাশ করে ঐসব কিছু, যা তাদের কিতাব সমূহে পেয়েছে যে কিতাব আল্লাহ অবতীর্ন করেছেন, যা তাদের নবীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, যাতে নির্দেশ করা হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করার জন্যে। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে ভাল কাজের দ্বারা। এমন কাজ যা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তারা যা কিছু লাভ করে তা প্রকাশ করে। তাদের কিতাব সমূহে আল্লাহর সাথে তাদের যেসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার উল্লেখ আছে তা তারা গোপন করে না।

এসব লোকেরাই- যাদের বিশেষণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে- আমি তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। তাদেরকে আমি এমন মানুষের অন্তর্গত করব, যারা আমার আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হয়েছে। আমি তাওবা কবুলকারী, দয়াবান।

আবার কেউ কেউ وبينوا التوبة باخلاص العمل শব্দের অর্থ এভাবে লিখেন, বিশুদ্ধ ও খালিস আমল দ্বারা তারা তওবা প্রকাশ করে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অবশ্যই যে সমস্ত লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে এবং ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য সব বাতিল ধর্মের অনুসারী মুশরিক, মুর্তিপূজক ইত্যাদি জাতি সমূহের যারাই মহানবী (সা.) এর নবুয়তকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করে তদের উপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাগণ ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ। এখানে الناس اجمعين দ্বারা মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) এবং রবী (রা.) ও একই ধরনের বলেন। হযরত বরী হযরত আবু আলীয়া হতে রিওয়ায়েত করেন- ان الكافرين يوقف يوم القيامة فيلعنه ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس اجمعون কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন এক জায়গায় আটকিয়ে রাখা হবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে লানত করবেন। তার পর ফিরিশতারা লানত করবে। তার পর সমস্ত লোক তাদেরকে লানত করবে।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালা যালিম ব্যক্তিকে লানত করবেন। তারপর সমস্ত সৃষ্টি তাকে লানত করবে। এবং এটাই হচ্ছে সঠিক বক্তব্য। কারণ শব্দের সাথে স্পষ্টত এ অর্থেরই মিল রয়েছে। হযরত ইবনে জরীর (রা.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

যে সকল লোকেরা সত্যকে অস্বীকার করল এবং কুফর অবস্থায় মারা গেল। তার

উপর আল্লাহ্, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হয়। সে সর্বদা জাহান্নামে নিমজ্জিত থাকবে। তার থেকে সামান্যতম আযাবও হালকা করা হবে না এবং অপারগতার আবেদন করার ও সুযোগ দেয়া হবে না।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

তোমাদের মাবুদ একজনই। তিনি রহমানুর রাহীম। তিনি ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় মাবুদ নেই। অর্থাৎ তোমরা যতই মুর্তির পূজা করনা কেন, সবই বাতিল এবং ভিত্তিহীন। সমস্ত দলিল ও প্রমানাদি হতে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা

Scanned with CamScanner

ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে। বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫. তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়। যালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তারা তেমন বুঝিত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর!

১৬৬. যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাইবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বাহির হতে পারবে না।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

উপরোক্ত আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। মুফাসসিরীনদের মধ্য হতে একদল বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ আয়াত অবতীর্ন করলেন, হযরত (সা.) তা সাহবায়ে কিরামের সামনে তিলাওয়াত করলেন, মূর্তি উপাসক মুশরিকরা তা শুনল, তখন মূর্তি উপাসক মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা এ কথা স্বীকার করিনা কারণ, আমরা মনে করি অনেক মাবুদ রয়েছেন। যদি একজনই মাবুদ হয়ে থাকেন, তা হলে তার দলিল কী ? তখনই আল্লাহ্ তায়ালা إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ এ আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতটি হচ্ছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলিল।

হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত। উল্লেখিত আয়াত রাসূলুল্লার (সা.) উপর মদীনায় নাযিল হয়েছিল। মক্কার কুরাইশ কাফিররা বলে, কিভাবে একজন মাবুদ সকল মানুষেকে নিয়ন্ত্রন করবেন? আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করে বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..... لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

এ আয়াতের মর্মকথা থেকে তারা অবগত হয় যে, মাবুদ একজনই। তিনি প্রত্যেক জিনিষের মাবুদ এবং প্রত্যেক জিনিষের সৃষ্টি কর্তা।

অন্য একদল বলেন, মুশরিকদের সওয়ালের জওয়াব হিসেবে এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আতা বিন আবু রাবাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন- মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলেছিল, আমাদেরকে একত্ববাদের কোন নিদর্শন দেখাও। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা ইহুদীদেরকে বলল, মুসা (আ.)-এর উপর আল্লাহ তায়ালার যেসব নিদর্শন অবতীর্ন হয়েছে, এমন কিছু আমাদেরকে বর্ণনা কর। তখন তাদেরকে হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠিও উজ্জ্বল হাত সম্পর্কে বলা হল। নাসারাগণকে বলল, ঈসা (আ.) কি কি মোজেযা নিয়ে এসেছিলেন? তখন তাদেরকে বলা হল হযরত ঈসা (আ.) কুষ্ঠ রোগ ভাল করতেন, মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করতেন। তখন মুশরিকরা রাসূল (সা.)-কে বলল, আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন। তা হলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় হব। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাদের জন্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিনত করব বটে, কিন্তু এর পর ও যদি তারা মিথ্যা বলে, তবে কিন্তু আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি আমি বিশ্বের আর কাউকে দেইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন আমাকে এবং আমার কওমকে ছেড়েদিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আয়াত নাযিল করেন।

যদিও তারা চাচ্ছে যে, আমি যেন উহুদ পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করে দেই। কিন্তু আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি ও দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করার চেয়েও বড় নিদর্শন রয়েছে। যাতে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে।

মোটকথা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর একত্ব প্রমান করার লক্ষ্যে এ সব আয়াত নাযিল করেন। اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর অর্থ হচ্ছে দিনের পর রাতের আগমন। যেমনি অন্য আয়াতে বলা হয়েছে جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

لَيْلَةٌ শব্দটি لَيْلٌ এর বহুবচন এবং نَهَارٌ শব্দের অর্থ আলো। আরবরা এর বহুবচন ব্যবহার করে না।

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

الْفُلْكِ একবচন ও বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ সর্বাবস্থায় একই ধরনের ব্যবহার হয়।

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

মানুষের মধ্যে সমুদ্রে যে উপকার নিহিত রয়েছে, আসমান হতে বারি বর্ষনে অনুর্বর জমি উর্বর হয়ে উঠাতে এবং এর উদ্ভিদ এর উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের প্রমান। بِهِ এখানে শব্দের ه সর্বনাম مَاءٍ শব্দের প্রতি প্রত্যাবর্তিত

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

Scanned with CamScanner

আর اَلَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا বলে বুঝাতে চেয়েছেন তাদের দুর্বল অনুসারী ব্যক্তিদেরকে। হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কিয়ামতের দিন নেতা পর্যায়ের লোকেরা যারা তাদের অনুসরণ করত তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতে اُتُّبِعُوْا এর অর্থ হচ্ছে শয়তান, যারা অনুসৃত হয়েছিল। কিয়ামতের দিন সেসব শয়তান তাদের অনুসরণকারী মানুষ হতে পৃথক হয়ে সরে যাবে।

হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন, এসব বিশ্লেষনের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরককারী মাতব্বরগন যখন আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তি দেখবে, তখন তাদের অনুসারীগণ হতে পৃথক হয়ে যাবে। এখানে শুধু মুশরিককে বিশেষিত করা হয়নি; বরং ঐসব লোকেরা ও শামিল হয়েছে, যারা কুফর এবং গোমরাহীর উপর অনুসৃত হয়েছিল। তাহলে অর্থ হবে, ঐসব লোকেরা আখিরাতে যখনই আল্লাহ তায়ালার আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখনই পৃথিবীতে তাদের অন্ধ অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ

তারা সম্পূর্নভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে রিওয়ায়ত আছে الاسباب শব্দের অর্থ ঐ সম্পর্ক, যা দুনিয়াতে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত কাতাদাহ (রা.) ও এভাবে বলেন হযরত মুজাহিদ (রা.) অন্য রিওয়ায়তে বলেন, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে ভালবাসত তাদেরকেই الْاَسْبَاب বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, الْاَسْبَاب শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ মর্যাদা, যা তাদের জন্য দুনিয়াতে ছিল। হযরত রবী (রা.) হতে এমনিভাবে বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য রিওয়ায়তে আছে الْاَسْبَاب শব্দের অর্থ ارحام প্রতিবেশী ও রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, اسباب শব্দের অর্থ কার্যাবলী বা আমল। আমলের রশি ও বলা হয়। আর এখানে ওসীলাকে سبب বা কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ওসীলাই নিজের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছায়। যেদিন মাতব্বরগণ তাদের অনুসারী হতে পৃথক হবে এবং আল্লাহর আযাব দেখবে সেদিন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ

আর তখন অনুসারীগণ বলবে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ সকল নেতাদেরকে সাহায্যকারী মনে করত, যারা তাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর নাফরমানী করত তারা যখন আখিরাতে আল্লাহর আযাব দেখবে তখন তারা আফসোস করে বলবে, لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً আহ! আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে আর একটা মূহুর্ত

জমিনে প্রত্যেক ধরনের জীব-জন্তু বিস্তার করেছেন। دَآبَّة হচ্ছে প্রত্যেক প্রাণী-যারা জমিনে চলাফেরা করে, যার পাখা আছে আকাশে উড়ে তাদেরকে دَآبَّة বলা হয় না।

وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ

বাতাসের পরিবর্তনে অর্থ বাতাস কখনও রহমত হয়ে আসে, আবার বাতাস কখন ও আযাব হয়ে আসে। কোন কোন তা'বীল কারক বলেন-এর হচ্ছে تَارَةً مَرَّةً حَرُوْرًا وَشَمَالًا وَقَبُوْلًا وَدَبُوْرًا অর্থাৎ বাতাস কখনও দক্ষিণ দিক হতে, কখন ও উত্তর দিকে হতে, কখনও সামনের দিক হতে এবং কখনও পিছন দিক হতে প্রবাহিত হয়।

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ বাদল আসমান এবং জমিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

লোকদের মধ্যে কতেক লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়। মুমিনরা যেমন আল্লাহ্ তায়ালাকে ভালবাসেন, তেমনি তারাও মূর্তিকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি ঈমানের আলোতে আলোকিত, সে আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমে দৃঢ়। যদি সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিগণ জাহান্নামের শাস্তি দেখত, তবে স্বীকার করে বলত, সর্বত্র আল্লাহরই শক্তি বিরাজমান। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা কঠিন শাস্তি দেবেন।

অন্য এক কিরাতে আছে وَلَوْ تَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ (ى স্থলে ت রয়েছে।)

হে মুহাম্মদ (সা.) কাফিরগণ এবং নিজেদের উপর অত্যাচারী আলিমগণ যখন আল্লাহর শাস্তি দেখবে এবং একথা প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত শক্তির আধার হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তখন তাদের যে অবস্থা হবে তা যদি আপনি দেখতেন। (তাহলে বুঝতেন তারা কতইনা মন্দ অবস্থায় আছে।) কিন্তু প্রথম কিরাতই সাধারণতঃ পাঠ করা হয়। কুফা, বসরা এবং মক্কাবাসীরা ১ম কিরাতই পড়েন।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ

এখানে اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا বলে আল্লাহ্ তায়ালা উদ্দেশ্য করেছেন ঐ সমস্ত লোককে, যারা প্রভাবশালী, শক্তিশালী এবং মুশরিকদের মধ্যে নেতা পর্যায়ের।

Scanned with CamScanner

ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতেন বা দুনিয়াতে একটি মুহূর্তের জন্য ফিরে যেতে পারতাম। হযরত রাবী (রা.) বলেন, তাবেদারকারীরা বলবে আমাদেরকে যদি দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হত, তা হলে আমরা দুনিয়াতে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতাম, যেমন তারা এখন আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) ও একই ধরনের বর্ণনা করেন।

فنتبرا এখানে نصب হয়েছে, কারণ এটা ف দ্বারা تمني এর جواب হয়েছে। আর تمني হচ্ছে حرف لو যা অসম্ভব কিছু বোঝানোর জন্যে আসে। কারণ তারা প্রত্যাশা করবে দুনিয়াতে ফিরে আসতে। তাদের এ কামনার কারণ হল, দুনিয়ায় এসে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করবে ঐ সব লোকদের সাথে, যাদেরকে তারা ইহ-কালে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে অনুসরণ করত, যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি দেখে নেতাগণ তাদের অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ

যেভাবে তাদেরকে আযাব দেখানো হয়েছে যা আল্লাহর বাণী وَرَاَوُا الْعَذَابَ এ উল্লেখ করা হয়েছে, তারা দুনিয়াতে যে মিথ্যা বলত, ঠিক তেমনি তাদেরকে প্রদর্শন করানো হবে তাদের খারাপ ও অসৎ প্রকৃতির কার্যাবলীও। যার জন্য তারা শাস্তির হকদার হয়েছে। অর্থাৎ এ জন্য তারা লজ্জিত হবে। حسرات বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে حسرة কারণ আরবী ব্যাকরন অনুযায়ী যে একবচন বিশেষ্য فعلة এর ওজনে ব্যবহার হয় অর্থাৎ প্রথম হরফ فتحه বা জবর এবং দ্বিতীয় حرف সাকিন হয় তার বহুবচন فعلات এর ওজনে আসে। যেমন شهوة এবং تمرة এর বহুবচন شهوات এবং تمرات ব্যবহার হয়।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদেরকে জান্নাত দেখানো হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাহলে তোমরাও এ জান্নাতে যেতে। অতপর মুমিনদের মধ্যে জান্নাত বন্টন করে দেয়া হবে আর কাফিরগণ এ কথায় লজ্জিত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, সেদিন প্রত্যেকেই জান্নাত ও জাহান্নামের বাসস্থান প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন হল আফসোসের দিন। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, দুষখীগণ সেদিন বেহিশতীগণকে দেখবে। তাদেরকে বলা হবে, যদি তোমরাও আমল করতে তা হলে অনুরূপ নিয়ামত ভোগ করতে। তখন তারা আফসোস করবে। অপর দিকে মুমিনগণ যখন দুযখের বাসস্থান অবলোকন করবে তাদেরকে বলা হবে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ তোমার উপর না হত, তাহলে এটিই হত তোমার আবাসস্থল। হযরত রবী বলেন, তখন তারা তাদের মন্দ কাজের জন্য আফসোস করবে।

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ তাদেরকে দুযখ হতে বের করা হবে না। এখানে কাফির, মুশরিক এবং গোমরাহ ব্যক্তি এমন কোন সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অধিকন্তু সময় ও

নির্দিষ্ট করা হয়নি। কতদিন এযং কখন শেষ হবে তা কিছু স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

মোটকথা, সেদিন নেতা পর্যায়ের মুশরিকদের অনুসারীরা বলবে, যদি আমরা দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যেতে পারতাম, তাহলে আমরা এসব মাতব্বর থেকে পৃথক থাকতাম, যেমন তারা এখানে আমাদের থেকে পৃথক হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আমলের ফল দেখাবেন, যা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। তাদেরকে কখনো দুযখ হতে বের করা হবে না।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ
بِالسُّوْۗءِ وَالْفَحْشَاۗءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
اٰبَاۗءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۗؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾
وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاۗءً
وَّنِدَاۗءً ۭ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ
تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ
وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ
عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

১৭০. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা

Scanned with CamScanner

অনুসরণ কর, তারা বলে না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারা অনুসরণ করব। এমন কি, তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?

১৭১. যারা কুফুরী করে তাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না- বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা বুঝবে না।

১৭২. হে মুমিনগণ! তোমাদের আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত কর।

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

এখানে طيبا শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন যা পবিত্র, নাপাক নয় এবং হারাম নয় তা খেতে হবে। আর خطوات শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হল- خطوة অর্থাৎ পদক্ষেপ বা পদাঙ্ক।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এর অর্থ হচ্ছে শয়তানের আমল। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এর অর্থ গোনাহ বা দোষ। وعن قتادة مثله হযরত কাতাদাহ (রা.) ও হযরত মুজাহিদ এর অনুরূপ বলেছেন। সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আয়াতের অর্থ হচ্ছে শয়তানের অনুসরণ না করা বা আনুগত্য না করা। আর হযরত আবু-মুজালিয হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ বলেন -আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী হতে ভয় করা। তা হলে আল্লাহ তায়ালার বানীর অর্থ- হে মানব সম্প্রদায়! আমি আমার রাসূলের ভাষ্য অনুযায়ী যেসব খাবার তোমাদের জন্যে হালাল করেছি তা তোমরা খাও। তোমরা وصيلة سائبة بحيرة এবং অনুরূপ যে সকল প্রাণী নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ, তা কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পবিত্র করে দিয়েছি। অপর দিকে আমি তোমাদের জন্য যে সকল খাবার হারাম করে দিয়েছি যেমন মৃত পশুর রক্ত, শুকরের গোশত এবং আমার নাম ব্যতীত অন্য নাম নিয়ে যে প্রাণী জবেহ করা হয়েছে অনুরূপ প্রাণী, এগুলো খাওয়া হতে বিরত থাক। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ছেড়ে দাও। যে শয়তান তোমাদের ক্ষতি করবে, তোমারদেরকে ধ্বংস করে

দিবে।

তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তোমাদের হালাল মালকে হারাম বলবে। তারা যা বলবে, তোমরা তা ত্যাগ কর এবং আমারই অনুসরণ কর।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তারা তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। السوء শব্দের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করার নির্দেশ, আর الفحشاء শব্দ দ্বারা 'যিনা' বুঝানো হয়েছে।

আর وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ এর অর্থ হচ্ছে, তারা وصيلة وسائبة بحيرة حام এসব প্রাণীকে নিজের জন্য হারাম করে নিত। তারা ধারনা করত, এসব জিনিষ আল্লাহ্ তায়ালা হারাম করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা পরিস্কারভাবে বলেছেন।

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হাম আল্লাহ নির্ধারণ করেননি। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাদের অধিকাংশই বুঝে না।" (সূরা মায়িদা ঃ ১০৩)

তারা যে বলে আল্লাহ্ এগুলো হারাম করেছেন তা নিতান্ত মিথ্যা কথা। তাদের কে এভাবে বলার জন্যে শয়তানই শুধু নির্দেশ করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয় 'তোমরা অনুসরন কর আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত ওহীর তখন তারা বলে, 'না' আমরা এমন জিনিষের অনুসরণ করব, যা আমাদের বাপ-দাদা থেকে পেয়েছি। অথচ তাদের বাপ-দাদার কোন জ্ঞানও ছিল না এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্তও ছিল না। অর্থাৎ যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ করার জন্যে তাদেরকে বল হত, তখন তারা বলত, আমরা আমাদের বাপ-দাদার পথের অনুসরণ করব, যদিও তাদের পূর্বপুরুষ অজ্ঞাত ও গোমরাহ ছিল। কারণ তারা শিরক এর উপর ছিল।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এখানে কাফের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের

Scanned with CamScanner

আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা কম ছিল। যখন তাদের নিকট কুরআনের আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হতো এবং তাওহীদের প্রতি তাদেরকে আহবান করা হত, তখন তারা তা কবুল করত না। তারা যেন জানোয়ারের মত শুধু আওয়াজ শুনত কি বলা হচ্ছে- তা বুঝত না।

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, এ আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে এ কাফিররা খচ্চর বা গাধার মতোই ছিল। তাদেরকে যখন ডাকা হতো তারা শুধু আওয়াজ শুনত কিন্তু কিজন্য যে আহবান করা হচ্ছে তা বুঝতনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন, এ কাফিররা হল খচ্চর, গাধা এবং ছাগলের মতো। তারা শুধু ডাকের আওয়াজ শুনে কিন্তু কি বলা হয় তা বোঝেনা। যা বলা হতো তা করত না, শুধু আওয়াজ শুনত। এমনিভাবে কাফিরদেরকে যখন তুমি কোন নির্দেশ দিবে, কোন নিষেধ করবে বা কোন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করবে, তারা কেবল শুনবে, কোন কাজ করবে না।

হযরত কাতাদাহ এবং হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ অর্থ রাখাল যেমন চতুষ্পদ জন্তুকে শুনাতে পারে না তেমনি তারা আপনার কথা শুনবেনা।

হযরত সুদ্দী (রা.) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, তাদেরকে কী বলা হচ্ছে, তা বুঝতনা। শুধু ডাকা হচ্ছে এমন বুঝত। রাখাল ছাগলকে যতই ডাকেনা কেন সে বোঝেনা কি বলা হচ্ছে, এভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে আহবান করলেও তারা শ্রবন করেনা। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে শেষ পর্যন্ত বলেন, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। অন্য তা'বীল কারীগণ এর অর্থ করতে বলেন, ঐ সমস্ত লোক, যারা কুফর করে, তাদের দেবতাও মূর্তির পূজা করে, যে সকল মূর্তি শুনেনা এবং বুঝেনা তাদের উদহারণ হচ্ছে এ রকম كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً তারা শুধু আওয়াজ শুনে কিন্তু আহবানকারী কি বলছে, তা মোটেই বোঝেনা।

হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الاية এর উদাহরণ যেমন কোন ব্যক্তি পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে চিৎকার করল। তার চিৎকারের জবাবে অনুরূপ একটি আওয়াজ তার দিকে ফিরে আসে, যাকে বলে প্রতিধ্বনি। এমনিভাবে ঐ সকল লোকের উপমা হচ্ছে প্রত্যেক আওয়াজ বা ধর্মের বাণী তাদের কাছে প্রতিধ্বনি রূপে পৌঁছে। তারা কেবল আহবান ও ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনেনা। এ আয়াতের অন্যরকম ব্যাখ্যা ও হতে পারে। আর তা হচ্ছে- কাফিররা তাদের প্রভুদেরকে যে আহবান করে, এর উদাহরণ ছাগল রাখালের আহবানের ন্যায়, যে তার ছাগলদেরকে কিছু শুনাতে পারে না। তার আহবান কোন কাজে আসেনা, কেবল আহবান ও ডাক ছাড়া। এমনিভাবে কাফিরগণ তাদের প্রভুদের ডাকের ক্ষেত্রে কেবল আহবানই করে থাকে। কোন উপকার হয় না।

হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন, আমার মতে আয়াতে প্রথম نَاعِبٌ এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যা ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন। এ অর্থ এ জন্যে

গ্রহণ করা হয়েছে কারণ এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল করা হয়েছে। আর তারা মূর্তি পূজক ছিলনা। এর অনুকূলে দলিল এই যে, আয়াতের আগের আয়াত এবং পরের আয়াত ইহুদীদের ক্ষেত্রেনাযিল হয়েছে। সুতরাং মধ্যের আয়াত মুশরিকদের জন্য নাযিল হওয়ার কোন কারণ নেই। একারণে এ আয়াত মুশরিকদের জন্য বলা মানে ভিত্তিহীন কথা বলা।

তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়েতকে অধিকাংশ তাবীলকারী প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে صم শব্দ বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তারা সত্য কথা শ্রবণ করে না। بكم দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা বোবা, এজন্য সত্য ও সঠিক কথা কবুল করেনা এবং আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন এবং যা নির্দেশ করেছেন তা স্বীকার করেনা। আল্লাহ প্রদত্ত বাণী প্রকাশ করে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী যে অতীব সত্য, তা জানা সত্ত্বেও মানুষের কাছে প্রকাশ করে না। عمي শব্দ দিয়ে ইংগিত করেছেন তারা অন্ধ হিদায়তের রাস্তা দেখে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে ইমানদারগণ! তোমরা পাক-পবিত্র বস্তু হতে, যা আমি হালাল করেছি, তা খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি সত্যিই আল্লাহর ইবাদত করে থাক। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ শ্রবণ কর এবং তাঁরই আনুগত্য কর। তারা জাহলিয়াতের সময় শয়তানের অনুসরণ করতঃ কতেক জিনিষকে হারাম করে নিত। এর মাধ্যমে তারা কাফিরদের অর্থাৎ তাদের পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য প্রকাশ করত। অথচ আল্লাহ তায়ালা এসব জিনিস মুবাহ রেখেছেন এবং হারাম মনে করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছেন, অধিকন্তু যা হারাম তা আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

مَيْتَة আসলে مَيْوت ছিল। واو কে ى দিয়ে বদল করা হয়েছে এবং ى কে ي এ ভিতর প্রবেশ করানো হয়েছে। اهلال এর অর্থ হচ্ছে উচু আওয়াজ। যেহেতু জবেহ করার সময় উচু আওয়াজ করার প্রথা আগে থেকেই চালু ছিল। তখন অর্থ দাঁড়ায়, وما ذبح لغير الله যা জবেহ করা হয় আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে। এ অর্থই নিয়েছেন হযরত কতাদাহ (রা.), হযরত মুজাহিদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত দ্বিহাক (রা.) এ আয়াতের অর্থ নিয়েছেন-وما اهل به للطواغيت অর্থাৎ যা মূর্তির নামে জবেহ করা হয়। হযরত আতা (রা.) বলেন- ما ذبح لغير الله আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে জবেহ করা। হযরত রবী

Scanned with CamScanner

(রা.) বলেন, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নাম উল্লেখ করা।
হযরত হায়াত (র.) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, হযরত উকবা (রা.) বিন মুসলিম আল-তজীবী হতে বর্ণিত এবং তিনি কায়স বিন রাফে আল আশাজায়ী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তারা দু'জন অর্থাৎ হযরত উকবা (রা.) এবং হযরত কায়স (রা.) বলেন, আমাদের জন্য আহলে কিতাবের খাবার হালাল করা হয়েছে। তারা হাদিয়া হিসেবে গোশত এবং রুটি দিত, আমরা তা গ্রহণ করতাম এবং খেতাম। হযরত হাবীব (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আয়াতখানি কি দেখেন নাই? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে অগ্নিপূজক, মূর্তি পূজক এবং মুশরিকদের জবাই সম্পর্কে।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ তবে হ্যাঁ, কেউ যদি অভ্যাসগতভাবে বা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে নয়, শুধু নিজকে রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়ে খায়, তাতে কোন গোনাহ নেই। তা তার জন্য হালাল হয়ে যায়। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, কারো খেতে অপছন্দ হলেও বাধ্য হয়ে পড়লে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে খাবে। এতে কোন গোনাহ নেই। তাফসীর কারকগণ এর ব্যাখ্যায় একমত হতে পারেননি। এ নিয়ে বিতর্ক করেছেন।
হযরত সাঈদ (রা.) বলেন, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ এর অর্থ ডাকাতির উদ্দেশ্য বের হলে অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন কাজে বের হলে সে ক্ষুধার্ত হলেও মৃত ভক্ষণ করতে পারবে না। পিপাসার্ত হলেও মদ পান করতে পারবে না।
অন্য একদল বলেন, যতটুকু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার বেশী খেতে পারবে না। হযরত কাতাদাহ (রা.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন, হযরত হাসান (রা.) বলেন, এ অবস্থায় সম্পদশালী হলেও খাওয়া জায়িয রয়েছে।
হযরত মুজাহিদ (রা.) এবং ইকরামা (রা.) বলেন غَيْرَ بَاغٍ এর অর্থ হচ্ছে যে সীমালঙ্ঘণ করেনা এবং لَا عَادٍ এর অর্থ হচ্ছে, যে শরীয়ত বিরোধী কাজে অভ্যস্ত নয়। হযরত রবী (রা.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ- যে তা ভক্ষণ করে হারাম অনুসন্ধান না করে এবং সীমা লঙ্ঘন না করে। এ প্রসংগে তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার বাণী উদ্ধৃত করেছেন। فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
অন্য একদল তা'বীলকারী বলেন فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে পূরনের জন্যে খায় এবং وَلَا عَادٍ এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে যতটুকু প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশী খায়না।
এখানে بَاغٍ শব্দের অর্থ হল যে নিজের ইচ্ছে ও কু-প্রবৃত্তি পূরনের জন্যে হারাম তালাশ করে এবং الْعَادِي শব্দের অর্থ হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া। কিন্তু এতটুকু খাওয়া যাতে প্রাণ রক্ষা পায় বা নিজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়, শরীয়তেএতটুকুর অনুমতি রয়েছে। সকল তাফসীরের মধ্যে উত্তম তাফসীর হল, প্রয়োজন অনুসারে খাওয়া। কারণ একেবারে না খেয়ে মরে যাওয়া আত্মহত্যা করার শামিল।

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

সুতরাং প্রয়োজনের চরম সীমায় হারাম বস্তু খাওয়ার মধ্যে কোন গোনাহ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা অতীতের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি দয়াশীল। তবে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করতে হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ
وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৪. আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ

Scanned with CamScanner

শাস্তি রয়েছে।

১৭৫. তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

১৭৬. তা এ হেতু যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয় তারা দুস্তর মতভেদ রয়েছে।

১৭৭. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই, কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল ফিরিশতাগণ! সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত পর্যটক সাহায্যপ্রার্থিকগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, নামায কায়িম করলে ও যাকাত প্রদান করলে, এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে, তারাই যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ

আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবের উপর যা অবতীর্ন করেছেন তারা তা প্রকাশ এবং প্রচার করে না বরং গোপন করে। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়ত ও আবির্ভাব সম্পর্কে এবং হিদায়ত সম্পর্কে জানা সত্বেও তা প্রচার ও প্রকাশ করে না।

হযরত কাতাদাহ (রা.) রাবী (রা.) এবং হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতে بِهٖ এর মধ্যে যে জমির ه আছে তা كِتْمَان এর পরিবর্তে এসেছে। তাহলে এখানে অর্থ হবে, তারা গোপনীয়তা বিক্রী করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের কথা প্রকাশ করে না; বরং তা গোপন করে সামান্য সম্পদের বিনিময়ে। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, যেহেতু লোকেরা আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তন এবং অর্থ বিকৃতি ও সত্য গোপনের বিনিময়ে কিছু সম্পদ দিয়ে থাকে, এ জন্য তারা তা বিক্রি করে। এখানে اولئك বলতে ঐ সকল লোক বুঝানো হয়েছে যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও মহত্ব গোপন করার বিনিময়ে ঘুষ খায়। তারা যেন তাদের পেটের ভিতর আগুন ভর্তি করে। يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ অর্থাৎ এর বিনিময়ে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সাথে স্নেহের সুরে কথা বলবেন না।

তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী এবং কুফর হতে পাকও করবেন না। তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

ঐ সকল লোক যারা হিদায়ত ছেড়ে গোমরাহী, ক্ষমা ছেড়ে আযাব গ্রহণ করছে, তারা এমন জিনিষ আহরন করছে, যা দ্বারা তাদের জন্যে আযাব অপরিহার্য হয়েছে, এ আযাব তাদেরকে কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে এবং তারা এমন আমল ছেড়ে দিয়েছে, যার দ্বারা তারা অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারত।

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ তাদের আমলের কারণেযে আযাব দেওয়া হবে সেই আগুনের আযাব কতই না কঠিন হবে!

এ তাবীলে সকল তাবীলকারকদের কথার মর্ম চলে আসে।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

এ শাস্তি এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা সত্যপূর্ণ কিতাব নাযিল করেন, কিন্তু ইহুদী আলিমরা তৌরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে, তার নবুয়ত সম্বন্ধে যা পেত, তা লোকের কাছে প্রচার করতনা বরং গোপন করত, অথচ তারা এ সত্য সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ন ওয়াকিফহাল। তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ দুনিয়ার সম্পদ হাসিল করা। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন ও আনুগত্য করে না। এটাই হচ্ছে তাদেরকে পাক-পবিত্র না করা এবং তাদের সাথে কথা না বলার কারণ। তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করার কারণ আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, আমি কিতাব ঠিক ঠিক পাঠিয়েছি কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে এবং কর্ত-বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। সুতরাং কিতাব সম্পর্কে তাদের বিরোধীতা তাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইহুদী এবং নাসারাগণ কিতাব সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করছে। উহুদীরা হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আ.)-এর যে কাহিনী আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তা অস্বীকার করে। আবার নাসারাগণ এসবের কিছু সত্য বলে স্বীকার করে, আবার আর কিছু মিথ্যা মনে করে। আবার তারা সকলেই মিথ্যা বলে ঐ সব আয়াতকে, যাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যায়ণের নির্দেশ রয়েছে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আখেরী নবী তা স্বীকার করেনা। তাই তারা তর্ক-বিতর্ক করে সঠিক রাস্তা হতে অনেক দূরে সরে গেছে।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

এ আয়াতের অর্থ বিশ্লেষণে তাফসীরকারদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ

Scanned with CamScanner

কেউ বলেন এর অর্থ হচ্ছে- পূণ্য কেবল নামাযেই নয় বরং পূণ্য কতকগুলো অভ্যাসের মধ্যে নিহিত, যা আমি বর্ণনা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে صلوة এর প্রতি অর্থাৎ তোমাদের কার্যাবলী পূণ্য বা ভাল কাজ বলে ধরে নেয়া হবে না, যদি কেবল নামায আদায় কর কিন্তু আমল করনা। এ আয়াতে দ্বারা ইশারা করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা হতে মদীনায় যাওয়ার পর যা ঘটেছিল তার প্রতি অর্থাৎ কিবলাও অন্যান্য ফরায়িয এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এ আয়াতে পূণ্যের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তায়ালা ফরায়িয সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মুজাহিদ (রা.) বলেন, এখানে بر শব্দ দ্বারা সিজদা বুঝানো হয়েছে, তবে بر এর আসল অর্থ হচ্ছে অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইহুদী ও নাসারাগণকে সম্বোধন করে বলেন, যেহেতু ইহুদীরা নামায পড়ত পশ্চিম দিকে মুখ করে, আর নাসারাগণ নামায পড়ত পূর্ব দিকে মুখ করে। তাই আল্লাহ্ তাদের জন্যে এ আয়াত নাযিল করেন এবং তাদেরকে বলেন, পূণ্য বা ভাল কাজ আমি যা বর্ণনা করেছি তাই। আর তোমরা যা করেছ, তা ভাল কাজ নয়।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, ইহুদীগণ পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়ত, আর নাসারাগণ পূর্ব দিকে মুখ করে নামায পড়ত। এ জন্য لَيْسَ الْبِرَّ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর বাণী, لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ সম্পর্কে আমাদের কাছে উল্লেখ করেন, জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে بر সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তার উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন ঐ লোককে ডাকলেন এবং এ আয়াত তার সামনে পাঠ করলেন। সাথে সাথে লোকটি ফরায়িয কবুল করলেন এবং এই বলে ঈমান আনলেন اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله পরবর্তীতে তিনি এর উপর মারা গেলেন। হযরত রাবী বিন আনস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদীরা নামায পড়ত পশ্চিম দিকে মুখ করে, আর নাসারাগণ নামায পড়ত পূর্বদিকে মুখ করে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যেসব বক্তব্য রয়েছে, তন্মধ্যে হযরত কাতাদাহ (রা.), এবং হযরত রাবী বিন আনাস (রা.)-এর বক্তব্যই উত্তম। তাঁরা لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ الخ দ্বারা ইহুদী এবং নাসারাকে বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ আয়াতের আগের আয়াতে নাসারা ও ইহুদীদের ধমক ও দোষারোপ এবং তাদের অন্যান্য সংবাদ এবং এর ফলে তাদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত করা আছে, তার আলোচনা করা হয়েছে। আর এ আয়াত হচ্ছে সে আয়াতের অনুগামী। তখন আয়াতের অর্থ

হবে; হে ইহুদী ও নাসারাগণ! তোমাদের চেহারাগুলো কেবল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরানোর নাম পূণ্য নয় বরং পূণ্য হচ্ছে যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে। এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে বসে البر তো فعل এবং من হল اسم - তাহলে فعل কিভাবে اسم এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে?

তখন এর জওয়াব হল وَلٰكِنَّ الْبِرَّ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ কারণ من এর صله فعل উহ্য এর صفت

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

তার মহব্বতে মাল দান করে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, আয়াতের অর্থ হল তারা মাল দান করত, তবে অভাবের ভয়ও রাখত। হযরত ফাতিমা বিনত কায়স (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যাকাত ছাড়া অন্য মালে তোমরা যত্ন নাও। তিনি রাসূল (সা.)-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমার সত্তর মিছকাল স্বর্ণ আছে। রাসূল (সা.) বলেন তা তোমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দাও। আয়াতের অর্থ হবে সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও, তা জমা করার প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যে এগুলো প্রতিবেশীকে দান করে এবং এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। তিনি বলেন, ذَوِى الْقُرْبٰى অর্থ নিকটাত্মীয়। মহানবী (সা.)-এর বাণী, যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন সদকা সর্বোত্তম? তিনি বলেন, অক্ষম প্রতিবেশীকে ছদকা করা।

مساكين ও يتامى এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। اِبْنَ السَّبِيْلِ অর্থ বাহনের মাধ্যমে কোন স্থান অতিক্রম করা।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, اِبْنُ السَّبِيْلِ মানে মেহমান। তবে সে তিন দিন পর্যন্ত মেহমান থাকবে। এর পর তাকে যা দেয়া হবে তা হবে সদকা। আবার কেউ ابن السبيل এর অর্থ মুসাফির বলেছেন। হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন, একস্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াতকারীকে ابن السبيل বলা হয়।

হযরত মুজাহিদ এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) ابن السبيل সম্পর্কে বলেন, যে কোন ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় তোমার কাছে আসল সেই ابن السبيل।

السائلين যারা খাবার চায় তারাই হল والسائلين

হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, السائلين মানে الذي يسئلك

وفي الرقاب এর অর্থ দাসত্ব হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য মাল খরচ করা। ঐসব লোককে দেয়া যায়, যারা গোলামী হতে মুক্তি পেতে চায়। اقام الصلوة যথাসাধ্য সার্বক্ষনিক এ আমল করে। اتي الزكاة যাকাত আদায় করে।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا

আর তারা যখন ওয়াদা করে, তারা তা পূরণ করে

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ

তারা অভাব এবং অসুখের সময় ধৈর্য্য ধারন করে এবং ধৈর্য্য ধারন করে যুদ্ধের

Scanned with CamScanner

সময়। হযরত কাতাদাহ, সুদ্দী এবং রবী (রা.) উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন।

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

ঐ সব লোক যারা আল্লাহ তায়ালার উপর এবং শেষ বিচারের দিনের উপর ঈমান এনেছে, তারাই সত্যিকারের মানুষ। তারাই কাজে এবং কথায় সাদৃশ্য বজায় রেখেছে। অন্য লোকতো আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে। ওয়াদা পূরণ করেনা, আল্লাহ্‌র আদেশ গোপন করে, আল্লাহর রাসূল (সা.) কে মিথ্যুক বলে।

وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

তাঁরাই আল্লাহর আযাবকে ভয় করে, তাই তারা আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকে, ওয়াদা পূরণ করে এবং সীমা লঙ্ঘন করে না। তারা ফরায়িয প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব দিকে এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে নেকী নেই। আসলে নেকী সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্‌র উপর, আখিরাতের উপর, ফিরিশতা, কিতাব এবং নবীদের উপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ প্রতিবেশী, এতিম, মিসকীন, ভিক্ষুক, দাসত্ব থেকে মুক্তিকামী লোকদেরকে দান করে। কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে। অভাব-অনটনে, অসুখে, যুদ্ধে ধৈর্য্য ধারণ করে। এসব লোকেরাই সত্যতা প্রমান করেছে এবং তারাই খোদা ভীরু।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ "فَاتِّبَاعٌ" بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ "اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ "مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ "اَلِيْمٌ" ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ "يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَ ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ

فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ "عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ "رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

১৭৮. হে মুমিগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। তা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হলো। তা মুত্তাকীদের জন্য একটি কতর্ব্য।

১৮১. উহা শ্রবণ করার পর যদি কেউ তার উহার পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

১৮২. তবে যদি কেউ ওসীয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতপর, সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى.

এখানে كُتِبَ শব্দ ফরজ এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হল নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করা নিহতের উত্তরাধিকারীগণের উপর ওয়াজিব কিনা? জওয়াব হচ্ছে, 'না'। বরং ক্ষমা এবং দিয়ত গ্রহনের ইখতিয়ার রয়েছে। মুফাস্সিরীনের নিকট এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হল, রসূল (সা.) এর সময় দুটি দল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে একজন অন্য জনকে হত্যা করে। তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে সন্ধি করার নির্দেশ দিলেন। একজন মহিলাকে অপর মহিলার দিয়তের পরিবর্তে ছেড়ে দেয়া হয়।

Scanned with CamScanner

এভাবে আমাদের পরিবর্তে গোলাম এবং মহিলার পরিবর্তে পুরুষ এর কেসাস নেওয়া জায়িয আছে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا

"কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে উহার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-বলেন, মুসলমান পরস্পর রক্তের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে।

তাফসীরকারীগণ এ প্রসঙ্গে বিতর্ক করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, একটি সম্প্রদায়ের কারনেই এ আয়াত নাযিল হয়। জনৈক লোক অন্য সম্প্রদায়ের একজন গোলামকে হত্যা করেছিল, এখন দিয়ত আদায়ের জন্য সে লোকটিকে হত্যা করার কথা উঠল। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা তার প্রতিবাদ করল। তারা বলল, তা হয়না। যেহেতু এ হল আযাদ ব্যক্তি আর নিহত ব্যক্তি হল দাস। শেষ পর্যন্ত ঐ দাস ব্যক্তির মনিবকে হত্যা করা হয়। অপরদিকে এক মহিলা অন্য এক দলের এক পুরুষকে হত্যা করেছিল। মহিলার অভিভাবকগণ মহিলার কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করতে অর্থাৎ মহিলাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে রাজী হলনা। বরং তারা মহিলার সম্প্রদায়ের দুজন পুরুষকে হত্যা করল। তখনই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, কিসাস তোমাদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষের বদলে হত্যাকারী পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ হবে না। মহিলার বদলে হত্যাকারিনী মহিলাকে হত্যা করা হবে। গোলামের বদলা হত্যাকারী গোলামকে হত্যা করতে হবে। আযাদ লোককে হত্যা করা যাবে না। এ নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে, যেন এ কিসাস ছাড়া হত্যা কারীর উপর অন্য কোন জুলুম করা না হয়।

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى

হযরত শাবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত বাণী সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত আরবের দু'টি গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা পরস্পর অন্ধভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা বলে, অমুক দাসের রক্তপণ আদায় করতে যুদ্ধ করছি এবং অমুক মহিলার রক্তপণ স্বরূপ যুদ্ধ করছি। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে এ হাদীসের মর্মার্থ বর্ণিত আছে, তবে তাতে আরও কিছু বর্ধিত আছে। তারপর আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতখানি অবতীর্ণ করেন-

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ -

"আমি তাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়ে ছিলাম যে, প্রানের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বিনময়ে চোখ, নাকের পরিবর্তে নাক, কানের পরিবর্তে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং যখমের পরিবর্তে অনুরূপ যখম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৪৫)

হযরত কাতাদাহ (রা.) আল্লাহ তায়ালার বাণী كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى সম্পর্কে আরও বলেন, তারা বলত আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে দিয়ত ছিলনা বরং হত্যা বা ক্ষমা করে দেয়া এ দুটি ছিল। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঐ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে, যারা তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল। জনবল বেশী এমন সম্প্রদায়ের কোন দাসকে হত্যা করা হলে তারা বলত, এ দাসের বিনিময়ে আমরা তাদের একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা না করে ছাড়ব না। আর যখন তাদের সম্প্রদায়ের কোন নারীকে হত্যা করা হত, তখন বলত- এর বিনিময়ে অবশ্যই আমরা একজন পুরুষকে হত্যা করব। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়-اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, দুটি গোত্রের মধ্যে হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিল। একদল মুসলিম এবং একদল জিম্মি (ট্যাক্স আদায়কারী)। যুদ্ধে তাদের মধ্যে আযাদ, গোলাম এবং মেয়েলোক নিহত হয়েছিল। হযরত (সা.) উভয় দলের মধ্যে এভাবে সন্ধি করে দিয়েছিলেন যে, আযাদের পরিবর্তে আযাদ, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং মহিলার পরিবর্তে মহিলাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। হযরত সুদ্দী (রা.) অন্য এক রিওয়ায়াতে বলেন, যারা হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছিলেন তারা উভয় দল আনসার ছিলেন।

হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.) বলেন, কোন আযাদ ব্যক্তি কোন গোলামকে হত্যা করলে সেক্ষেত্রে শর্তারোপ করা যাবে। গোলামের মনিব ইচ্ছে করলে বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। এভাবে কোন গোলাম আযাদকে হত্যা করলে বা কোন মেয়ে আযাদ পুরুষকে হত্যা করলে বদলা নেওয়া যাবে।

অন্য একদল তাবীল কারক বলেন, প্রথমে কাওমের মধ্যে প্রথা চালু ছিল যে, মহিলার বদলা পুরুষকে হত্যা করা যেতোনা বরং পুরুষের বদলা পুরুষ এবং মহিলার বদলা মহিলা হত্যা করা হত। অবশেষে وَكَتَبْنَا فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ আয়াত অবতীর্ণ হল। এর দ্বারা সকলের ক্ষেত্রে নির্দেশ বরাবর হয়ে গেল যেন প্রত্যেক হত্যাকারী হতে বদলা নেয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করত বলেন, আযাদ মহিলা ও পুরুষ এবং গোলাম পুরুষ ও মহিলা সকলকে اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ আয়াত সমান করে দিয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ এর মূল কথা প্রথমটিই প্রনিধান যোগ্য।

"فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ"

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করতঃ বলেন, اَلْعَفْوُ অর্থ হচ্ছে قَتْلُ عَمْدٍ এর বিনিময়ে দিয়ত গ্রহণ করা

فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

এর অর্থ দিয়ত চাওয়ার সময় শরীয়ত সম্মতভাবে চাইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দিয়ত যে কবুল করা হচ্ছে তাহাই ক্ষমা।

Scanned with CamScanner

أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

অর্থ হত্যাকারী যেন বাকীটুকু সদ্ভাবে আদায় করে। হযরত মুজাহিদ (রা.)-এর বর্ণনাও একই রকম।

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যিনি দিয়ত পাওয়ার হকদার, তিনি তা সঠিকভাবে চাইবেন এবং আদায়কারী সদ্ভাবে আদায় করবেন।

ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

কাতল করার পরিবর্তে দিয়তের হুকুম দেয়া মানে যেন উম্মতের জন্য সহজ সমাজ ব্যবস্থা করে দেয়া। কারণ অন্যান্য উম্মতের জন্যপূর্বে এ ব্যবস্থা ছিলনা।

فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ দিয়ত গ্রহণ করার পরও যদি কেউ রক্ত প্রবাহিত করে অর্থাৎ কাতিলকে হত্যা করে তা হলে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন, দিয়ত গ্রহণ করার পরও যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে তাহলে তার জন্যে যন্ত্রনা ও কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে জ্ঞানীগণ! তোমাদের উপর যা ফরয করা হল এবং ওয়াজিব করা হল, একজনের বদলে আরেকজনকে কিসাস হিসেবে হত্যা এমনকি প্রাণের বদলালে প্রাণ, শরীরের মাংশের বদলালে মাংস- এতে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবনের নিরাপত্তা।

হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালা যে কিসাসের আইনের ব্যবস্থা করেছেন, এর মধ্যে জীবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বোধ এবং অশিক্ষিত লোকদের জন্যে। শাস্তি এবং নসীহতের ব্যবস্থারয়েছে। অনেক লোক অন্যের উপর কোন সময় আক্রমনের ইচ্ছা পোষণ করে। যদি কিসাসের নির্দেশ না থাকত, তাহলে অবশ্যই সে উদ্দিষ্ট লোককে হত্যা করত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কিসাসের বিধান দিয়ে তাদেরকে নিবৃত রেখেছেন। সত্যি বলতে কি আল্লাহ্ তায়ালা যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, সব কিছুর মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে কোন না কোন লোকের ধর্মীয় অমঙ্গল নিহিত আছে। আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন তার সৃষ্টি জীবের জন্যে কোথায় মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিসাসের প্রচলন করে যালিমও সীমা লঙ্ঘনকারীদের হত্যা থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

হে জ্ঞানীগণ! তোমাদের জন্যে কিসাসের মধ্যে জীবন বিদ্যমান রয়েছে। যাতে করে এর দ্বারা তোমরা হত্যা থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ কিসাস হচ্ছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার একটি কারণ। কিসাসের মাধ্যমে হত্যা করলে অন্য কারো মাঝে

যুদ্ধের সন্দেহ থাকবে না অথবা মানুষের মনে যখন কিসাসের কথা উদয় হবে, তখন সে হত্যা করা থেকে দূরে থাকবে। সেই সময় কিসাসই তার জীবন রক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) ও বলেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

পিতা-মাতা এবং যে সকল আত্মীয়-স্বজন ওয়ারিস হতে পারেন, তাদের জন্যে ওসিয়ত করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার অনুমতি রয়েছে। তবে তা এক তৃতীয়াংশের বেশী করা যাবেনা এবং ওয়ারিসদের উপর যুলুম করার ইচ্ছা থাকতে পারবে না। এটা মুত্তাকীদের জন্য ওয়াজিব। এ নিয়ম বাস্তবায়ন করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

হযরত কাতাদাহ (রা). হতে বর্ণিত, তিনি كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ ওসিয়তের কথা আগে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে এ আয়াত মানসুখ হয়ে যায়, যখন অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তবে ওসিয়ত করা যাবে ঐ ধরনের আত্মীয় স্বজনের জন্য, যারা ওয়ারিস হতে পারে না। এখন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত জায়িয নেই।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উল্লেখিত আয়াতে মাতা-পিতার কথা মনসুখ হয়ে গেছে এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা ওয়ারিস হতে পরবে না, তাদের জন্যে ওসিয়ত করার অনুমতি রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যারা ওয়ারিস, তাদের জন্য ওসিয়ত করার অনুমতি মনসূখ হয়ে গেছে এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা ওয়ারিস হতে পারবে না, তাদের জন্য ওসিয়ত বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইবনে তাউস (রা.) তাঁরা পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওসিয়তের প্রথা তখনই ছিল, যখন মাতা-পিতা এবং আত্মীয়ের অংশ নির্ধারিত ছিল না। যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হল, তখন যারা ওয়ারিস হতে পারে, তাদের জন্য ওসিয়ত করা মনসূখ হল এবং যারা ওয়ারিস হতে পারে না, তাদের জন্যে ওসিয়তের অনুমতি বাকী রইল। অতএব যে নিকটাত্মীয়ের জন্যে ওসিয়ত করবে, তার ওসিয়ত জায়িয হবে না। হযরত হাসান (রা.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

হযরত বারা (রা.) উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ প্রথা ছিল সূরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার আগ মূহুর্ত পর্যন্ত। কিন্তু যখন পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অংশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হল, তখন ওসিয়তের আয়াত বাতিল হয়ে যায়। শুধু অনুমতি বিদ্যমান থাকে ঐ সকল আত্মীয় স্বজনের জন্য যারা ওয়ারিস নয়।

কেউ কেউ বলেন, আত্মীয় নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যেই ধরনেরই হউক না কেন,

Scanned with CamScanner

ওসিয়ত কারো জন্য ওয়াজিব নেই। যেহেতু ফরায়েয এর বিধান চালু হয়েছে।
হযরত ইবনে যায়িদ (রা.)ও বলেন, ওসিয়ত প্রথা সম্পূর্ণভাবে মনসূখ হয়ে গেছে। বরং ফরায়েযকেই ফরয করা হয়েছে।
তাছাড়া হযরত ইবনে সিরীন, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন বদর, ইবনে উমর, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুজাহিদ এবং হযরত সুদ্দী (রা.) হতেও একই ধরনের রিওয়ায়ত রয়েছে।
মোটকথা, ইমামদের দৃষ্টিতে যদিও ওসিয়ত মনসূখ হয়েছে কিন্তু মীরাস হতে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এরকম আত্মীয়ের জন্য ওসিয়ত এর প্রথা বাকী আছে।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ যদি এ ওসিয়তের কথা শুনার পরও তা পরিবর্তন করে, সেই ক্ষেত্রে পাপ তাদেরই হবে, যারা ওসিয়ত পরিবর্তন করেছে।
অর্থাৎ ওসিয়তের ব্যাপারে সম্যক ধারনা লাভের পরও যে ওসিয়ত পরিবর্তন করে, তখন অবশ্যই গোনাহ তার উপর হবে, যে পরিবর্তন করেছে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমার ওসিয়ত শোনেন এবং তোমার অন্তরের খবর জানেন। এব্যাপারে তাফসীরকারীগণ একমত।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যদি কেউ কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় যে, অসুস্থ ব্যক্তি কারো জন্য মৃত্যুকালীন ওসিয়ত করছে। ঐ ব্যক্তি আশংকা করল যে, ওসিয়তকারী ভুল করছে। অথবা সে দেখল যে, ওসিয়তকারী ওসিয়তের মধ্যে অবিচারের ইচ্ছা পোষণ করছে এবং অন্যায় নির্দেশ দিচ্ছে। তা হলে উপস্থিত লোকের জন্য গোনাহ নেই যে, সে ঐ ব্যক্তির মধ্যে এবং তার ওয়ারিসদের মধ্যে সংশোধণ করে দিবে। অর্থাৎ ওসিয়তের ক্ষেত্রে ইনসাফের নির্দেশ দিবে এবং আল্লাহ যতটুকুর অনুমতি দিয়েছেন বা মুবাহ রেখেছেন, ততটুকু প্রদানে অস্বীকার করলে উপস্থিত ব্যক্তি তাকে অনুরূপ করতে নিষেধ করবেন।
হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এটা তখনই যখন কোন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট হাজির হল, যে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ছে, তখন যদি সে কোন খাতে অতিরিক্ত খরচ করার ইচ্ছা পোষন করে, তা হলে বলা হবে তুমি ন্যায় বন্টন কর আর কম দিলে বলবে, অমুককে এভাবে দাও।
কোন কোন তাবীলকারী এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি ভয় করে মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত সম্পর্কে বা মুসলমানদের কোন কাজ সম্পর্কে বা

ওসিয়তকারী ভয় করে তার ওসিয়ত সম্পর্কে বা কোন মৃত ব্যক্তির অসিয়ত সম্পর্কে। সেক্ষেত্রে তত্ত্বধায়ক ওসিয়তকারীর ওয়ারিস এবং অসিয়তকারীর মধ্যে সংশোধন করবে, যেন ইনসাফ ভিত্তিক ওসিয়ত হয়। সেই ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের কোন গোনাহ হবে না।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন মুরব্বীরা দেখেন যে, ওসিয়তে ত্রুটি হয়েছে এবং তাঁরা তা সংশোধন করে দেন, তবে তাদের কোন গোনাহ বা দোষ হবে না। যখন কোন ব্যক্তি ওসিয়ত করল এবং সে ওসিয়তে পক্ষপাতিত্ব করল তখন তাঁর অভিভাবকগণ সত্য ন্যায়ের প্রতি তাকে ফিরিয়ে দেবেন।
অন্য রিওয়ায়তে তিনি বলেন, কেউ কেউ আত্মীয়ের জন্য ওসিয়ত করল এবং অসিয়তের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করল, সেই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মুরব্বী বা মুসলমানদের ইমামদের মধ্য হতে কেউ তা সংশোধন করে দিবেন, যেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ওসিয়ত সম্পন্ন হয়।
হযরত ইবনে তাউস (রা.) তাঁর পিতা হতে রিওয়ায়েত করেন, কোন ব্যক্তি নিজের ছেলের বা মেয়ের সন্তানদের জন্যে ওসিয়ত করতে পারবে।
جنفا শব্দের অর্থ ওসিয়তের মধ্যে ত্রুটি, আর اثم শব্দের অর্থ ওসিয়তের মধ্যে ইচ্ছাকৃত অন্যায়। যার ওসিয়তে দোষের সম্ভাবনা এবং ইচ্ছাকৃত অবিচারের সন্দেহ হয়, সেক্ষেত্রে ওয়ারিসদের মধ্য হতে কেউ তাকে সংশোধন করে দেবে। সংশোধনকারীর জন্য কোন দোষ নেই। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোষ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের অবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

Scanned with CamScanner

وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

১৮৪. সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে রাখতে হবে। তা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।

১৮৫. রমযান মাস, যাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চাহেন না, এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

صيام শব্দের অর্থ আল্লাহ যে সকল জিনিষ হতে বিরত থাকার নির্দেশ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ রোযা ফরয করা হয়েছে তোমাদের উপর, যেভাবে ফরয করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। এরা হচ্ছে নাসারা। নাসারাদের উপর রামদ্বান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছিল, যেমন আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। তারা এ ত্রিশ দিন রোযা রাখত। ঋতুর পরিবর্তন হেতু মাস ও পরিবর্তন হয়ে আসত। তারা গ্রীষ্মের মৌসুমে রোযা রাখত এবং ত্রিশ গননা করত। পরবর্তীতে আর এক যুগ আসল, তখন তারা ত্রিশ দিনের আগে

একদিন রোযা রাখত এবং ত্রিশ দিন পর আরো একদিন বেশী রাখত, যেন তাদের সন্দেহ না থাকে। এভাবে তারা করতে থাকে এবং এভাবে তাদের রোযা পঞ্চাশটি হয়ে যায়। হযরত শাবী (রা.) ও একইভাবে বলেন-

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, নাসারাদের উপর আমাদের মত রোযা ফরয করা হয়। তারা নিদ্রা যাওয়ার পর পানাহার হতে বিরত থাকত। রমদ্বান মাসে মেয়েদেরকে নিকাহ করত না। এভাবে নাসারাদের উপর তাদের রোযা কঠিন হয়ে যায়। তাদের রোযা কিছু দিন শীতের মৌসুমে পড়ে এবং কিছু দিন গরমের মৌসুমে পড়ে। তারা যখন অনুভব করতে পারল, তখন তারা সকলে একত্রিত হল এবং সিদ্ধান্ত নিল তারা শীত এবং গরম এর মাঝখানে রোযা রাখবে। তারা বলল, আমরা ২০টি রোযা বাড়িয়ে রাখব। যাতে আমরা যে রদবদল করেছি তার কাফফারা হয়ে যায়। এরপর থেকে তাদের রোযা পঞ্চাশটি হয়ে যায়। মুসলমানগণও সেভাবে করতে থাকল, যেভাবে নাসারাগণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দিলেন, পানাহার এবং সহবাস করা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাসারাদের উপর এক আত্মা হতে অন্য আত্মা পর্যন্ত রোযা ফরয ছিল। অন্য একদল বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা مِنْ قَبْلِكُمْ বলে আহলে কিতাবকেই উদ্দেশ্য করেছেন হযরত মুজাহিদ (রা.) ও একথা বলেন।

কেউ কেউ আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الخ সম্পর্কে বলেন, এটা বরং সকল মানুষের উপরই ফরয ছিল। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে রমদ্বানের রোজা পূর্ববর্তী সকলের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিল।

রামদ্বান মাসের রোযার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা হতো। এসব বক্তব্যের মধ্যে উত্তম বক্তব্য হল- مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা আহলে কিতাবকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ নির্ধারিত দিন সমূহ। আর ইহা হচ্ছে সম্পূর্ণ রমদ্বান মাস। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরবর্তী নবীগণ ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। যেহেতু ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী সকল মানুষের ইমাম নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আরও সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁর ধর্ম ছিল একনিষ্ঠ ইসলাম। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে যে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে আগের নবীদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে, তখন সময় নির্ধারণ ছিল না। আর এর আগের লোকদের উপর শুধু রমদ্বান মাসে রোযা ফরয করা হয়েছিল। যেমন ফরয করা হয়েছে আমাদের উপর।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ তোমরা রোযা অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করে এমন জিনিষ হতে বিরত থাক।

হে মুমীনগণ! পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়। যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পারে। অর্থাৎ আহলে কিতাবের উপর যেমন রোযা

Scanned with CamScanner

ফরয ছিল, অনুরূপ ভাবে তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেন তোমরা নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাক।

أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ

ايام معدودات মানে প্রত্যেক মাসের তিন দিন। রমদ্বান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মানুষের উপর প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা ফরয ছিল।

হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তাদের উপর প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা ফরয ছিল। মাসের কোন তিন দিন, তা নির্ধারিত ছিল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الاية এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা হত। পরে রমদ্বান শরীফের রোযা ফরয হয়ে যাওয়ার পর তা মানসুখ হয়ে যায়।

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.) মদীনায় আসার পর আশুরার দিন রোযা রাখতেন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। এর পর এআয়াত নাযিল হয়।

অন্য একদল বলেন-রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রমদ্বান মাসের রোযা ফরয হওয়ার আগে যেই তিন দিন রোযা রাখতেন তা নফল রোযা ছিল এবং এর পর এক মাস রোযা ফরয হয়।

হযরত উমর বিন মুররা (র.) সাথীগণও একথা বলেন। তাছাড়া ايام معدودات বলে রমদ্বান মাস উদ্দেশ্যে করা হয়। কারণ রামদ্বান মাস ছাড়া অন্য মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। অধিকন্তু ফরয হওয়ার পর বাতিল করা হয়েছে এমন কোন অকাট্য প্রমানও নেই। ايام معدودت অর্থ গণনা করা কয়েক দিন।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি অসুস্থ অথবা মুসাফির হয়, তবে পরবর্তী দিন সমূহে তা পূরণ করে নেবে। من ايام اخر বলে বুঝানো হয়েছে যখন সে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে না বা সফরে থাকবে না।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

রোযা ফরয হওয়ার প্রথম দিকে সুস্থ ব্যক্তিও ফিদিয়া দিলে রোযা না রেখে পারত। কেউ ইচ্ছে করলে রোজা রাখতে পারত, না হয় রোযা না রেখে ফিদয়া দিলেই চলত। কিন্তু পরে তা বাতিল হয়।

হযরত মুআ'য বিন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ আনার পর আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোযা রাখতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা রমদ্বান শরীফের রোযা ফরয করে এ আয়াত নাযিল করেন-

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ হতে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ তখন যে ইচ্ছে করত রোযা রাখত, আর যে ইচ্ছে করত রোযা ছেড়ে দিত এবং মিসকীনকে খাবার দিত। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা সুস্থ এবং মুকীম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয করে দেন এবং বৃদ্ধ লোক, যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তাদেরকে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দেন এবং এর পরিপূরক হিসেবে মিসকীনকে খাবার দিতে আদেশ করা হয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তায়ালা- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ الى اخر الاية এ আয়াত নাযিল করেন- হযরত ইবনে উমর এবং হযরত আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত, যখন فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত নাযিল হয় তখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ মনসূখ হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে ঐ সকল বয়স্ক লোকের জন্যে বিশেষ নির্দেশ করা হয়েছিল। যারা রোযা রাখতে সক্ষম। বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ লোকদের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়-মিসকীনকে খাবার দেবে এবং ইফতার করাবে; কিন্তু পরবর্তীতে তাও মনসূখ হয়ে যায় فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত দ্বারা। তখন বৃদ্ধদের উপরও রোযা রাখা আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন যুবক এর উপর রোযা রাখা ফরয। হ্যাঁ তবে, যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অক্ষম, তার জন্যে রোযা ছেড়ে দেয়ার যে আদেশ বা অনুমতি প্রথমে সাব্যস্ত হয়েছিল, তা এখনও কার্যকর হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাগণ রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে, ইচ্ছে করলে রোযা রাখবে আর ইচ্ছে করলে ছেড়ে দেবে। তবে প্রত্যেক দিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার দেবে। তার পর এ অনুমতি বাতিল হয়ে যায় فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ আয়াত নাযিল হওয়ার পর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ দ্বারা অতিরিক্ত আরও একজন মিসকীনকে খাওয়ানোর কথা বুঝানো হয়েছে, আতা ও মুজাহিদও অনুরূপ মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোযাও রাখল এবং মিসকীনও খাওয়াল, তা তার জন্য সর্বোত্তম।

হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক মত হল যে, আল্লাহ এ আয়াতে خَيْرٌ শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝিয়েছেন। বিশেষ কোন অর্থ খাস করেন নি, সুতরাং সবকটি কাজই উত্তম। যে ব্যক্তি রোযাও রাখল এবং সংগে সংগে ফিদিয়া দিল অর্থাৎ মিসকীনও খাওয়াল, সে উত্তম কাজ করল, আর যে অতিরিক্ত এক মিসকীনকে খাওয়ালো সে আরও বেশী উত্তম কাজ করল। এর জন্য তাকে অতিরিক্ত বিনিময় দেয়া হবে।

وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আয়াত দ্বারা রমদ্বান মাসে রোযা রাখা রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়ার চেয়ে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত দ্বারা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন, তা তোমাদের জন্য ভাল। তোমাদের জন্য যা ভাল তা। হযরত ইবনে শিহাব (রা.) ও অনুরূপ

Scanned with CamScanner

বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

شهر শব্দের আসল হচ্ছে, شهرت যেমন- যখন কেউ খাপ থেকে তরবারী বের করে নেয়, তখন বলা হয় قد شهر فلان سيفه অমুক তার তলোয়ার কোষমুক্ত করেছে বা বলা হয় شهر الشهر اذا طلع هلاله যখন নতুন চাঁদ উদিত হয়, তখন বলা হয় মাস প্রকাশ হয়েছে। رمضان শব্দটি সম্পর্কে আরবের অনেক অলংকার শাস্ত্রবিদ মনে করেন رمضان কে رمضان নামকরণ করা হয়েছে, কারণ এ মাসে খুব বেশী গরম পড়ত যে, রৌদ্র তাপে সব কিছু পুড়ে যেত। যেমনিভাবে যে মাসে হজ্জ করা হয়, সে মাসকে বলে ذُو الْحِجَّة, যে মাসে ফসলে প্রকৃতি পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, সে মাসকে বলে রবিউল আউয়াল ও রবিউসসানী।

হযরত মুজাহিদর বলেন, হয়ত তা আল্লাহ্র নামের মধ্যে একটা নাম হতে পারে। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি অপছন্দ করেন রমদ্বান শব্দ ব্যবহার করতে, তার দৃষ্টিতে এটা আল্লাহ্র নাম। আলোচ্য شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আয়াতে رَمَضَانَ শব্দ দ্বারা মাস বুঝানো হয়েছে। হাদীস শরীফেও অনুরূপ ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ

কদরের রাত্রে কুরআন মজীদকে আল্লাহ্ তায়ালা লাওহে মাহফুজ হতে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করেন। আর এ লাইলাতুল কদর হচ্ছে রোযার মাসে। অতঃপর আল্লহ্ তায়ালা তার ইচ্ছে অনুসারে দুনিয়ার আসমান হতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) বলেন, কুরআন মজীদ রমদ্বান মাসে কদরের রাত্রে একই সাথে লওহে মাহফুজ হতে পৃথিবীর আসমানে এনে রাখা হয় এবং সেখান হতে নবী করীম (সা.)-এর নিকট প্রেরন করা হতো। ওয়াসিলা (রা.) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা রমদ্বান মাসের প্রথম তারিখে অবতীর্ণ হয়। তাওরাত ও রমদ্বান মাসের ছয় দিন বাকী থাকতে নাযিল করা হয়, ইঞ্জিল নাযিল করা হয় রমদ্বান মাসের তের তারিখ এবং কুরআন নাযিল করা হয় রমদ্বান মাসের ২৪ তারিখ।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ মাসে কুরআন নাযিল করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমদ্বান মাসে একটি বরকতপূর্ণ রাত রয়েছে, আর তা হচ্ছে লায়লাতুল কদর। কারণ লায়তুল কদর সমৃদ্ধির রাত। আর তা রয়েছে রমদ্বান মাসে যেই মাসে কুরআন পৃথিবীর আসমান- যেখানে তারকারাজির অবস্থান, সেখানে একটি জায়গা আছে নাম বায়তে মা'মুর-এ জায়গায় প্রেরণ করা হয়। এরপর প্রয়োজন অনুসারে নাযিল করা হয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে।

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

এ কুরআন মানব সমাজকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার সঠিক নির্দেশনা দেয়। এ কুরআন প্রদত্ত কর্তব্যাদি, হালাল ও হারাম সবকিছু উজ্জলভাবে বর্ণনা করে। ইহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ অর্থাৎ হালাল-হারাম উজ্জলভাবে বর্ণনা করে।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

তাফসীরকারীগণ এ আয়াতের মর্মকথা নিয়ে বিতর্ক করেন। এখানে شهد الشهر সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, যখন রামদ্বান মাস প্রবেশ করল, আর কোন ব্যক্তি তার বাড়ীতে মুকীম আছে, সেক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ণ রোযা রাখতে হবে। পরে সে মুকীম থাকুক বা সফরে চলে যাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, চাঁদ দেখার সময়ে মুকীম থাকতে হবে।

অন্যরা বলেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এর অর্থ হচ্ছে রমদ্বান মাসে যে উপস্থিত থাকে। হযরত মুগীরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত আবূ মাইসারা (রা.) রমদ্বান মাসে সফরে বের হন, তখন তিনি রোযা রাখা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর এক অঞ্জলী পানি নিয়ে তা পান করলেন এবং রোজা ভেঙ্গে দিলেন।

হযরত আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ মাইসরার সাথে বের হলেন। যখন সেতুর কাছাকাছি গেলেন তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। কেউ কেউ বলেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এর অর্থ হচ্ছে এমন লোকের উপস্থিতিতে যদি রমদ্বান মাসের আগমন হয়, যে ব্যক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন, বালিগ এবং তার উপর শরীয়তের হুকুম অর্পিত হয়- সে অবস্থায় তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। এ প্রসংগে হযরত আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেন, এমন ব্যক্তির উপর রমদ্বান মাস আগমন করল, যে সুস্থ, জ্ঞান সম্পন্ন বালিগ, তখন তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) রমদ্বান মাসে মদীনা হতে মক্কায় সফরে বের হলেন, এমনকি তিনি আসফান নামক স্থানে আসলেন। সেখানে নামলেন এবং একটা পাত্র নিলেন। সেই পাত্রটি হাতে রাখলেন যেন লোকে দেখে, অতঃপর তা থেকে পানি পান করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মক্কা বিজয়ের বছর রমদ্বানের ১০ দিন অতিবাহিত হলে রাসূল (সা.) সফর শুরু করলেন। যখন বের হলেন, তখন রাসূল (সা.) এবং অন্যান্য লোকেরা সকলেই রোযা রেখেছিলেন। যখন তারা আসফান ও আমসাহ নামক স্থানের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক স্থানে অসলেন, সেখানে রোযা ভঙ্গ করে নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি রমদ্বান মাসে অসুস্থ হবে বা সফরে থাকবে সে ইফতার করবে অর্থাৎ সে রোযা ভেংগে ফেলবে। সে রমদ্বান মাস ছাড়া অন্য মাসে ঐ রোযা পূরণ করে নেবে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

Scanned with CamScanner

হে মুমীনগণ ! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের অসুস্থতার সময়, সফরের সময় পানাহার করার অনুমতি প্রদান করে তোমাদের জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যে সকল রোযা অসুখ এবং সফরের কারণে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে বা অসুস্থ হতে ভাল হলে অন্য মাসে কাযা করে নেবে। এটা তোমাদের জন্য সহজ ব্যবস্থা। অথচ রোযা রাখতে হলে কষ্ট হত। আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন ব্যবস্থা করার ইচ্ছে করেন না, যা তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- সফরে পানাহার করার অনুমতি দেয়া হল- يسر আর সফরে রোযা বাধ্য করার অর্থ হল عسر। হযরত কাতাদাহ (রা.) ও হযরত দ্বাহ্হাক বিন মাযাহিম (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

হযরত দ্বাহ্হাক (রা.) বলেন, তোমরা যে কদিন রোযা রাখনি তা পূরণ কর। তোমাদেরকে যে হিদায়াত করেছেন, এজন্য আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর। অর্থাৎ তোমাদেরকে হিদায়াত নামক যে নিয়ামত দান করেছেন, তজ্জন্য আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর। সেক্ষেত্রে অন্যদেরকে উদ্বিগ্ন দেখায় হেদায়াতপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে।
হযরত সুফিয়ান (রা.) বলেন, وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ অর্থ ঈদুল ফিতরের দিন তাকবীর বলা।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

তোমাদেরকে হিদায়াত ও তাওফিক দান করা হয়েছে এজন্য আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় কর। তিনি সহজ করে দিয়েছেন, যা ইচ্ছে করলে তোমাদের জন্য কষ্টকর করে দিতেন।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ
اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا
اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৬. আমার বান্দাহগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাতে ঈমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

১৮৭. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ। অতঃপর তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফ রত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমরেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পার।

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে এক অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারগণের নিকট পেশ করো না।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! যখন আমার বান্দাহ আপনাকে আমার সম্পর্কে

Scanned with CamScanner

জিজ্ঞেস করবে আমি কোথায়? তার জবাবে বলুন, আমি তাদেরই সন্নিকটে। আমি তাদের আবেদন শ্রবণ করি এবং তাদের ডাকে সাড়া দিই।

তাফসীরকারকদের মধ্যে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। একদল বলেন, একজন পুরুষকারী রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের রব কি নিকটে? যেন আমরা তার কাছে প্রার্থনা করব আস্তে আস্তে, না-কি তিনি দূরে, যার জন্য তাকে জোরে জোরে আহবান করব? তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

অন্য একদল বলেন, একটি সম্প্রদায় রাসূল (সা.) জোরে জোরে কে প্রশ্ন করেছিলেন, এমন একটি সময় বলুন, যে সময় আল্লাহকে আহবান করা যায়। যেমন হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "আমাকে আহবান করলে আমি জওয়াব দিয়ে থাকি।" (সূরা মুমিন ঃ ৬০) তখন তারা বলে- কোন সময় আমরা তাঁকে ডাকব? তাদের একথার জবাবে وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ দোয়া থেকে পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত, সাহাবা-ই-কিরাম রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, أَيْنَ رَبُّنَا আমাদের পালনকর্তা কোথায়? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তবে প্রশ্নের ভাষার মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, أَيْنَ رَبُّنَا দ্বারা আবার অন্য কেউ বলেন, أَيْنَ يَسْمَعُ দ্বারা, কেউ বলেন- كَيْفَ يَسْمَعُ اللَّهُ দ্বারা প্রশ্ন করেছিলেন। মুজাহিদ فَلْيَسْتَجِيبُوا শব্দকে فَلْيُطِيعُوا দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন اسْتِجَابَة শব্দটি الطَّاعَة বা আনুগত্য অর্থে এসেছে। আল্লাহ বলেন, আমার আদেশ নিষেধ মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদের আহবানে সাড়া দেব এবং আমার উপর ঈমান আন, তা হলে আমি তোমাদের জওয়াব দেব। لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে যখন তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদেরকে পথ দেখানো হবে।

অর্থাৎ রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে, যা তোমাদের হিদায়েতের মাধ্যম, এবং হিদায়িতের দলিল। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। রোযা আগমনকালে যেই তোমাদের মধ্যে হতে উপস্থিত থাকে, তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। যে অসুস্থ হবে বা সফরে থাকবে, সে অন্যদিন তা আদায় করবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ ব্যবস্থা করেন, তোমাদের জন্য কঠিন পথ সৃষ্টি করেন না। যেন তোমরা দিনের হিসাব পূর্ণ করতে পার। তোমরা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে হিদায়তের রাস্তা দেখিয়েছেন। আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর যখন আপনার কাছে আমার বান্দাহ প্রশ্ন করবেন আমার সম্পর্কে, তখন আপনি বলে দিন আমি নিকটে, যে আহবান করে তার জবাব দিই। তাদের উচিত আমার অনুগত্যকরা এবং আমাকে বিশ্বাস করা। যাতে করে তারা সঠিক পথ পেতে পারে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

এখানে الرفث শব্দ সহবাস শব্দের ইংগিত প্রদান করছে। হযরত মুজাহিদ (রা.)ও এ অর্থ বলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি رفث শব্দের অর্থ নিকাহ নিয়েছেন।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ এর তাফসীরে বলা যায় তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য আবরন এবং তোমরা তাদের আবরন- এ কথা বলার দুটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল- তাদের দু'জনের মধ্যে একজন অপর জনের কাপড়ের ভিতর ঘুমায় অথবা সহবাসের সময় এক কাপড়ের ভিতর হয়ে যায় এবং একজনের শরীর অপর জনের শরীরের সাথে মিলে এক হয়ে যায়, যেন একটি শরীরে একটি কাপড়। এ জন্যে বলা হয় তাদের মধ্যে একজন অপর জনের আবরন।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তারা একজন অপর জনের জন্য বিশ্রাম ও প্রশান্তি স্বরূপ। যেমনআল্লাহ বলেন ঃ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

অর্থাৎ আমি রাত্রিকে তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য বানিয়েছি আবরন অর্থাৎ বিশ্রামস্থল। অনুরূপভাবে ব্যক্তির স্ত্রী তার জন্য শান্তি স্বরূপ- যার কাছে সে শান্তি পায়। যেমন আল্লাহ তাঁয়ালা বলেন, وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا "আর উহা (আদম) হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।" (সূরা আ'রাফ-১৮৯) এ অর্থ গ্রহণ করেন হযরত মুজাহিদ (রা.) ও অন্যান্যরা। কেউ বলেন, লিবাস হল অন্য জনের দৃষ্টি হতে রক্ষা করার জন্য যা পরিধান করা হয়। তাই একথা বলা জায়িয, তারা একজন অন্যজনকে ঢেকে রাখে, যা সহবাসে পাওয়া যায়, যা অন্য সকল লোকের দৃষ্টি হতে গোপনে করা হয়।

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, আয়াতের অর্থ- স্ত্রীগণ তোমাদের আবরন এবং তোমরা তাদের আবরন।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, স্ত্রীগণ তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে। আর তোমরা স্ত্রীদের আবাসস্থল স্বরূপ।

আর হযরত সুদ্দী (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অনুরূপ বলেন।

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

তোমরা যে খিয়ানত বা আত্মসাৎ করার পক্ষে নিজকে লিপ্ত করছিলে, তা আল্লাহ জানেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা সহবাস কর এবং আল্লাহ যা ফরয করেছেন, তা পালনে উদ্যোগী হও। এক বর্ণনায় আছে, এখানে খিয়ানত হল তারা একটি সম্প্রদায় যারা নিজেরাই নিজের খিয়ানত করেছিল। পরবর্তীতে তারা তওবা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন। কেউ কেউ বলেন, দুটি বিষয়ে তারা খিয়ানত করেছিল- একটি হল সহবাস এবং অপরটি হল খাবার ও পানীয় জিনিষে, যা এমন সময়ে করেছিল, যে সময়ে তা করা ছিল তাদের জন্য হারাম।

হযরত আবূ জাফর (রা.) মুত্তাসিল সনদে হযরত আবু লাইলা হতে রিওয়ায়াত করেন- প্রথম দিকে যখন কোন পুরুষ ইফতার করে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন আর

Scanned with CamScanner

তার স্ত্রীর কাছে আসতে পারত না অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ ছিল না এবং ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর খাবার খেতে পারত না। এমনি একদিন হযরত উমর বিন খাত্তাব তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তার স্ত্রী বললেন, আমি তো ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। হযরত উমর (রা.) মনে করলেন, তিনি অসুস্থতা স্বরূপ তা বলছেন, সুতরাং তিনি তার সাথে সহবাস করে নিলেন। এমনিভাবে এক আনসারী সাহাবী খাবার খেতে চাইলেন। তারা বললেন, আপনি ঘুমিয়ে গেছেন, তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, আনসারী ঐ লোকের নাম সুরমা বিন মালিক (রা.)।

আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ যখন রোযা রাখত এবং ঘুমিয়ে পড়ত, তখন পরের দিন আসা পর্যন্ত আর কেউ কিছু খেতে পারতনা। আনসারদের মধ্য হতে একজন লোক সারা দিন ক্ষেতে কাজ করে বাড়ীতে ফিরে আসলেন। ক্লান্তিতে তিনি ঘুমের নেশায় অস্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, পরের দিন ভোরে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"তোমরা খাও এবং পান কর, যে পর্যন্ত তোমাদের নিকট কাল রেখা হতে সাদা রেখার আভা প্রকাশ না হয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মুসলমানদের জন্য রোযার মাসে ইশার নামাযের পর স্ত্রী সহবাস এবং খাওয়া-দাওয়া হারাম হয়ে যেত। এ অবস্থায় এক সময়ে মুসলমানদের অনেকেই রামাদ্বান শরীফে ইশার পর খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। এদের মধ্যে হযরত উমর (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা সকলেই মহানবী (সা.)-এর খিদমতে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ আয়াতে তাদের জন্য সহবাস, পানাহার হালাল করা হল, ভোরের শুভ্র আভা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত।

হযরত আদী বিন হাতিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সা.)-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহর বাণী وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ সম্পর্কে আপনার কী মত? তিনি বলেন- তা হচ্ছে দিনের শুভ্র আভা এবং রাত্রির অন্ধকার।

হযরত সহল বিন সাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রথমত ঃ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি অবতীর্ণ হয়নি। তখন মানুষ রোযার সময় একটি কাল সুতা এবং সাদা সুতা পায়ে বেধে রাখত এবং যতক্ষণ কালো সুতা থেকে সাদা সুতা পৃথক করা না যেত, ততক্ষণ পানাহার করত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা مِنَ الْفَجْرِ শব্দ

নাযিল করেন, তখন তারা জেনে নিল এটা রাত এবং দিনের রেখা।

হযরত সামুরা বিন জুনদুব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদেরকে বিলাল (রা.) এর আযান এবং সুবহে কাযিবের পর সাহরী খেতে নিষেধ করা হয়নি। শুধু সুবহে সাদিকের শুভ্র আভা আসমানের কিনারায় উদিত হলে তোমরা পানাহার বন্ধ করবে। অন্য একদল বলেন- اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ শব্দের অর্থ সূর্যের রশ্মি আর اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدُ অর্থ রাতের অন্ধকার।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

যখন রাত আগমন করবে, দিন চলে যাবে এবং সূর্য ডুবে যাবে- তখন রোযাদার ইফতার করবে। অর্থাৎ এমন সময় ইফতার করবে যেন রাত আর দিন মিলে না যায়।

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ

তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায়। কারণ সে সময়টুকু তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার জন্য আবদ্ধ করেছ। اَلْعُكُوْف এর আসল হচ্ছে ঐ জায়গা, যেখানে কোন কাজে জন্য নিজকে আবদ্ধ করা হয়।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ সম্পর্কে বলেন, এখানে اَلْمُبَاشَرَةُ অর্থ সহবাস বা সহবাস সংক্রান্ত অন্য কিছু। সব কাজই রোযা অবস্থায় হারাম।

তিনি আরো বলেন- اَلْمُبَاشَرَةُ সহবাস ছাড়াও চামড়ার সাথে চামড়া মিশে যাওয়া অর্থে ব্যবহার হয়। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- উপরোক্ত বক্তব্যদ্বয়ের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সঠিক হচ্ছে ঐ বক্তব্য যিনি বলেছেন مُبَاشَرَةُ অর্থ সহবাস বা সহবাসের স্থালাভিষিক্ত এমন কাজ করা যা দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে এরূপ কার্য প্রকাশিত আছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন।

যখন হাদীস দ্বারা তা প্রমানিত হল তখন বুঝা গেল, এখানে مُبَاشَرَةُ দ্বারা সহবাস অর্থ নেয়া হয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.) ই'তেকাফ অবস্থায় মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় তার মাথা মুবারক হুজরা মোবারকে বাড়িয়ে দিতেন, আর আমি তা চিরুনী করে দিতাম। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে আয়িশা (রা.) বলেন- আমি হায়িযের অবস্থায় তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম এবং চিরুনী করে দিতাম।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান। অর্থাৎ এসব কিছুই যা বর্ণনা করা হল, যেমন কোন অসুবিধা না হলে রোযার মাসে দিনের বেলায় পানাহার, স্ত্রী সহবাস মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস না করা।

Scanned with CamScanner

হযরত দ্বিহাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের মর্মকথা এভাবে বর্ণনা করেন- ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস করা মানে আল্লাহর নাফরমানী করা।

كذالك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون

হে মানবগণ! রোযা সম্পর্কে যেসব ফরায়িজ ওয়াজিব তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছি। এর সময়সীমা, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় কী বিধান, ই'তিকাফ অবস্থায় কী করতে হবে সবকিছু তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি আমার নির্দেশাবলী, হালাল-হারাম, বিধান সমূহ, আদেশ-নিষেধ সমূহ আমার প্রেরিত কিতাবের মাধ্যমে যা আমার রাসূলের উপর অর্পিত হয়েছে তাও বর্ণনা করে দিয়েছি। যাতে করে তোমরা আমার ক্রোধ হতে বাঁচতে পার।

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون -

তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেওনা এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিওনা।

হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, আয়াতের অর্থ হল তাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বাধে এবং তাদের মধ্যে কে সত্য বলছে তা দু'পক্ষই জানে। এর পরও তারা ঝগড়া করে, যেন অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করতে পারে।

এক বর্ণনায় আছে- তিনি বলেন, এটা হচ্ছে জুয়া খেলা যা তোমরা খেলছ, তা অনায়াসে জাহিলিয়াতের প্রথা।

আয়াতের মর্মার্থ হল তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল খেওনা এবং তোমরা কোন মামলা সমাধানের জন্য বিচারকদের নিকট সমর্পণ করনা, মানুষের সম্পত্তির অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। এতে একদল হারাম উপায়ে মানুষের সম্পদ খেয়ে বসবে। অথচ তোমরা এ ব্যাপারে অবগত।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ج وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ

مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১৮৯. লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক। পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৯০. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘন কারিগণকে ভালবাসেন না।

১৯১. যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফিরদের পরিণাম।

১৯২. যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিৎনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদেরকে ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا

Scanned with CamScanner

الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন চাঁদ ছোট-বড় হয়? কেন এর অবস্থার পরিবর্তন হয়? তখন আল্লাহ তায়ালা এর জওয়াব প্রদান করতঃ এ আয়াত নাযিল করেন। যার মধ্যে তাদের প্রশ্নের জওয়াব নিহিত রয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, কাফিরগণ রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে- কেন চাঁদ সৃষ্টি করা হয়েছে? তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। এ দ্বারা মুসলমানরা রোযা রাখতে পারে, ইফতার করতে পারে, হজ্ব করতে পারে এবং আহকাম পালন করতে পারে, মহিলারা তাদের মাসিক ঋতুর দিন গণনা করতে পারে। এভাবে অনেক কিছু করা যায়- আল্লাহই ভাল জানেন চাঁদ সৃষ্টিতে কি মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

হযরত রবী' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কাফিরগণ নবী করীম (সা.)-কে বলে নতুন চাঁদ কেন সৃষ্টি করা হয়? এর জওয়াব প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা এ চাঁদ মুসলমানদের রোযা রাখা ও ইফতার করা, হজ্ব এর আহকাম, তাদের স্ত্রীগণের হায়িয ও নিফাসের দিন গণনার জন্য সময় নির্দেশিকা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে জুরাইয এবং ইবনে আব্বাস (রা.) ও একই ধরণের বর্ণনা করেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ চাঁদ তালাক, হায়িয এবং হজ্ব- এ সবের সময়ের নির্দেশিকা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। হজ্বের সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের আহকাম যেন চিনতে পারা যায় তজ্জন্য সৃষ্টি করা হয়।

তোমরা ঘরের পেছনের দিক দিয়ে আসার মধ্যে কোন পূণ্য নেই। পূণ্য হচ্ছে হারাম থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে। তোমরা বরং দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার। আবার কেউ কেউ বলেন- এ আয়াত অবতীর্ণ হয় একটা সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইহরাম অবস্থায় ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না। হযরত আবু ইসহাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত বারা (রা.)-কে বলতে শুনেছি- আনসারগণ যখন হজ্ব করত এবং হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তন করত, তখন তারা ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করত। তিনি আরো বলেন, আনসারদের একজন লোক আসলেন। তিনি ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে এ বিষয়ে দোষারোপ করা হলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আনসারদের মধ্যে কেউ যখন হজ্ব বা উমরাহ করত তখন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না, এ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। তাদেরকে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করা হয়। তাদেরকে অবহিত করা হয় এ ধরনের কাজ করার মধ্যে কোন পূণ্য বা নেকী নেই। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যেন ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। তাহলে আয়াতের অর্থ

হবে, হে মানব সম্প্রদায়! ইহরাম অবস্থায় ঘরের পিছন দিয়ে আসতে কোন পূণ্য নেই। বরং পূণ্য হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। অতএব তাঁকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য প্রকাশ্য কর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত ফরায়িযসমূহ আদায় করার মাধ্যমে। তোমরা যে ঘরের পেছনের দিক দিয়ে আসছ, তাতে কোন পূণ্য নেই, তা তোমাদের জন্য জায়িয নেই এবং তা বিশ্বাস করাও জায়িয নেই। কারণ তা আমি হারাম করিনি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হারাম করেননি। তোমরা কেবল আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা কৃতকার্য হবে। হে মানুষগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ কর। আল্লাহ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাক- তা হলেই তোমরা অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- এটাই প্রথম আয়াত, যা মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে লড়াই করার আদেশ দিয়ে নাযিল হয়। এ আয়াতের মধ্যে নির্দেশ রয়েছে মুশরিকদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে, মুসলমানগণ যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করে। যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে, মুসলমান তাদের সাথে সন্ধি করবে। পরবর্তীতে সূরা বরাতের মাধ্যমে এ নির্দেশ বাতিল হয়ে যায়।

হরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন- এ আয়াতই প্রথম আয়াত যা হত্যাকান্ড সম্পর্কে মদীনায় নাযিল হয়। যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন হতে যে জিহাদ করত, তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধে লিপ্ত হতেন আর যে সন্ধি করত তার সাথে সন্ধি করতেন। পরে সূরা বরাত নাযিল হয়।

হযরত ইবনে যায়ীদ (রা.) বলেন, এ আয়াতের ناسخ হল নিম্নোক্ত আয়াত فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ অতঃপর তিনি بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ হতে وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন অন্য একদল বলেন, জিহাদের এ আয়াত মনসূখ হয়নি। আর اعتداء বা সীমালঙ্ঘন দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের এবং শিশুদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাদেরকে হত্যা করা এখনো নিষিদ্ধ। এ আয়াত দ্বারা অন্য কিছু মনসূখ হয়নি।

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আল গাস্সানী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি উমর বিন আবদুল আযিযের নিকট চিঠি লিখে আল্লাহ তায়ালার বানী, وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الاية সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চিঠি লিখেন এবং বলেন, এখানে মহিলা ও শিশুদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং তাদের মধ্য হতে যারা আপনার সাথে যুদ্ধের ইচ্ছে করে না, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের মর্মার্থ বলতে গিয়ে বলেন- لَا تقتلوا النساء والصبيان তোমরা মহিলা, শিশু ও অতিবৃদ্ধ লোকদেরকে

Scanned with CamScanner

হত্যা করনা। আল্লাহ তায়ালা যা করতে নিষেধ করেছেন তা করলে তোমাদেরকে সীমা লঙ্ঘনকারী বলা হবে।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয হযরত আদি বিন আরতাত এর নিকট চিঠি লিখে জানান, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এ আয়াতটি পেলাম। যার মর্মার্থ হচ্ছে যারা তোমাদের সাথে হত্যাকান্ড ঘটাবে তাদের সাথেই তোমরা যুদ্ধ করবে।

অর্থাৎ মহিলা, শিশু এবং ধর্ম যাজকদের সাথে যুদ্ধ করবে না। এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে উত্তম মত হচ্ছে- হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাঃ) এর বক্তব্য। কারণ এ আয়াত মনসুখ হওয়ার দাবির সপক্ষে প্রকাশ্য দলীল নেই এজন্য তা মনসুখ না ও হতে পারে। যেহেতু মনসুখ হওয়ার জন্যে প্রকাশ্য দলিল থাকতে হয়।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ - فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ - كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ হে মুমীনগণ! মুশরিকদের মধ্যে যারা তোমাদেরকে হত্যা করবে- যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও না কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা কর এবং জিহাদ কর حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ এর অর্থ হচ্ছে এই। ثقيف শব্দের অন্য অর্থ এ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ তাদেরকে যেখানেই পাওনা কেন হত্যা কর, তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী জায়গায় তাদেরকে হত্যা কর। যেখানেই তাদেরকে দেখনা কেন তাদের সাথে লড়াই কর। وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ হে মুমিনগণ! মক্কায় যেভাবে তারা তোমাদেরকে আবাস ঘর হতে বের করে দিয়েছে তেমনি তোমরাও তাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করে দাও।

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করাও ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা হতে জঘন্যতম অপরাধ। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, কোন মুমিনের জন্য মুরতাদ হয়ে যাওয়া তার কাছে হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, শিরক করা হত্যা থেকেও বেশী অপরাধ। হযরত রবী (রা.) ও একই মত পোষণ করেন। হযরত দ্বিহাক (রা.) হতে বর্ণিত, ফিৎনা শব্দের অর্থ এখানে শিরক করা। হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ফিৎনা মানে কুফর। হে মুমিনগণ! তোমরা মসজিদে হারামে মুশরিকদের সাথে আগে যুদ্ধ শুরু করবে না, তবে হ্যাঁ তারা শুরু করলে তোমরা ও তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করবে। এটাই তাদের কুফর এবং খারাপ আমলের বিনিময়। পৃথিবীতে নিহত হওয়া এবং আখিরাতে দীর্ঘ সময় ব্যাপী লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করা। হযরত কাতাদাহ (রা) এ আয়াতের মর্মকথা এভাবে বলেন- তাদেরকে

হত্যা করা যাবে না যতক্ষণ না তারা হত্যাকান্ড শুরু করে। এরপর এ আয়াত وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -(তাদেরকে হত্যা কর যতক্ষণ না ফিৎনা দূর হবে অর্থাৎ যতক্ষন না শিরকের অবসান হবে এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হবে অর্থাৎ তারা لا اله الا الله না বলবে) দ্বারা মনসুখ হয়ে যায়।

হযরত কাতাদাহ (রা.) উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তায়ালা তার নবী (সা.)-কে নির্দেশ করেন, যেন মসজিদে হারামে কোন রক্তপাত না হয়। তবে হ্যাঁ মুশরিকরা যদি রক্তপাত ঘটায়, তা হলে তোমরা আর চেয়ে থেকো না, তোমরা ও আরম্ভ করে দিও। অতঃপর এ আয়াত মনসুখ করে আল্লাহ তায়ালা فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ আয়াত অবতীর্ন করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে (সা.) আদেশ প্রদান করেন, যখনই কারণ পাওয়া যাবে, তখন আর বিলম্ব না করেই তাদেরকে যেখানেই পাও- তা হরমের মধ্যে হউক, হরমের বাইরে হউক অথবা বায়তুল্লাহ শরীফের পাশেই হউক- হত্যা কর। যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, لا اله الا الله وان محمد رسول الله

কেউ কেউ বলেন এ আয়াত আয়াত محكم ইহা মনসুখ হয়নি। হযরত মুজাহিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- হরম শরীফের ভিতর কাউকে হত্যা করা যাবে না। তবে হ্যা তারা যদি হরমে রক্তপাত করে, তা হলে তোমরা আর চুপ করে থাকনা তোমরা ও হত্যা শুরু করে দাও। মসজিদে হারামে কাউকেও হত্যা করা যাবে না, তবে তোমার সাথে যে দুশমনী করে এবং হত্যা তোমাদেরকে করতে উদ্যত হয়, তা হলে তোমরা তাকে হত্যা কর।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কাফিররা যদি হত্যা থেকে এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফর করা থেকে বিরত থাকে এবং কুফরি ছেড়ে দিয়ে যদি তওবা, করে তা হলে আল্লাহ তায়ালার বিধান হলো যারা ঈমান আনে এবং শিরক হতে ফিরে আসে, গোনাহ হতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদেরকে ক্ষমা করা এবং যে সকল দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে সে সব দিনের গোনাহও ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ তার প্রতি আখিরাতে স্বীয় দয়া প্রদর্শন করবেন।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ-

হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদের সাথে শিরক বিদূরিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যেন তারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করে। মূর্তিকে যেন মাবুদ এবং সাহায্যকারী না বুঝে। তারা যেন শুধু একক আল্লাহরই ইবাদত এবং অনুগত্য করে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এর মর্মকথা হচ্ছে যেন শিরকের অবসান হয়। হযরত মুজাহিদ, সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ও একই ধরনের বিবৃতি পাওয়া যায়। হযরত রবী (রা.) হতেও একই মত পাওয়া যায়।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যেন কুফর না হয়। দ্বীন যেন পূর্নরূপে আল্লাহরই হয়।

Scanned with CamScanner

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এর অর্থ এভাবে বলেন- যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত না হয়। সকলে যেন ঈমান আনে এবং বলে لا اله الا الله । এর উপর ভিত্তি করেই নবী (রা.) যুদ্ধ করছেন এবং দাওয়াত দিয়েছেন। ঃ

قال النبي "امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله و يقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة- فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها و حسابهم علي الله

হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে- لا اله الا الله নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে। এগুলো করলে তাদের রক্ত আমার থেকে রক্ষা পাবে, রক্ষা পাবে তাদের ধন সম্পদ। তবে হ্যাঁ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোন হুকুম তার বা তাদের উপর কার্যকর করতে হলে তা অবশ্যই কার্যকরী হবে। তাদের অন্তরের খবর আল্লাহই জানেন।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

কাফিরদের মধ্য হতে যারা তোমাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, এমন ব্যক্তি যদি এ অবস্থা হতে বিরত থাকে, যদি তোমাদের মতাদর্শে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু ফরয করেছে, তা যদি স্বীকার করে, যদি মূর্তিপূজা ছেড়ে দেয়, তা হলে তোমরা তাদের উপর অত্যাচার করনা, হত্যা করনা, তাদের সাথে জিহাদ করনা। কারণ এরকম করাটা তোমাদের জন্য অন্যায় হবে। তবে যারা আল্লাহর সাথে শিরক করবে, তাদের বেলায় তোমরা তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে সেভাবে কর। যারা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে, তা হলে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব হতে ক্ষান্ত হবে না। الظالم হল সেই ব্যক্তি যে لا اله الا الله বলতে অস্বীকার করে।
অন্য একদল বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী - فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ এর মর্মার্থ হল- হত্যা কর না তবে যে হত্যা করতে চায় তার সাথে যুদ্ধ কর। হযরত মুজাহিদ (রা.) ও একই অর্থ বলেন।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ

اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى
مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ "مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ
عَشَرَةٌ "كَامِلَةٌ" ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যারা পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তার অবমাননা সকলের জন্য সমান। সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।

১৯৫. তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্য নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণ লোককে ভালবাসেন।

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করো। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদয়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ উহা না পায় তবে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নহে। আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়ে রাখ যে,

Scanned with CamScanner

নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ

এখানে شَهْرُ الْحَرَامُ বলে বুঝানো হয়েছে- জিলকদ মাস, যে মাসে রাসূল (সা.) হুদাইবিয়ার বছর উমরা করার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু কাফিররা রাসূল (সা.)-কে মক্কায় প্রবেশে বাঁধা দিয়েছিল। এ ঘটনা ষষ্ট হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। সে বৎসর রাসূল (সা.) মুশরিকদের এভাবে একটা চুক্তি করলেন যে, রাসূল (সা.) আগামী বৎসর মক্কায় তাশরীফ আনবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে সংগে নিয়ে জিলকদ মাসে উমরার জন্য বের হলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর ঐ যে মাসে কাফিররা রাসূল (সা.)-কে মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বাঁধা দিয়েছিল আর সপ্তম হিজরীতে মক্কাবাসীরা রাসূল (সা.)-এর জন্য একই মাসে শহর খালি করে দিয়েছিল। রসূল (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের চাহিদা পূরণ করেছিলেন, উমরাহ আদায় করেছিলেন এবং তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এবং তার মুসলমান সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলেন - اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ

অর্থাৎ জিলকদ মাস, যে মাসে আল্লাহ তোমাদেরকে বায়তুল হারামে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের যাওয়াটা কুরাইশের মুশরিকরা সহ্য করতে পারেনি, তারা বাধা দিয়েছিল, তোমরা সেই বায়তুল হারামে নামায পড়তে পারনি, মক্কায় প্রবেশ করতে পারনি, তোমাদেরকে দুঃখ নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। কেন তারা মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি সেই প্রসংগে আমি তোমাদেরকে বলব যেহেতু জিলকদ মাসে কোন কিছু শিকার করা হারাম- মুশরিকরা তোমাদের হারাম মাসে প্রবেশ করাটা সহ্য করতে পারেনি তাই বাধা দিয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ সম্পর্কে বলেন, ঐ সব মুশরিক যারা মুহাম্মদ (সা.)-কে বাঁধা দিয়েছিল জিলকদ মাসে। আল্লাহ তায়ালা তাকে জিলকদ মাসেই ফিরিয়ে আনলেন, বায়তুল হারামে প্রবেশ করালেন এবং ওয়াদা সম্পূর্ণ করলেন।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হুদাইবিয়ার সময় জিলকদ মাস হারাম মাস হওয়ার কারণে ফিরে যেতে হওয়ায় কুরাইশরা সে দিন গর্ব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী বছর জিলকদ মাসে তাকে মক্কায় প্রবেশ করান এবং তিনি উমরাহর কাযা আদায় করেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা হুদাইবিয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন।

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন- যখন রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার উমরাহ পালনের জন্য ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে বের হলেন, তখন মুশরিকরা তাকে বাঁধা দিল এবং

তাকে উমরাহ পালন করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর তারা তার সাথে সন্ধি করল যে, তারা আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কা ছেড়ে বাইরে চলে যাবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আগামী বছর উমরাহ পালন করবেন। এচুক্তি অনুযায়ী রাসূল (সা.) খাইবর জয়লাভ করার পর সপ্তম হিজরীতে তাদের কাছে আসলেন। তারা রাসূল (সা.)-এর সম্মানার্থে তিন দিনের জন্য মক্কা ছেড়ে দিল। এবছরই মায়মুনা বিনত্ হারিসা আল হেলালিয়া (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) উমরাহ অবস্থায় নিকাহ করেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, আমি এ আয়াতের ব্যাপারে হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলাম। হযরত আতা (রা.) বলেন এ আয়াত নাযিল হয় হুদাইবিয়ার সময়। যখন কুরাইশরা তাদেরকে বাঁধা দিয়েছিল সম্মানিত মাসে। তারপরই اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস। সম্মানিত মাসের উমরাহ সম্মানিত মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তায়ালা শুধু জিলকদ মাসকে সম্মানিত মাস বলে নাম রেখেছেন। কারণ আইয়ামে জাহিলিয়তে আরবরা এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যা কান্ড নিষিদ্ধ মনে করত এবং এ মাসে তাদের অস্ত্র সস্ত্র রেখে দিত। এ মাসে একজন অন্যজনকে হত্যা করত না। এমন কি, কেউ যদি এমন লোকের সাথে সাক্ষাতও করত যে তার বাপ বা ছেলেকে হত্যা করেছে তাকেও হত্যা করত না। এ মাসকে জিলকদ মাস বলে নাম রাখার কারণ, তারা এ মাসে সবাই ঘরের মধ্যে বসে থাকত। আর قعدة শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে قعود শব্দ হতে।

حرمات শব্দকে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ হল, তার দ্বারা সম্মানিত মাস, সম্মানিত শহর ও সম্মানিত ইহরামকে উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা তার নবী মুহম্মদ (সা.)-কে এবং তার সম্মানিত সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেন, ইহরামের সাথে তোমাদের এই সম্মানিত মাসেই এই সম্মানিত হরম শরীফে প্রবেশ করাটা তোমাদের জন্য কিসাস স্বরূপ। একারণে যে, তারা গত বছর তোমাদেরকে একাজ হতে বাঁধা দিয়েছিল। তার এটাই হচ্ছে حرمات যাকে আল্লাহ তায়ালা কিসাস স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সেদিন মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল। মুশরিকদের ভীতি প্রদর্শনের কোন শক্তি তাদের ছিলনা। মুশরিকরা সর্বদা মুসলমানদেরকে গালি-গালাজ ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে খারাপ আচরণ করত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে তোমাদেরকে উৎপীড়ন করবে তোমরা ততটুকু তাদের উপর উৎপীড়ন কর অথবা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং ক্ষমা কর। রাসূল (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ আনলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তথাকার প্রতিপত্তি দান করলেন। মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হল প্রতিপত্তির সুযোগে তারা যেন মুশরিকদের উপর যুলম না করে। জাহিলিয়াতের যুগের মত যেন একজন অপরজনের সাথে শত্রুতা না করে অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যে তোমাদের উপর হামলা করবে তোমরা ও তার উপর হামলা

Scanned with CamScanner

কর। তবে তা হবে কিসাস হিসাবে, যুলম হিসেবে নয়।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

হে মুমীনগণ! তোমরা হুরমাতের সীমালঙ্ঘনে আল্লাহকে ভয় কর। আর একথা যেনে রাখ। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, যে ফরায়েয আদায়ে এবং হারাম থেকে বাঁচার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ তোমাদের চলার পথে কোন শত্রু এবং মুশরিকদের যদি বাধা আসে তা হলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং জিহাদ কর এবং আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করা থেকে সরে থেকনা, কারণ যা খরচ হবে তা তোমাদেরকে পূরণ করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে শীঘ্রই রিযক প্রদান করা হবে।

হযরত হুযাইফা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর অর্থ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ ত্যাগ কর না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় শহীদ না হওয়া মানে ধ্বংস বুঝায় না বরং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ না করে হাত গুটিয়ে থাকার নামই হচ্ছে নিজকে ধ্বংস করা। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন-আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা থেকে সরে থাকার নামই ধ্বংস। কোন কোন তাবীলকারী বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে, তোমরা পাপ কাজ করার কারনে ধ্বংস হয়ে গেছ মনে করে নিরাশ হয়ো না বরং আল্লাহর রহমতের আশা কর এবং ভাল কাজ করতে থাক।

হযরত বারা বিন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে বলেন- আয়াতের অর্থ হল কোন লোক চার পাপ কাজ করল, সে যেন তা হাতকে ধ্বংসের দিকে নিপতিত করল এবং এ কথা মনে করা আমরা তওবা ও কবুল হবে না। বারাহ বিন আযিব (রা.) আরও বলেন, এক ব্যক্তি যে গুনাহ করে এবং বলে যে, তাকে আল্লাহ মাফ করবেন না এরূপ মনে করাই হচ্ছে التَّهْلُكَةِ।

হযরত উবাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে নিরাশ হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতের মর্ম কথা হল- আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দিওনা।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন- নিজকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা মানে মাল জমা করতে থাকা এবং জিহাদ ছেড়ে দেওয়া।

হযরত আবু ইমরান (আ.) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন এবং এ অবস্থায় তিনি কসতনতানিয়ায় (কনসটানটিনোপল) মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে আয়াতের অর্থ হবে তোমরা ধ্বংস কবুল করনা বরং তোমরা দান করতে থাক এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়

খরচ করতে থাক। অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। এ মর্মকথাই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মালের মধ্যে যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য ফরয করেছেন, তা যথাযথ খরচ না করা মানে নিজকে ধ্বংস করার নামান্তর।

আল্লাহ তায়ালা ফরয সদকা অর্থাৎ যাকাত আদায়ের ৮টি খাত নির্ধারণ করেছেন, যা আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেন- اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ "সদকা তো কেবল দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ, যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় ও মুসাফিরদের জন্য।" (সূরা তাওবাহ ঃ ৬০) সুতরাং যে এ ফরয আদায় করল না সে নিজকে নিজে ধ্বংস করল। এমনিভাবে পূর্বেকৃত গোনাহর কারণে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ ব্যক্তি নিজের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপকারী। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর করুনা হতে নিরাশ হয়োনা। কারণ একমাত্র কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ আল্লাহর করুনা হতে নিরাশ হতে পারেনা। এমনিভাবে মুসলমানদের প্রয়োজনে মুশরিকদের সাথে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার প্রেক্ষাপটে জিহাদ হতে বিরত থাকা ও ধ্বংসের দিকে হাত নিক্ষেপের নামান্তর।

وَاَحْسِنُوْا এর অর্থ হল- 'হে মুমিনগণ! যে সকল আবশ্যকীয় কাজসমূহ তোমাদেরকে করতে বলা হয়েছে, তা কর এবং যে সকল নাফরমানী হতে বেঁচে থাকার জন্যে বলা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাক।'

হযরত আবু ইসহাক কোন এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, احسنوا শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে তোমরা ফরায়িয আদায় কর।

আবার কেউ কেউ বলেন- এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহই তোমাদের কল্যাণ করেন -এ বিশ্বাস রাখবে।

হযরত ইকরামা (রাঃ) ও অনুরূপ বলেন, অন্য একদল বলেন- احسنوا শব্দের অর্থ মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি ফিরানো।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে হজ্জ অথবা উমরাহ করার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে, তার জন্য হজ্জ এবং উমরাহ শেষ না করা পর্যন্ত হালাল হওয়া বৈধ নয়। হজ্জ শেষ হয় কুরবানীর দিন পাথর মারা এবং বায়তুল হারামের জিয়ারত সম্পন্ন করার পর।

উমরাহ পূর্ণ হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মরওয়ার সায়ী সম্পন্ন করার মাধ্যমে। এরপর ইহরামকারী হালাল হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, উমরাহর পূর্ণতা হল হজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে আদায় করা। আর হজ্জ পূরণ হয় হজ্জের আহকাম পূর্ণভাবে আদায় করার পর।

অন্য একদল বলেন- এর অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং উমরাহ পূরণ কর যখনই তোমরা হজ্জ এবং উমরাহ এর মধ্যে প্রবেশ কর অর্থাৎ ইহরাম

Scanned with CamScanner

বাধ।

অন্য একদল বলেন- এর অর্থ হচ্ছে হজ্জের জন্যে বের হলে অন্য কিছুর খেয়াল না করা। অপর দল আরও বলেন- এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্জ আর উমরাহ পূরণ কর, যখন তোমরা হজ্জ এবং উমরাহ এর মধ্যে প্রবেশ কর।

এসব মতামতের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর মতকেই প্রধান্য দেয়া যায়। তিনি বলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে হজ্জ আর উমরাহ পূরণকর। এটা নিজেদের উপর ওয়াজিব করার পর এবং আরম্ভ করার পর তা পূরণকরা ওয়াজিব হয়ে যায়।

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি বাঁধাপ্রাপ্ত হও যে কোন ধরনের বাধার দ্বারা। যার কারণে তোমাদের জন্য সম্ভব হয়ে উঠেনা ইহরাম এবং বায়তুল হারামের কাজগুলো সম্পন্ন করা, যা আল্লাহ তায়ালা ফরয করেছেন তখন কোরবানীর জন্তুর মধ্যে যা সহজ হয় তা আদায় কর।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির যদি ভয় হয় শত্রুর, অসুখের অথবা যদি কাউকে বায়তুল্লাহর পথে কোন বাঁধা দানকারী বাঁধা প্রদান করে। সে ক্ষেত্রে কুরবানী নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরণ করে দেয়া হবে। তা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলে তিনি হালাল হয়ে যাবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ ইহরাম বাঁধল, এরপর সে ঘরে আটকা পড়ল অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোন কারণে। তার উপর তা কাজা করা ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন, حصر তখনই বলা হবে যখন কেউ শত্রু দ্বারা আটকা পড়বে।

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

কুরবানী যা সহজ তা দেবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- কুরবানীর জন্য ছাগল দেওয়াই সহজ।

তিনি আরও বলেন, কুরবানী যা সহজ হয় তা দেবে- এ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় গাভী অথবা ছাগল কুরবানী করা অথবা উট অন্যের সাথে শরীক হয়ে কুরবাণী করা।

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

অর্থাৎ তোমরা আটকা পড়লে এবং এরপর তোমরা যদি ইহরাম খুলে হালাল হতে চাও, সেক্ষেত্রে তোমাদের উপর ওয়াজিব যা সহজতর তা কুরবানী করা। তোমরা আটকা পড়লেও সাথে সাথে ইহরাম খুলবে না বরং কুরবানী তার জবেহের জায়গায় পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যা ইহরাম খোলার জন্যে তোমাদেরকে বাধা করবে। মাথা মুড়ানো বা চুল কাটলে ও ইহরাম খোলে যায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কুরবানী যবেহের স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত মাথার চুল কাটতে

নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজ্জের ইহরাম খোলার সময় হল কুরবানীর দিন এবং উমরার ইহরাম খোলার সময় হল যখন هـــدي বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছে যাবে।

বলা হয়ে থাকে এ আয়াত হুদাইবিয়ার উমরাহ এবং কাদ্বা উমরা প্রসঙ্গে নাযিল হয়। কারণ কাফিররা রাসূল (সা.) এবং তার আসহাবে কিরামকে (রা.) হুদাইবিয়ার বছর ইহরামের অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফ যেতে বাঁধা দিয়েছিল। আর فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ বলে এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে, যদি সম্ভব হয় উট আর না হলে গাভী বা ছাগল এর মাধ্যমে কোরবানী দেওয়া যাবে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

রাসূলুল্লাহ সা. হতে বর্ণিত, এ আয়াত হযরত কা'ব বিন উজরার কারণে নাযিল হয়। হুদাইবিয়ার বৎসর তার মাথায় অনেক ব্যথা হয়েছিল যার জন্যে মাথায় চুল কাটতে هـــدي নির্ধারিত স্থান পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অপারগ ছিলেন। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।

তবে, এ ক্ষেত্রে ফিদিয়া দেবে রোযার মাধ্যমে বা সদকার মাধ্যমে বা কুরবানীর মাধ্যমে।

অন্যরা বলেন- কুরবানী অথবা মিসকিনকে খাওয়ানোর মাধ্যমে যদি কাফ্ফারা দিতে চায় তবে কাফফারা আদায়ের পরে মাথা মুড়াতে হবে। তবে রোযার মাধ্যমে ফিদইয়া দিতে চাইলে প্রথমে হলক করতে হবে, এরপর রোযা রাখবে।

হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যদি মুহরিম অর্থাৎ ইহরামকারীর মাথায় ব্যাথার কারণে ফিদইয়া দেয়, তা হলে সে ছাগল প্রেরণ করেই অথবা মিসকীন খাওয়ানোর পরে হলক করবে। যদি রোযার দ্বারা ফিদইয়া দেয়, তবে হলক করবে, তারপর রোযা রাখবে।

হযরত আ'মশ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্রাহীম হতে, তিনি হযরত আলকামা (রা.) হতে রিওয়ায়েত করেন। তিনি বলেন- কোন ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল এবং বাধা প্রাপ্ত হল, সেই ক্ষেত্রে সে ছাগল কুরবানী দেবে। যদি কুরবানী তার যবেহের জায়গায় পৌঁছার আগেই হলক করে নেয়, অথবা সুগন্ধি স্পর্শ করে নেয় বা ঔষধ ব্যবহার করে, তবে তার উপর ওয়াজিব ফিদিয়া দেয়া, তা রোযার মাধ্যমে হোক বা সদকার মাধ্যমে হোক বা জীব জবেহের মাধ্যমে হউক।

হযরত ইব্রাহীম (রা.) বলেন- আমি এ ঘটনাটি সাঈদ বিন জুবাইয়ের নিকট বললাম তিনি বললেন, এভাবেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতেও অনুরূপ বর্নিত আছে। হযরত ইবনে শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যার হজ্জ করতে বাধা হয় তা শরীরে অসুখের কারণে হোক,

Scanned with CamScanner

বা মাথায় কোন কষ্ট থাকার কারণে হোক, সে ক্ষেত্রে সে তার বাধা পড়ার স্থানেই হলক অর্থাৎ মাথা মুন্ডাইল, তা হলে সে ফিদয়া দেবে রোযা বা সদকা বা কুরবানীর মাধ্যমে

عن ابن عباس قال من اشتد مرضه و ادى رأسه وهو محرم فعلق عنه او صعده أو نسك ولا يحلق رأسه حتى يفديه فدية من نسك ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যার কঠিন রোগ আছে বা মাথায় কষ্ট আছে অথচ সে ইহরাম অবস্থায়, সেক্ষেত্রে তার উপর ওয়াজিব ফিদইয়া দেওয়া রোযার মাধ্যমে বা মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে বা জীব যবেহ করার মাধ্যমে। সে মাথা মুন্ডাবে না, যতক্ষণ না তার ফিদইয়া পেশ করবে।

হযরত ইয়াকুব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত আতা (রা.)-কে فمن كان منكم مريضا আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বলেন- হযরত কাব বিন আজরা নবী কারীম (সা.)-এর সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তার মাথায় উকুন ছিল বেশী। তখন রাসূল (সা.) তাকে বলেন, তোমার কী ছাগল আছে। কাব উত্তর দিলেন জ্বীনা! তখন রাসূল (সা.) তাকে বলেন, তুমি ইচ্ছে করলে ছয়জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পার আর ইচ্ছে করলে তিন দিন রোযা রাখতে পার। তারপর তোমার মাথা মুন্ডাবে।

এখানে اذى শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কোন ধরনের বেদনা বা উকুন ইত্যাদি। যার প্রতিকার মাথায় চুল পরিষ্কার করলে হয় এসবই اذى শব্দের অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাব বলেন, এআয়াত বিশেষ করে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এটা তোমাদের বেলায়ও ব্যাপক। অর্থাৎ এর হুকুম তোমাদের বেলাতেও প্রযোজ্য। শরীয়তের বিধান হচ্ছে- কারণ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ হলেও আদেশ সকলের জন্যে হয়।

হযরত কাব বিন আজরা (রা.) বলেন-

ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه زمن الحديبية وهو يوقد تحت قدر له وهوام رأسه تتناثر على وجهه فقال أو يؤذيك هوامك ـ قال بعم فقال احلق رأسك وعليك فدية من صيام أو صدقة او نسك ـ نسخ ذبيحة أو نصوم ثلاثة ايام او نطعم ستة مساكين ـ

হুদাইবিয়ার বছর একদিন মহানবী (সা.) তাঁর বিন আজরার কাছে গেলেন, এমতাবস্থায় তিনি একটি পাত্রের নিচে আগুন প্রজ্জলিত করছিলেন। এমন সময় দেখা গেল, অনেক উকুন তাঁর মাথা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে তার মুখমন্ডল দিয়ে নেমে আসছে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এসব উকুন কি তোমাকে কষ্ট দেয়? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা.) বললেন- তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ফিদইয়া প্রদান কর রোযা বা সদকা বা কোন জীব জবেহের মাধ্যমে।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- উপরোক্ত তিনটির মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে। এর যে কোন একটার মাধ্যমে ফিদইয়া আদায় করা যাবে। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, ফিদইয়া হচ্ছে দশটি রোযা বা দশজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো বা একটি ছাগল কুরবানী করা।

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন- কুরবানী মক্কা বা মিনায় করা হবে। খাবার খাওয়ানোটা হবে মক্কায়। আর نسك শব্দের অর্থ হল আল্লাহর নামে যবেহ করা। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয় نسك فلان لله نسيكة অর্থ অমুক ব্যক্তি আল্লাহর নামে যবেহ করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন النسك ان يذبح شاة ছাগল যবেহ করা কে نسك বলে।

فَإِذَا أَمِنْتُمْ

এর অর্থ কেউ কেউ বলেন- যখন তোমরা অসুখ হতে ভাল হয়ে যাও, যে অসুখ তোমাদের হজ্জ করার অন্তরায় হয়েছিল বা উমরার অন্তরায় হয়েছিল।

হযরত আলকমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এর অর্থ যখন তোমরা ভাল হয়ে যাও। হযরত হিশাম বিন উরওয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেন। অন্যান্যরা বলেন- এর অর্থ হল, যখন তোমরা ভয়ের যন্ত্রণা হতে নিরাপদ হও। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- তোমরা তো অবশ্যই জান কওম সেই দিন ভয়ের মধ্যে ছিল।

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আটকা পড়ে যাও, সেই ক্ষেত্রে কুরবানীর জীব, যা সহজলভ্য তা দিয়ে কুরবানী কর। যখন তোমরা ভাল হও, তোমাদের থেকে তোমাদের দুশমনের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তোমাদের ধ্বংসাত্মক অসুখ হতে যখন ভাল হও তখন তোমরা হজ্জের সাথে উমরা করে লাভবান হও। তখন তোমাদের উপর ওয়াজিব যে কোন সহজলভ্য জীব দিয়ে কুরবানী করা।

হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত, ইবনে মুরারা একবার শাওয়াল মাসে মক্কায় আসলেন। আমাদের সাথে থাকলেন এমন কী আমাদের সাথে হজ্জ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আপনারা উমরার সাথে হজ্জ করে লাভবান হয়েছেন। আপনাদের মাঝে যার কুরবানী করার সামর্থ আছে, তার উচিত কুরবানী করা। আর যে কুরবানী করতে পারে না সে অবশ্যই (হজ্জের সময়) তিন দিন রোযা রাখবে এবং বাকী সাতটি রোযা রাখবে হজ্জ থেকে তার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর। المتعة হচ্ছে হজ্জের মাসে উমরা আদায় করা। অর্থাৎ হজ্জের সাথে যেই উমরা করা হয়, তাকেই শরীয়তের ভাষায় মুতা বলা হয়। মুতাকে মুতা বলে এ জন্যে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এতে হজ্জের মাসে উমরা আদায় করা হয়, এবং হজ্জে সাথে উমরার ফদ্বীলত ভোগ করা হয়। মুতা এজন্য নাম করণ করা হয় নাই যে, এতে মধ্যখানে স্ত্রীদের উপভোগ করার সুযোগ আছে। (যেমন কেউ কেউ মনে করে থাকেন।)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানী করবে না সে হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখবে এবং পারিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার পর আর বাকী সাতটি রোযা রাখবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, হজ্জের সময় যেই তিন রোযার কথা বলা হয়েছে তা

Scanned with CamScanner

যেন আরফাতের দিনের ভিতর রাখা হয় অর্থাৎ আরফাতের দিনকে যেন অতিক্রম না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রোযা যেন ইহরাম থেকে আরফাতের দিনের মধ্যকালীন সময়ে রাখা হয়। হযরত ইবনে উমর এ আয়াত সম্পর্কে বলেন- তরবীয়ার আগের দিন একটা রাখবেন, তরবীয়ার দিন একটা রাখবেন এবং আরফাতের দিনে একটা রাখবেন।

অধিকাংশ তাবীলকার এ রকম বলেছেন। অন্যরা বলেন- রোযা তিনটি রাখা হবে জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের ভিতর, এরপরে নয়। কেউ কেউ বলেন, রোযা রাখা হবে হজ্জের ইহরাম বাধার আগেই। অন্য একদল বলেন- হজ্জের ইহরাম বাধার আগে এ রোযা আদায় করা জায়িয নেই।

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ

যে সহজ উপায়ে কুরবানী দিতে পারবে না, সে হজ্জের সময় তিনটা রোযা রাখবে এবং হজ্জ শেষ করে নিজের পরিবারের কাছে অথবা তার নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার পর আর সাতটি রোযা রাখবেন। তবে এ সাত রোযা নিজের দেশে যাওয়ার আগে বা মক্কায় আদায় করলে ও আদায় হয়ে যাবে।

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

মুফাসসিরীনগণ كَامِلَةٌ শব্দটি নিয়ে মত বিরোধ করেন। কারো কারো মত এর অর্থ হজ্জের মধ্যে তিনটি রোযা রাখলে এবং নিজের পরিবারের কাছে গিয়ে আরও সাতটি রোযা রাখলে কুরবানীর ফিদিয়া দশ রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে।

অন্য একদল বলেন- অর্থাৎ তুমি দশ দিনের দিন রোযা পূর্ণ কর এর চেয়ে বেশী দেরী করবে না। অন্য একদল বলে তিন দিনের রোজার সাথে সাত মিলালে দশ দিন পূর্ণ হয়।

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ এ কথা ঐ ব্যক্তিবর্গের জন্য, যাদের পরিবার মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান করে না। অর্থাৎ মুতা দূরবর্তী লোকদের জন্য জায়িয। মক্কাবাসীর জন্য মুতা জায়িয নেই।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মুতা হচ্ছে হরমের বাইরের লোকদের জন্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন- হে আহলে মক্কা! তোমাদের জন্যে মুতা জায়িয নেই, তা হালাল করা হয়েছে দূরবর্তী লোকদের জন্যে। তোমাদের উপর তা হারাম তোমাদের মধ্য হতে কেউ দূরবর্তী ময়দানে চলে গেলে- অর্থাৎ হরম থেকে দূরে কোথা ও গেলে সেই ক্ষেত্রে উমরার ইহরাম বাধতে পারবে। আবার কেউ কেউ বলেন- ব্যক্তির মধ্যে ও হরম শরীফের মধ্যখানে কোন ময়দান থাকলে তার জন্যে হজ্জের সাথে উমরা করা জায়িয। অন্য একদল বলেন- এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কা বাসীদেরকে এবং যারা মিকাতের ভিতরে বাস করেন তাদেরকে। কেউ কেউ বলেন- যাদের বাড়ী মীকাতের ভিতরে তারা আহলে

মক্কার অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য তামাত্তু বৈধ নয়। মোট কথা, যারা মক্কা শরীফ হতে সফরের দূরত্বে অবস্থান করেন, তারা আয়াতে উল্লেখিত حَاضِرِى الْمَسْجِدِ এর অন্তর্ভুক্ত নন।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করে আল্লাহ তায়ালার অনুগত্য প্রকাশ কর। যেসব আহকাম তোমাদের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সীমানা অতিক্রম করবেনা এবং তা অতিক্রম করা থেকে বিরত থাক অর্থাৎ যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করবেনা। তোমরা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা অন্যায়কারীকে কঠিন আযাব দেন।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ "مَّعْلُوْمٰتٌ" ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ "اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا" مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ "رَّحِيْمٌ" ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ "مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Scanned with CamScanner

১৯৭. হজ্জ হয় সুবিদিত মাসসমূহে। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

১৯৯. অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২০০. অতপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে দাও, বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই।

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যান দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।

২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ-

নির্দিষ্ট মাসগুলো সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ হল শাওয়াল, জিলকদ, এবং জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। এ সময় ছাড়া অন্য মাসে হজ্জের জন্য ইহরাম বাধা যাবেনা আর উমরার জন্য যে কোন মাসে ইহরাম বাধা যাবে। হযরত দিহাক, ইবরাহীম, শাবী, আহমদ, মুজাহিদ এবং হযরত সুদ্দী (রা.) হতেও এভাবে বর্ণিত আছে। অন্য একদল বলে اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ হল শাওয়াল, জিলকদ এবং পুরো জিলহজ্জ মাস। হযরত ইবনে উমর, আতা রবী এবং কাতাদাহ (রা.) হতে এভাবে বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আবু জাফর বলেন- এসব বক্তব্যের মধ্যে সঠিক বক্তব্য হল- প্রথম দু'মাস এবং তৃতীয় মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ -কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অবহিত করেছেন। হজ্জের কোন কাজ নেই মিনার কাজের পর। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত مِيْقَاتُ الْحَجِّ হতে এটাই প্রমাণ হয় যে, তৃতীয় মাস সম্পূর্ণ হজ্জের মাস নয়। এজন্যে হযরত আবু জাফর (রা.) প্রথম বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

অতপর যে সুবিদিত মাসসমূহে নিজের উপর হজ্জ ওয়াজিব করলেন অর্থাৎ হজ্জের সকল আহকাম বাস্তবায়ন করার ইচ্ছে করলেন এবং যে সকল কাজ নিষেধ রয়েছে তা না করার দৃঢ় প্রত্যয় নিলেন। ফরয শব্দ বলে বুঝানো হয়েছে ওয়াজিব এবং অপরিহার্য। প্রায় সকল মুফাসসির এ মত পোষণ করেন। অন্য একদল বলেন, হজ্জ ফরদ্ব করা মানে হচ্ছে ইহরাম বাধা। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ যে হজের জন্য ইহরাম বাধল। হযরত আতা (রা.) বলেন, উক্ত আয়াতে তালবীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ বলা, আর হযরত সুফিয়ান আল সাওরী (রা.) বলেন- ফরদ্ব হচ্ছে ইহরাম বাঁধা এবং ইহরাম হচ্ছে তলবীয়া পাঠ করা। অন্যরা বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ইহরাম। হযরত ইবনে আব্বাস হতে ও একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। فَلَا رَفَثَ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয় মেয়ে লোকের সাথে যৌন কথা বলা এবং তাদের সাথে সহবাস সংক্রান্ত কথা বলা। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - رَفَثَ দিয়ে সহবাস এবং মেয়ে লোকদের কাছে সহবাসের উদ্দেশ্যে আগমনকে বুঝায়। الْفُسُوْق এর অর্থ নাফারমানী করা।

হযরত মুজাহিদ এবং সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন فُسُوْق অর্থ গালি দেয়া। কেউ কেউ বলেন فُسُوْق বলে মূর্তির নামে যবেহ করাকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা فُسُوْق বলে ইশারা করা হয়েছে- ইহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ করা মানা তা থেকে বেঁচে থাকা। وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ এর অর্থ হচ্ছে ইহরাম অবস্থায় কারো সাথে ঝগড়া না করা। বিশ্লেষকদের কেউ বলেন- এর অর্থ হচ্ছে ঝগড়া এবং সন্দেহ পোষণ করা।

হযরত মুহম্মদ বিন কা'ব আল কুরাযী (রা.) বলেন- এর অর্থ ঝগড়া করা। যখন কুরাইশরা মিনায় একত্রিত হত তখন তারা এরকম বলে ঝগড়া করত- حجنا اتم من حجكم আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের চেয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে। আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের চেয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন- তারা হজ্জের দিন তর্ক-বিতর্ক করে, তাই তাদেরকে এ রকম তর্ক-বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন جِدَالَ বলে বুঝানো হয়েছে হজ্জের দিন নিয়ে ঝগড়া করাকে। কেউ বলত আজকেই হজ্জ, আর কেউ বলত, না, আগামী কাল হজ্জ।

Scanned with CamScanner

কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেন, তারা হজ্জের সময় মাকামে ইবরাহীম নিয়ে বিতর্ক করত। হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করত এবং عرفة নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করত। তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তার নবীর মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

কোন কোন তাবীলকারক বলেন-এর অর্থ হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাই এর সময় নিয়ে ঝগড়া করার কোন অবকাশ নেই, এর আগেও হবে না এবং পরেও হবে না।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ এর অর্থ হচ্ছে হজ্বের আহকাম সমূহ ঠিক করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আর ও বলেন, আয়াতের অর্থ হল, হজ্জের মাস নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা যাবেনা। তা আগেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, ইহা বলার কারণ হচ্ছে- তারা মাসের হিসাব করত একটু ভিন্ন ধরনের। যেমন তারা মহররম মাসকে বাদ দিয়ে দিত। সফর ও রবিউল আউয়াল মাসকে দুই সফর নাম দিয়েছিল। রবিউস্সানী ও জামাদিউল উলা দুই মাসকে দুই রবি বলত। জামাদিউস্সানী ও রজবকে দুই জামাদি নাম দিয়েছিল। অতঃপর শাবানকে রজব, রমদ্বানকে শাবান, শাওয়ালকে রমদ্বান, জিলকদকে শাওয়াল, জিলহজ্জকে জিলকদ ও মহররমকে জিলহজ্জ নাম দিয়েছিল। এ কারণে তারা মহররম মাসে হজ্জ আদায় করত। এমনিভাবে তারা এক বছরে দুইবার হজ্জ আদায় করত। এরপর আবার দুই সফর ভিত্তিতে মাস গণনা করত। অর্থাৎ তারা এক বছর সফর মাসকে একবার এবং অপর বছর সফর মাসকে দুইবার গণনা করত।)

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, মাস সমূহের মধ্যে যে রদ বদল করত সে ছিল কেনানা গোত্রের আবু সুমামা নামক এক ব্যক্তি। হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজ্জ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হজ্জের সব কিছু পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ এর অর্থ হজ্জে কোন সন্দেহ নেই। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন এ সব বক্তব্যের মধ্যে সঠিক হল যারা বলেছেন قد بطل الجدال في الحج অর্থাৎ হজ্জে সকল প্রকার ঝগড়া বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। হজ্জের সময় নিয়ে জাহিলিয়াতের যুগে যেই বিরোধ ছিল তা ত্যাগ করা হয়। জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা যে এরূপ রদবদল করত তা হাদীসে مستفيض দ্বারা আমরা জানতে পারি। তা ছাড়া আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ "মাসের মধ্যে রদবদল হল কুফরির মধ্যে বর্ধিতকরণ।" (সূরা তাওবাহ ঃ ২৭) এর দ্বারা কাফিরদেরকে আরও পথহারা করা হয়। তারা একটি মাসকে এক বছর হালাল মনে করে আবার অন্য বছর একই মাসকে হারাম মনে করে। এক বৎসর হালাল জানলেও আবার পরবর্তী বৎসর তা হারাম করত।

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

যে সব ভাল কাজ তোমরা করছ তা আল্লাহ জানেন। হে মুমিনগণ! হজ্জের সময় তোমাদেরকে যা করতে বলা হয়েছে শুধু তাই কর। তোমাদেরকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। তোমরা যেই আমল করছ তাঁর কোন কিছুই আমার থেকে গোপন নেই। তোমরা যে কাজের সংকল্প কর, তাও আমার কাছে গোপন নেই। কারণ আমি তোমাদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং অন্তরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলেন, যারা সহায় সম্বল হীনভাবে হজ্জ করতে যেত। আবার তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিল যে, ইহরাম বাঁধার সাথে সাথে আদের পাথেয় যা থাকত তা ছুঁড়ে ফেলে দিত। এবং কেউ পাথেয় না নিয়েই যেত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যারা পাথেয় সংগ্রহ করতনা, তাদেরকে পাথেয় সংগ্রহ করতে এবং যারা ইহরামের পর তা ফেলে দিত, তাদেরকে তা ছুঁড়ে ফেলে না দিতে নির্দেশ প্রদান করছেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তারা ইহরাম বাধত, তখন তাদের সকল পাথেয় ফেলে দিয়ে নতুন করে পাথেয় সংগ্রহ করত। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন - وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

হযরত ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আরবদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা হজ্জ করতে যেত সম্বল ছাড়া, পাথেয় ছাড়া। তারা বলত আল্লাহর উপর ভরসা রাখা প্রয়োজন। এ জন্যে আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন। تقوى হচ্ছে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা।

وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ

হে জ্ঞানীগণ! তোমরা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

তোমাদের জন্য কোন দোষ নেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে জীবিকা আন্বেষণ করার মধ্যে।

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ-

যখনই তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন মুযদালিফার নিকট আল্লাহর জিকির কর। এভাবে যিকর করবে, যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে তোমরা অজ্ঞ ছিলে।

অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে তোমাদের উপর কোন গুনাহ নেই, তা ইহরামের আগে হউক বা পরে হউক। কারণ তা হচ্ছে ব্যবসার মাধ্যমে আল্লাহ থেকে

Scanned with CamScanner

রিযক তালাশ করা।

হযরত মুজাহিদ বলেন, মানুষ হজ্জের দিনে ব্যবসা করতনা। আল্লাহ বলছেন ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্য বেচা-কেনা করার মধ্যে কোন বাধা নেই। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, লোক আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনকালে কোন ব্যবসা করত না, তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল তাই আল্লাহ তায়ালা ক্রয় বিক্রয় হালাল করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উকায, মাজনা এবং জুল মাজায জাহিলিয়াতের যুগে তিনটি বাজার ছিল। তারা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় করত। যখন ইসলাম আবির্ভূত হল তখন তারা এটাকে গুনাহের কাজ মনে করত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। হজ্জের মৌসুমে জীবিকা অন্বেষণ করার মধ্যে কোন গোনাহ নেই।

আরাফাতের নামকরণ হয় একটি ছোট ভূখন্ডের নামানুসারে। হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.)-কে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর সাথে হজ্জ করলেন। তিনি যখন আরাফাতে আসলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন- আমি চিনতে পেরেছি। কারণ তিনি এর আগেও আরেকবার এখানে এসেছিলেন। এ জন্যে এ জায়গার নাম রাখা হয়েছে আরাফাত। হযরত আতা হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, এ জন্যই আরাফাতকে আরাফাত নাম রাখা হয়েছে যে, হযরত জিবরাইল (আ.) ইবরাহীম (আ.)-কে এখানে আহকামে হজ্জ সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আ.) বলছিলেন - عرفت عرفت অর্থাৎ আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি। তাই এ স্থানের নাম রাখা হয়েছে আরাফাত فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ অর্থাৎ আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের সময়। মুযদালিফায় আল্লাহর যিকর কর। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মাশআরুল হারাম হচ্ছে সম্পূর্ণ মুযদালিফা। হযরত যায়িদ বিন আসলাম (রা.) নবী (সা.) হতে রিওয়ায়ত করে। তিনি বলেন- عرفات এর সর্বত্রই অবস্থানস্থল একমাত্র উরানা নামক স্থান ছাড়া। আল্লাহকে স্বরণ কর কারণ তিনি তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করেছেন। যখন তোমরা ছিলে দুযখের গর্তের একেবারে কিনারে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তা থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিলেন।

তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ করার মধ্যে, আর যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন মুযদালিফায় আল্লাহকে স্বরণ কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন যদি ও তোমরা এর আগে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কুরাইশ এবং কুরাইশের সন্তানদেরকে حمس বলে ডাকা হত। কোরাইশের সন্তানরা বলত, আমরা হরমের বাইরে যাব না। এ জন্যে তারা অন্যান্য লোকের সাথে আরাফায় উপস্থিত হত না। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অন্য লোকের সাথে আরাফাতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কুরাইশ এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করত তাদেরকে حمس বলা হত। তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা বলত - نحن فطين الله আমরা আল্লাহর দাস। তারা ছাড়া অন্যরা আরাফায় অবস্থান করত। তখন আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, আরাফাতের দিন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে অবতরণ করেন এবং বলেন, দেখ আমার বান্দাহদেরকে, যারা আমার কথার উপর ঈমান এনেছে, আমার রাসূলকে বিশ্বাস করেছে। আল্লাহ বলেন তাদের কী বদলা দেয়া যায়? বলা হবে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে আল্লাহ তায়ালার এ আয়াত। তখন আয়াতে উল্লেখিত ناس শব্দ দ্বারা ইবরাহীম (আ.)-কে বুঝানো হবে।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

স্মরণ কর! আল্লাহকে যেমন তোমরা স্মরণ কর তোমাদের পূর্ব পুরুষকে বা এর চেয়েও বেশী আল্লাহকে স্মরন কর। ঐ সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের পূর্বপুরুষদের স্মরনের প্রকৃতি নিয়ে মত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা হজ্জ সমাপনান্তে এস্থানে একত্রিত হত এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ববোধ করত। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ইসলামের তরীকা সম্পর্কে বলেন। তোমরা এ সব না করে বরং আল্লাহর প্রশংসা কর এবং শুকরিয়া আদায় কর।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন- লোকেরা হজ্জে তাদের বাপ দাদার গল্প করত। কেউ বলত আমার পিতা মানুষকে খুব বেশী খাওয়াতেন, কেউ বলত আমার পিতা ভালে তলোয়ার চালনা করত। কেউ বলত, আমার পিতা অমুক গোত্রের কপাল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

হযরত মুজাহিদ বলেন-তারা হজ্জের আহকাম শেষ করার পর জামরা নামক জায়গায় একত্রিত হত। সেখানে আইয়ামে জাহলিয়াতের ঘটনাবলী স্মরণ করত। তা ছাড়া তারা তাদের বাপ-দাদার ক্রিয়া-কলাপ আলোচনা করত। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা যখন মিনায় হজ্জের আহকাম শেষ করতো, তখন তারা তথায় একত্রিত হয়ে উৎসব করতো এবং জাহিলিয়াতের যুগে তাদের পিতৃ পুরুষরা কি করতো তা নিয়ে আলোচনা করত। আল্লাহ তায়ালা তখন এআয়াত নাযিল করে তাদেরকে আল্লাহর যিকর করার নির্দেশ দেন।

Scanned with CamScanner

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহর যিকর কর, যেমন তোমরা স্মরন কর তোমাদের সন্তান সন্ততির এবং বাপ-দাদার।

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

হযরত আবু ওয়ায়িল বলেন- কিছু কিছু লোক বলে থাকে, হে আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন ছাগল, উট। আখিরাতে এ সকল লোকদের জন্য কোন অংশ নেই।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- আমাকে হযরত আবু কুরাইব (রা.) বলেন, তিনি বলেন- আমি শুনেছি আবু বকর বিন আইয়াশ আল্লাহ তায়ালার বানী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ সম্পর্কে বলেন, আহলে জাহেলিয়াত হজ্জের আহকাম আদায় করার পর মিনায় একত্রিত হত এবং বলত হে আল্লাহ! আমাদেরকে উট দিন, হে আল্লাহ আমাদেরকে ছাগল দিন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তায়ালার উক্ত বানী সম্পর্কে বলেন, আরবরা হজ্জের আহকাম আদায় করার পর মিনায় অপেক্ষা করত বটে; কিন্তু তাদের থেকে একজনও আল্লাহকে স্মরণ করত না। বরং তারা তাদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করত এবং পার্থিব সম্পদ কামনা করত। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলেন, তারা উলঙ্গ অবস্থায় কাবা শরীফ প্রদক্ষিন করত এবং প্রার্থনা করতঃ বলত, হে আল্লাহ আমাদেরকে বারি বর্ষণ করুন। আমাদের শত্রুর উপর আমাদেরকে বিজয় দিন এবং নেককার লোককে নেককার লোকের সাথে মিলিয়ে দিন।

হযরত ইবনে যায়িদ বলেন, সে সময় তিন ধরনের লোক ছিল। একদল রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারী, একদল আহলে কুফর এবং একদল মুনাফিক। এ তিন দলকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে উল্লেখ করেন– একদল বলত رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا। এসব লোকেরা হজ্জ করত শুধু দুনিয়ার সম্পদ চাওয়ার জন্য। তারা আখিরাতের আকাঙ্খা করত না। এমন কি তারা আখিরাত বিশ্বাস করতনা। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক বলত- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ দান করুন। আর তৃতীয়দল হচ্ছে- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যাদের কথা তোমাদের ইহকালে খুবই মুগ্ধ করবে। উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে নিরাপদ রাখুন এবং আখিরাতে ও নিরাপদ রাখুন। হযরত কাতাদাহ বলেন, এক লোক বলেছিলেন হে আল্লাহ! আমাকে আখিরাতে শাস্তি না দিয়ে সেই শাস্তি দুনিয়াতে দিন। এর পর সে অসুখে নিপাতিত হল, এমন কি বিছানা হতে উঠতে পারেনা। সাহাবা-ই-কিরাম নবী করীম (সা.)-এর

কাছে একথা উল্লেখ করলেন। রাসূল (সা.) তার কাছে আসলেন। রাসূল (সা.) বলেন আল্লাহর শাস্তি সহ্য করার শাক্তি কারো নেই। এরকম বল رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অতপর সে অসুস্থ লোক উক্ত দুআ করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কেউ কেউ বলেন- আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে পার্থিব জগতের حَسَنَةً দ্বারা ইলম ও ইবাদত এবং পরকালের حَسَنَةً দ্বারা জান্নাত অর্থ গ্রহণ করেছেন।

হযরত হাসান (রা.) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেন- দুনিয়ার কল্যাণ হল আল্লাহর কুরআন এবং দ্বীনি ইলম বুঝার ক্ষমতা দান করা। হযরত ইবনে ওহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি এ আয়াতের মর্মকথা সম্পর্কে বলেন- দুনিয়ার মঙ্গল হল ইলম, রিযক এবং সুস্থতা দান করা। আর আখিরাতের মঙ্গল হল জান্নাত লাভ করা।

অপর একদল বলেন, দুনিয়ার কল্যাণ হল সম্পদ লাভ করা এবং আখিরাতের মঙ্গল হল জান্নাত লাভ করা। হযরত সুদ্দী ও একই ধরনের বর্ণনা করেন।

হযরত আবু জাফর বলেন- উপরোক্ত আয়াতের তাবীল করতে গিয়ে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন, তবে আমার দৃষ্টিতে সঠিক অর্থ হল আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আনা এবং হজ্জ করার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাই হল দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের কল্যাণ হল জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাওয়া। এ কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতেই সাধিত হয়। শারীরিক শান্তি, নামায, রিযক, ইলম ও ইবাদত হল দুনিয়ার কল্যাণ এবং একথায় সন্দেহ নেই যে, আখিরাতের কল্যাণ হল জান্নাত। যে লোক কিয়ামতের দিন তা হাসিল করল না, সে যেন সমস্ত কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল। সমস্ত রক্ষা কবচ হতে যেন শূন্য হয়ে গেল।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

এসব লোকেরা তাদের আমলের নির্ধারিত অংশ পাবে এবং আল্লাহ সত্বর হিসাব নেবেন।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا

Scanned with CamScanner

وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
ۗ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে, আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদিকেউ তাড়াতাড়ি করে দুদিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নাই। এটা তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যেনে রাখ যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট একত্র করা হবে।

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

২০৫. যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্রও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা কর। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।

২০৬. যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাহগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۔

অর্থাৎ নামায আদায় করার পর পাথর মারার দিনে আল্লাহ কে স্মরণ কর এবং প্রত্যেক পাথর নিক্ষেপের সময়। এখানে أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে- ايام تشريق যে ব্যক্তি কুরবানীর পর তকবীর বলার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ

জিলহজ্জ মাসের বার তারিখ মিনা হতে চলে যেতে চায় তার কোন গুনাহ নেই। আর যে একদিন বিলম্ব করবে অর্থাৎ তের তারিখ মিনা হতে রওয়ানা দিবে, তার উপর ও কোন গুনাহ নেই। বিশেষ করে যে আল্লাহকে ভয় করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- যে ব্যক্তি হজ্জে আল্লাহকে ভয় করে তার আগের পরের সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ বিন আবু সালেহ বলেন, لِمَنِ اتَّقَىٰ অর্থ হচ্ছে যে তৃতীয় দিন পর্যন্ত শিকার করা থেকে বিরত থাকে।

উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে সর্বোত্তম বক্তব্য হল এ উক্তি, যে মিনা হতে দু'দিনের মধ্যে চলে যায় তাড়াহুড়া করে এবং যে ব্যক্তি তৃতীয় দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারা যদি হজ্জে সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভয় করে থাকে তা হলে তাদের গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মিটিয়ে দেবেন। আল্লাহ যে সকল জিনিষ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং যা করার জন্যে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা করা মানেই আল্লাহকে ভয় করা। স্পষ্টতঃ এই মন্তব্যই সর্বোত্তম। রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করল, এমন অবস্থায় যে, সে স্ত্রী সহবাস করেনি, খারাপ কথা বলেনি, তা হলে সে যেন গোনাহ হতে এমনভাবে বের হয়ে আসল যেভাবে মায়ের পেট থেকে নিস্পাপ শিশুর মত ভূমিষ্ট হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হজ্জ এবং উমরা একত্রে কর। কারণ এ দুটি গোনাহ মিটিয়েদেয়, যেমনিভাবে মরিচা লোহা, সোনা, রোপা শেষ করে দেয়। আল্লাহকে ভয় কর। এ কথায় বিশ্বাস রাখ যে, তোমরা সবাইকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ
عَلٰى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۔ وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

হে মুহম্মদ (সা.), লোকদের মধ্যে এমন লোক ও আছে যাদের প্রকাশ্য কথা বার্তা আপনাকে মুগ্ধ করবে এবং তারা তাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখে। আর সে হচ্ছে অযৌক্তিক বিতর্ককারী ও ঝগড়াটে।

তাফসীর কারকগণ এ আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত আখনস বিন শরীকের ব্যাপারে নাযিল হয়। সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে আসল। রাসূল (সা.) মনে করলেন, সে মুসলিম হতে চায়। সে কিছু অতীতের বিষয় নিয়ে বিরোধিতা করল। এরপর বের হয়ে গেল এবং মুসলমানদের মাল দৌলত নষ্ট করে চলে গেল।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত আখনস বিন শরীক আল সকফীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়। সে বনি জোহরার প্রতিনিধি ছিল। সে মদীনায় রাসূল (সা.)-এর নিকট আসল এবং মুসলমান হবার

Scanned with CamScanner

ইচ্ছে প্রকাশ করল। তার এ আচরনে রাসূল (সা.) আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সে বলল, আমি শুধু মুসলিম হওয়ার জন্য এসেছি। আল্লাহ জানেন আমি সত্য বলছি। সে আরো বলল, আল্লাহ আমার অন্তরে হাজির। এরপর সে রাসূল (সা.) এর দরবার হতে বের হল। সে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই ক্ষেতে সে আগুন ধরিয়ে দিল। তখন আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

-তার সম্পর্কে আরও নাযিল করেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ আরও নাযিল করেন لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ- عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ-

"আর আপনি অনুসরণ করবেন না তাঁর, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে বর্ণনা করে, যে কল্যাণ কাজে বাঁধা প্রদান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ।" (সূরা কলম ঃ ৮-১২)

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। যখন মহানবী (সা.)-এর একটি সারিয়া 'রজী' নামক স্থানে কাফিরদের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তখন তারা তাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যখন হযরত খুবাইব (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরিত সারিয়া মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী রজী নামক স্থানে কাফিরদের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তখন মুনাফিকদের কিছু লোক বলেছিল- আফসোস! ঐ সকল নিহতদের জন্য, যারা ধ্বংস হয়ে গেছে তারা ঘরের ভিতর বসেও থাকেনি এবং তাদের মালিকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও পালন করতে পারেনি। এসব মুনাফিকি কথা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। اَلْخِصَامُ শব্দের অর্থ ঝগড়াটে। অপর একদল বলেন- এ আয়াত ঐ সব মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়, যারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে ষড়যন্ত্র করত।

تولي অর্থ এ মুনাফিক সম্প্রদায় যখন আপনার সন্মুখ হতে চলে যায়। কেউ কেউ বলেন- تولي অর্থাৎ যখন তারা রাগ করে। হযরত মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - اذا تولى শব্দের অর্থ اذا خرج হযরত মুজাহিদ (রা) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এখানে تولي অর্থ عمل তা হলে আয়াতের অর্থ হবে- হে মুহাম্মদ (সা.)-সে যখন আপনার নিকট হতে বের হয়ে যেত- তখন রাগের বশে পৃথিবীতে ঐ সব কাজ করত, যা আল্লাহ তার উপর হারাম করেছেন। ويهلك الحرث والنسل অর্থাৎ এ মুনাফিকগণ মুসলমানদের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেয়, حرث শব্দের অর্থ জমিনে উৎস উদ্ভিদ আর نسل অর্থ সকল প্রকারের চতুস্পদ জন্তু আল্লাহ ঝগড়াটে লোক পছন্দ করেন না অর্থাৎ আল্লাহ গোনাহগার, রাস্তায় ভীতি সৃষ্টিকারী এবং ঝগড়া পছন্দ করেন না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

আর যখন এ মুনাফিককে বলা যায়, আল্লাহকে ভয় কর তখন অহংকার তাকে

আরো পাপের দিকে নিয়ে যায়। এ ধরনের লোকের জন্য জাহান্নাম হচ্ছে যথোপযুক্ত স্থান। অবশ্যই জাহান্নাম খুবই খারাপ বিছানা অর্থাৎ ঠিকানা।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

অর্থাৎ লোকদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদগণ, যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ এখানে الشري শব্দের অর্থ হচ্ছে বিক্রি করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত মুজাহেদীন ফি সাবিলিল্লাহ, মুহাজিরীন এবং আনসারদেরকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়। এ রিওয়ায়ত হযরত কাতাদাহ হতে করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত বিশেস কয়েকজন মুহাজিরীন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- উক্ত আয়াত সুহাইব বিন সিনান, আবু যর গেফারীও জুনদুব বিন আল সকন (রা.) সম্পর্কে নাযিল হয়। হযরত আবু যর (রা.)-এর কওমের লোক তাঁকে ধরে ফেলল। তিনি তাদের কাছ থেকে ছুটে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে আগমন করলেন। আবার যখন তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে ফিরে গেলেন। তখন مر الظهران নামক স্থানে আবারো তারা তাকে ধরল, তিনি আবারও তাদের কাছ থেকে পালিয়ে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে চলে গেলেন। এমনি হযরত সুহাইব (রা.)-এর পরিবারে লোকেরা তাঁকে আটক করল। তিনি স্বীয় সম্পদ থেকে তাদেরকে ফিদ্ইয়া স্বরূপ কিছু দিয়ে হিজরত করলেন। পথিমধ্যে মুনকিয বিন উমাইর বিন যাদআন তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি অবশিষ্ট সম্পদ তাকে দিয়ে হিজরতের পথ কন্টকমুক্ত করলেন।

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- আহলে মক্কার একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছে করলেন নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে আসবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে নিষেধ করল এবং আবদ্ধ করে রাখল। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে মাল দিচ্ছি, ঘর দিচ্ছি, আমার জন্য কিছুই রাখিনি, আমাকে ছেড়ে দাও এবং ঐ লোকের সাথে মিলতে দাও। তারা অস্বীকৃতি জানাল। তাদের মধ্যে কেউ বলল, তাঁর যা আছে সবকিছু নিয়ে নাও এরপর তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তারা তাই করল। তিনি তাদেরকে সবকিছু দিয়ে দিলেন, নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। তিনি ঘর থেকে বের হলেন। এ উপলক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা মদীনায় এ আয়াত নাযিল করেন- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন অন্যান্য আরও অনেকেসহ উমর

Scanned with CamScanner

(রা.)-এর সাথে তাঁর দেখা হল। হযরত উমর তাঁকে বলেন- তোমার বিক্রি লাভজনক হয়েছে। তিনি বললেন, কোন বিক্রির কথা বলছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন- তোমার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যেন নিজের প্রাণ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত সঠিক হল- আয়াতের অর্থ যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিক্রি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশে নিজেকে বিক্রি করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়ে যায় অথবা শহীদ হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে মুসলমানদের দুশমন দ্বারা শহীদ না হলেও তাঁকে শহীদের মর্যাদা প্রদান করা হবে। অথবা যে ব্যক্তি সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাঁধা দেবে, তারও একই মর্যাদা।

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদের প্রতি রহমত বর্ষণকারী। তাঁর রহমত অতি আবশ্যক। অর্থাৎ যে মুশরিক এবং ফাসিকদের সাথে জিহাদ করে নিজের প্রান বিসর্জন দেবে, তার প্রতি আল্লাহর ব্যাপক রহমত রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ
بَعْدِ مَا جَاۗءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

২০৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে যেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

২১০. তারা শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ মেঘের

ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۔

অর্থাৎ ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর। হযরত মুজাহিদ কাতাদাহ্, ইবনে আব্বাস, সুদ্দী, হযরত ইবনে যায়েদ এবং দ্বিহাক এভাবে বর্ণনা করেন।

কোন কোন তাবীলকারী বলেন এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্যে প্রবেশ কর। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- সর্বোত্তম তাবীল হল ادخلوا في الاسلام كافة হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً সম্বন্ধে বলেন- এ আয়াত নাযিল হয় সালাবা, আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, ইবনে ইয়ামীন, আসাদ, উসাইদ ইবনে কা'ব, শু'বা বিন আমর ও কাইস বিন যায়িদকে উদ্দেশ্য করে। সকলেই প্রথমে ইহুদী ছিলেন। তারা রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) শনিবার দিবসটি আমাদের নিকট সম্মানিত। আমাদেরকে শনিবার দিবসটির সম্মান করার অনুমতি দিন। তওরাত আল্লাহর কিতাব। আমাদেরকে তা দিয়ে কিয়ামুল লাইল এর অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ হযরত ইকরামা (রা.) স্পষ্টভাবে বলেন, এ আয়াতে ইসলামের নির্দেশাবলীর বাইরে কোন কাজ না করতে এবং ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় কার্যবলী মেনে চলার জন্য মুমিনদেরকে আহ্বান করা হয়েছে।

অপর একদল বলেন, এ আয়াতের দ্বারা যাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে আহলে কিতাব।

হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত দ্বিহাক বলেন, এ আয়াতে আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে। وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ অর্থ হে মুমীনগণ! সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী আমল কর। বিশ্বাসে, কথায় ও কাজে সব দিক দিয়ে ইসলামে প্রবেশ কর। শয়তানের রাস্তা ছেড়ে দাও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা। কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের রাস্তা হচ্ছে, ইসলাম যা করতে নিষেধ করেছে তা করা, তন্মধ্যে শনিবার পালন এবং পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের সকল ঐ সমস্ত কাজ রয়েছে, যা ইসলামী মযহাবের বিপরীত।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ۔

অর্থাৎ সত্যকে যদি বিস্মৃত হও এবং তা থেকে যদি অজ্ঞ হয়ে থাক, আর যদি ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ কর এবং ইসলামী শরিয়তকে যদি অমান্য কর,

Scanned with CamScanner

তোমাদের নিকট হিদায়তের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও। তা হলে তোমরা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী- এমন কোন শক্তি নেই তিনি যখন শাস্তি দিবেন- তখন তাঁকে বাঁধা দিবে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ- وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

হযরত আবু আলিয়া বলেন, উক্ত আয়াত উবাই ইবনে কা'ব এর কিরাত অনুযায়ী এরূপ হবে- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ এরপর বলেন ফিরিশতাগণ মেঘের-ছায়ায় অবস্থান করে আসেন, আর আল্লাহ তায়ালা যেকোনভাবে আসতে পারেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- তিনি বলেন, মেঘের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার শক্তি রক্ষিত রয়েছে। হযরত মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ এর মধ্যে غمام অর্থ বাদল। এটা তীহ প্রান্তরে বনি ইসরাইলদেরকে ছায়া দিয়েছিল। ইহাতেই ভর করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের কাছে আসবেন।

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন উক্ত আয়াতে ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ অর্থ হল মেঘের শক্তি, যা ফিরিশতা দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত থাকবে। তাদের ধারণা হল আল্লাহ্ তায়ালা মেঘের ছায়ায় ভর দিয়ে নামবেন এবং ফিরিশতাগণ মেঘের চারদিকে ঘিরে থাকবেন। অন্যান্য লোকেরা বলেন فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ এর অর্থ হচ্ছে ফিরিশতাদের কাজের সমন্বয়। এর উপর ভর করে ফিরিশতাগণ অবতরণ করবেন। আর আল্লাহ যে কোন ভাবে অবতরণ করতে পারেন।

হযরত রবী (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী هَلْ يَنْظُرُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে- কিয়ামতের দিন ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ার মধ্যে আসবেন আর আল্লাহ্ তায়ালা যে ভাবে ইচ্ছে করেন সেই ভাবে আসবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেন, মেঘের ভেতর আল্লাহ্ তায়ালা শক্তি নিহিত রেখেছেন-এর ভেতর হয়ে আল্লাহ তায়ালা আসবেন। এটাই হচ্ছে هَلْ يَنْظُرُوْنَ الاية এর অর্থ। কোন কোন তাবীলকারী বলেন, আল্লাহ্ তায়ালাই মেঘ এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় নিয়ে যান, যা দৃশ্যত দেখা যায়।

কোন কোন তাফসীরকারী বলেন, هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ এর অর্থ হচ্ছে তারা কি শুধু আল্লাহ্র নির্দেশ তাদের নিকট আসার অপেক্ষায় আছে। যেমন বলা হয় قد خشينا ان ياتينا بنوامية অর্থাৎ আমাদের ভয় হয় কখন বনু উমাইয়ার নির্দেশ এসে যাবে। অন্যান্যরা এ আয়াতের অর্থ বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ হতে কখন সওয়াব, হিসাব এবং আযাব আসছে, সেই অপেক্ষায় আছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে কিয়ামতের দিন একই জায়গায় সত্তর বৎসর মেয়াদকাল পর্যন্ত অপেক্ষমান অবস্থায় রাখবেন, তিনি তোমাদের দিকে তাকাবেন না, তোমাদের বিচার কার্যও সমাধা করবেন না। বরং তোমাদেরকে অবরোধের

মত করে রাখবেন। তোমরা কাঁদতে থাকবে শেষ পর্যন্ত চোখের পানি শুকিয়ে যাবে, এরপর চোখ থেকে রক্ত বের হবে। তোমরা চিৎকার করবে। অতঃপর বলবে, আমাদের জন্যে কে আমাদের রবের কাছে সুপরিশ করবে? যেন আমাদের ফয়সালা হয়ে যায়। এরপর তারাই আবার বলবে, তোমাদের পিতা আদম হতে এ বিষয়ে কে বেশী হকদার? যাকে আল্লাহ্ তায়ালা মাটি হতে নিজ হাতে বানিয়েছেন, যার রূহে ফুঁক দিয়েছেন, যাকে কথা শিখিয়েছেন। তার কাছে সুপারিশ চাওয়া হবে কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানাবেন। এ ভাবে প্রত্যেক নবীর কাছে একের পর এক যাবে। যে নবীর কাছেই যাবেন, তিনিই শাফআয়ত করতে অস্বীকার করবেন। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন- অবশেষে তারা আমার কাছে আসবে। তারা যখন আমার কাছে আসবে, আমি তখন বের হয়ে فحص এর কাছে আসব। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূসুল্লাহ্ (সা.)! ماالفحص ফহস কী? রাসূল (সা.) বলেন, আরশের সম্মুখ ভাগকে ফহস বলা হয়। আল্লাহর রাসূল বলেন, সেখানে আমি সিজদায় পতিত হব আমি সিজদা রত থাকব, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা একজন ফিরিশতা পাঠাবেন। তিনি এসে আমার বাহু ধরে আমাকে উঠাবেন। তারপর আল্লাহ্ আমাকে বলবেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি বলব জ্বি হ্যাঁ!- আল্লাহ্ জানেন তবুও জিজ্ঞেস করবেন আপনার কী হয়েছে? আমি বলব হে রব! আপনি আমাকে শাফআতের ওয়াদা দিয়েছিলেন। আপনার মখলুকাতের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দিন এবং তাদের বিচার কার্য সমাধা করুন। আল্লাহ বলবেন, আমি আপনার সুপারিশ গ্রহণ করলাম। আমি আসছি তোমাদের ফয়সালা করে দেব। রাসূল (সা.) বলেন, অতঃপর আমি ফিরে আসব, মানুষের সাথে অবস্থান করব এবং আমরা আসমান হতে উঁচু আওয়াজ শুনতে পাব। এরপর পৃথিবীর আসমানের অধিবাসীরা অবতরণ করবে তারা যমীনের সকল মানুষ ও জীনের সংখ্যার দিগুণ হবেন। যখন তারা পৃথিবীর সন্নিকটে আসবে তখন তাদের নূরে যমীন আলোকিত হবে। তারা সারিবদ্ধ হবে। আমি তাদেরকে বলব- তোমাদের মাছে কি আমাদের পরওয়ার দেগার আছেন? তারা বলবে 'না তিনি আসছেন'। অতঃপর তৃতীয় আসমানের বাসিন্দা ফিরিশতা অবতরণ করবেন। তারা প্রথম আসমানের ফিরিশতা ও যমীনের জিন আর ইনসানের দিগুণ হবেন। তারা যমীনের কাছাকাছি আসলে তাদের নূরে যমীন আলোকিত হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পর সারিবদ্ধ হতে থাকবেন। আমরা তাদেরকে বলব তোমাদের মধ্যে কি আমাদের রব আছেন? তারা বলবে না, তিনি আসছেন। অতঃপর আসমানের অধিবাসীরা অবতরণ করবে যারা পূর্ববর্তীদের চেয়ে সংখ্যায় দিগুণ হবেন। শেষ পর্যন্ত জব্বার (আল্লাহ্ তায়ালা) মেঘপুঞ্জের ছায়াতলে অবতরণ করবেন এবং ফিরিশতাগণও অবতরণ করবেন। তাদের তাসবীহের আওয়াজ শোনা যাবে। ফিরিশতারা বলতে থাকবে-

سبحان ذي الملك والملكوت سبحان رب العرش ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس سبحان ربنا الا علي سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه ابدا ابدا

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা অবতরণ করবেন। সেদিন আটজন ফিরিশতা আরশ

Scanned with CamScanner

উঠাবেন অথচ বর্তমানে তা ৪ জন ফিরিশতা বহন করছেন। তাঁদের পা গুলো নিম্নতম জমীনের উপর থাকবে। আকাশগুলো তাদের কোমর বরাবর এবং আরশ থাকবে তাদের কাঁধে। আল্লাহ যমীনের যেখানে ইচ্ছে করেন, সেখানে আরশ রাখবেন।

তারপর আহবান করবেন আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জীব তাই শুনবেন। আল্লাহ বলবেন, হে জ্বীন ও ইনসানগণ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করার দিন থেকে আজ পর্যন্ত চুপ ছিলাম। আজ আমি তোমাদেরকে কথা শুনাব, তোমাদের কার্যাবলী দেখাব। আজ তোমরা সকলেই নিশ্চুপ থাকবে। এটি হচ্ছে তোমাদের আমলনামা। এক্ষুনি তা তোমাদের সম্মুখে পাঠ করা হবে। যাদের ভাল আমল থাকবে তাঁরা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যাদের আমল খারাপ হবে তারা নিজেকে ধিক্কার দেবে!

তারপর আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর সৃষ্টিজীব জীন, ইনসান এবং জীব-জন্তুর মধ্য ফায়সালা করবেন এমনকি শিং ওয়ালা প্রাণীর কাছ থেকে শিং বিহীন প্রাণীর প্রতিশোধ নেয়া হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (আ.) হতে রিওয়ায়াত করেন- যালিমের পক্ষ হতে মযলুমের হক আদায় করা হবে; এমনকি শিংওয়ালা প্রাণী থেকে শিং বিহীন প্রাণীর কিসাস গহণ করা হবে। আর এভাবে কিয়ামতের দিন শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়াদি আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে।

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا
فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾
كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি! আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

২১২. যারা কুফুরী করে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে, তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তারা তাদের উর্ধ্বে থাকিবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন।

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল এক উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করত। যারা বিশ্বাস করে, তারা যে, বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ وَّمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি বনি ইসরাঈলকে প্রশ্ন করুন, যারা আমার আনুগত্য করার আমার প্রতি ফিরে আসার এবং তোমার নবুয়তের সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য সেই সময়ের অপেক্ষা করছে, যখন আমি ও আমার ফিরিশতাগণ মেঘমালার মধ্য দিয়ে অবতরণ করব।

হযরত রবী' হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার বাণী سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ সম্পর্কে বলেন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ দিয়েছেন। যেমন হযরত মূসার লাঠি এবং তার উজ্জ্বল হাত, সমুদ্রের মাঝখানে তাদেরকে রাস্তা করে দেয়া, তাদের দুশমনকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া, যা তারা প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করছিল এবং তাদের উপর মেঘের ছায়া, তাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করা। এ সব কিছুই আল্লাহ্ তায়ালার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে কতেক নিদর্শন, যা আল্লাহ বনি ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তা সত্বেও তারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে, আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করে, রাসূলদেরকে হত্যা করে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
আল্লাহর নিয়ামত হচ্ছে ইসলাম, যে দ্বীনের অনুসরণ ফরয করা হয়েছে। অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ অর্থ যারা আল্লাহর নিয়ামত ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা যে ওয়াদা নিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে। যারা ইসলাম অনুযায়ী আমল করা এবং ইসলাম কবুল করাকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে, হে তাওরাতে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাওরাতকে বিশ্বাস করে সকলে ইসলামে দীক্ষিত হও। কুফরী ছেড়ে দাও এবং শয়তানের গোমরাহী পথ ছেড়ে দাও। কারণ তোমাদের কাছে তো মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাপারে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল রয়েছে। তার হাতে তোমাদের জন্য যে সব দলীল প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণে তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন কর না। পরিবর্তন কর না যা কিছু তোমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত কিতাব হতে পেয়েছ যে, তিনি আমার নবী ও রাসূল (সা.)। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এর পরিবর্তন করবে তার জন্যে রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

কাফিরদের কাছে অস্থায়ী দুনিয়ার জীবন পছন্দনীয়। তাই সাজ-গোজ বেশী করে এবং সম্পদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করে এবং সম্পদের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও মাতব্বরী কামনা করে। তারা আপনার অনুসরণ থেকে দূরে থাকাটা গৌরবজনক মনে করে। হে মুহাম্মদ (সা.)! তারা আপনার সত্যতা সম্পর্কে যা আমার পক্ষ হতে পেয়েছে তা অস্বীকার করে এবং আপনার অনুসরণ করেনা বরং ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ- যারা আপনার অনুসরণ-অনুকরণ করছে, যারা আমার কথা অনুযায়ী আমল করছে, যারা আমার আনুগত্য প্রকাশ করে, দুনিয়ার স্বাদ এবং কাম প্রত্যাখ্যান করে, আপনার-অনুসরণ করে, আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, ফরায়িয আদায় করে এবং নাফরমানী হতে বেঁচে থাকে- তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। কিন্তু তারা কিয়ামতের দিন কাফিরদের চেয়ে উচ্চ স্তরে থাকবে। যেহেতু তারা মুত্তাকী হওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফিররা দুযখে যাবে।

হযরত ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- কাফির লোক দুনিয়া তালাশ করে এবং দুনিয়ার সম্পদ কামনা করে এবং যারা ঈমানদার, যাদের অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত- তাঁদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেন, আমার ধারনা ইকরামা (রা.) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন- তারা বলত, যদি মুহাম্মদ (সা.) নবী হতেন- যেমনিভাবে তিনি বলেছেন- তাহলে অবশ্যই আমাদের নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য লোক তাঁর অনুসরণ করত। অথচ আল্লাহর কসম। দেখা যাচ্ছে একমাত্র অভাবী লোক ছাড়া আর কেউ তার অনুসরণ করছেনা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) অনুরূপ বর্ণনা

করেন।

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যে কাফিরদের উপরের স্তরে হবে তা হল জান্নাত। وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ আল্লাত তায়ালা কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদেরকে নিয়ামত, সম্মান ও অসংখ্য করুনা দান করবেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً

এর মধ্যে امة শব্দের অর্থ এবং الناس দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, যারা হযরত আদম (আ.) এবং নূহ (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে ছিলেন তাদেরকে اُمَّةً وَّاحِدَةً বলা হয়। এ সময়টুকু এক হাজার বৎসর সময়। তখন সকলেই সত্য শরীয়তের উপর ছিল। এরপর তাদের মধ্যে ভিন্নতা প্রদর্শিত হয়- এ ভাবেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। উম্মতের আসল অর্থ হচ্ছে জামাত, যারা একটি দ্বীনের উপর একত্রিত হয়। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, প্রথম নবী হিসেবে যাকে প্রেরণ করা হয়, তিনি হলেন, হযরত নূহ (আ.)। কোন কোন তাবীলকারক বলেন, امة শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে হযরত আদম (আ.)-কে। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য ইমাম ছিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সন্তানদের মধ্যে হতে নবী প্রেরণ করেন। তারা বলেন, উম্মত শব্দের অর্থ আল্লাহর আনুগত্য, তাওহীদের প্রতি আহ্বান ও তাঁর নির্দেশর অনুগমন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا এখানে امة শব্দের অর্থ اماما ইমাম- কল্যাণের ক্ষেত্রে যার পেছনে ইকতেদা করা যায় এবং যার অনুসরণ করা যায়।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, উক্ত আয়াতে اُمَّةً শব্দের অর্থ হল- হযরত আদম (আ.)। তিনি বলেন, আদম (আ.) ও নূহ (আ.) এর মধ্যখানে ১০জন নবীর আগমন হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ্ তায়ালা সংবাদতাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণকরেন। তাদেরকেই এক সাথে নামকরণ করা হয় اُمَّةً وَّاحِدَةً বলে। এখানে একজনকে এক উম্মত বলা হয়েছে। কারণ তাদের মধ্যে ভাল চরিত্রের সমাহার ঘটে, যা সাধারণত জামাতের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই একজনকে একজাতির স্থলাভিষিক্ত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। অপরাপর মুফাসসিরীন বলেন اُمَّةً وَّاحِدَةً মানে যারা একই দ্বীনের উপর পরিচালিত হয়। যেদিন আদমের পিঠ হতে তাঁর সন্তান বের হল, তখন তারা সকলেই আদমের তরীকার উপর ছিল। এ অবস্থাকেই اُمَّةً وَّاحِدَةً বলা হয়েছে। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তারা একক উম্মত ছিল। যখন আদম (আ.)-এর কাছে তাদেরকে পেশ করা হয়। তাদেরকে মুসলমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ইবাদতের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আদম (আ.) এরপর তাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। হযরত উবাই (রা.) আয়াতখানি পড়তেন এভাবে كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللّٰهُ الخ

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ সকল লোকই একই ধর্মের ছিল, কালক্রমে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিল তখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলদেরকে পাঠান এবং কিতাব অবতীর্ণ করেন। এসব তাবীলের মধ্যে সঠিক মত হল- অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা তার সব বান্দাহকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সকল মানুষই এক সময় একই ধর্ম ও মিল্লাতের উপর ছিল।

সুতরাং হতে পারে হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত সব লোক এক জামাত ছিলেন। যেভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কতাদাহ (রা.) হতে রিওয়ায়েত রয়েছে।

অথবা এমনও হতে পারে হযরত আদম (আ.)-এর নিকট সকল সৃষ্টিজীব পেশ করার সময় সকল মানুষ أُمَّةً وَّاحِدَةً ছিল। অথবা- অন্য কোন এক সময় সকল মানুষ একই জাতিভূক্ত ছিল। যখন কুরআন এবং হাদীস দ্বারা তার সঠিক সময়কাল পাওয়া যায়নি। সুতরাং এতটুকু মেনে নেয়াটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, কোন এক সময় সমাজের সকল লোক একটি জামাতে ছিল এবং তখন তারা সত্য দ্বীনের উপর ছিল। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে আম্বিয়া (আ.) এবং রসূল প্রেরণ করা হল। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে একই উম্মতভুক্ত থাকাকালীন সময়ে কোন শাস্তির কথা বলেননি; বরং মতবিরোধ এবং তর্ক-বিতর্কের জন্যই শাস্তি দেওয়া হবে একথা বলা হয়েছে। যেমন- সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে তার মীমাংসা হয়েই যেতো।" (সূরা ইউনুস ঃ ১৯)

যেরূপ তওবা এবং অনুতপ্ত হওয়ার অবস্থায় শাস্তির কথা বলা বা শাস্তি দেওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ শিরক এবং কুফরের অবস্থায় শাস্তির কথা না বলা এবং শাস্তি না দেওয়া ও অসম্ভব।

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

অর্থাৎ সুসংবাদ দেওয়া হয় ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহর অনুগত্য করে। ভয় ও ভীতি প্রদর্শন করা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহর নাফরমানী করে। তাদের কাছে সত্যসহ কিতাব প্রেরণ করেছেন, যেন তারা মানুষের মাঝে ঐসব ব্যাপারে ফয়সালা করে যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

এ কিতাবের মধ্যে অর্থাৎ তওরাতে যা কিছু রয়েছে, তা নিয়ে শুধু তারাই বিভেদ সৃষ্টি করে, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। অথচ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তারা এজন্য বিভেদ সৃষ্টি করে, যেহেতু তাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ রয়েছে। কিন্তু তারা একজন অপর জনের উপর নেতৃত্ব লাভ করার জন্য সত্যকে

মেনে নিতে পারে না। বরং একজন অন্যজনের বিপক্ষে দলীল তালাশ করে। আল্লাহ বলেন- فَهَدَي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন। তারা মতভেদ সৃষ্টি করে নামায নিয়ে। তাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব দিকে মুখ করে নামায আদায় করে এবং অনেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় করে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে কিবলা জানিয়ে দিই। তারা মতভেদ সৃষ্টি করে রোযা নিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখে দিনের বেলায় আবার কেউ রোযা রাখে রাতের বেলায়। রোযা কখন রাখা হবে তাও আমি তাদেরকে জানিয়ে দেই। তারা জুমার দিন নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে। ইহুদিরা বলে শনিবার হল জুমার দিন আর নাসারাগণ বলে রোববার। আমি তাদেরকে বলে দিই কোন দিন জুমাবার। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে। ইহুদিরা বলে ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন। আর নাসারাগণ বলে ইবরাহীম (আ.) নাসারা ছিলেন। আল্লাহ তাকে এ অপবাদ হতে রক্ষা করেন ও পরিস্কার করে বলেন যে, তিনি একনিষ্ট মুসলমান ছিলেন, তিনি মুশরিক ছিলেন না, যেভাবে মুশরিকরা দাবী করে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে। ইহুদিরা বলে, তিনি জারজ ছিলেন এবং নাসারাগণ তাকে রব বলে। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে যা সত্য তা বলে দেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে হিদায়ত দান করেন। যখন বনী ইসরাঈলদের একটি দল মতবিরোধে লিপ্ত হল, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। এ কিতাবে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশে সত্যের প্রতিফলন আর এটা হচ্ছে- দ্বীনে ইব্রাহীম, যিনি ছিলেন সাচ্চা মুসলমান, যার খেতাব ছিল খলিলুর রহমান বা আল্লাহর দোস্ত। এভাবেই তারা হয়ে গেলেন أُمَّةً وَّسَطًا মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জামাত, যারা অন্য উম্মতের সাক্ষী হবেন।

হযরত রবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, মানুষের মধ্যে اِخْتِلَافٌ দেখা দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে রাসূল পাঠিয়ে হিদায়ত করেন। তারা রাসূলগণ যা নিয়ে আস্লেন তা প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করতেন। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতেন না। নামায আদায় করতেন এবং যাকাত আদায় করতেন। বিরোধ পূর্ব অবস্থার ন্যায় আবার সকলে একই জিনিষের এবং একটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারা বিভেদ থেকে দূরে ছিলেন, তারাই অন্যান্য উম্মতের উপর কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবেন। তারা কওমে নূহ, কওমে হুদ, কওমে সালেহ এবং কওমে শুয়াইবের উপর, ফিরাউনের উপর এ ব্যাপারে সাক্ষী হবে যে, তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে দাওয়াতে ইলাহী পৌছায়ে ছিলেন; কিন্তু তারা তাদের রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যা বলছে। بِاِذْنِهٖ শব্দের অর্থ আল্লাহর ইলমের দ্বারা।

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আল্লাহ তার মখলুকাতের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তার হিদায়তের পথ বন্ধ করে দেন। আবার যাকে ইচ্ছে করেন, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। যেই পথ

Scanned with CamScanner

সোজা, যাতে কোন বক্রতা নেই।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ
لَكُمْ ج وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ج وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল এমন কি রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? যেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।

২১৫. লোকে কি ব্যয় করবে, সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল যে, ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা-পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকনি এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত।

২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল যদিও তোমাদের নিকট তা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ ۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۔ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۔

এখানে ام হরফে استفهام এবতেদায়ীয়া যদিও এর সাথে সংযুক্ত অন্য কোন হরফে استفهام নেই অর্থাৎ ام শব্দটি দ্বারা প্রশ্ন করলে তার পূর্বে প্রশ্নবোধক أ দ্বারা একটি বাক্যাংশ উল্লেখ করা হয়, এখানে তা নেই।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হল- তাফসীরকারীরা মনে করেন যে, এ আয়াত খন্দকের দিন নাযিল হয়েছিল। যখন মুমিনগণ সম্মিলিত বাহিনীর ভয়ে কঠোর দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তীব্র ঠান্ডা ও জীবিকা সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে দিন আল্লাহ তায়ালা মুমীনদেরকে খেতাব করে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল আর আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে ছিলাম বাতাস এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখনি।" (সূরা আহযাব ঃ ৯)

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, এ আয়াত আহযাবের দিন অবতীর্ণ হয়। যখন লোকদের মধ্যে হতে কেউ কেউ বলেছিল, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা কোথায়? এ ওয়াদা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত কাতাদাহ আল্লাহর বানী- لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ সম্বন্ধে বলেন, ইহা আহযাবের দিন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন রাসূল (সা.) এবং সাহাবা-ই-কিরাম (রা.)-এর কাছে মুসিবত পৌছেছিল এবং তাঁরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন - وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

আল্লাহর বানী مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ এর অর্থ হল যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অতিবাহিত হয়েছে। এমনভাবে তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট এসেছিল যে, স্বয়ং রাসূল (সা.) এবং তাঁর উম্মতগণ বলেছিলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে কখন সাহায্য আসবে? (আল্লাহ শান্তনা দিয়ে বলেন) জেনে রাখ, আল্লাহর সাহায্য আসন্ন। এখানে وَزُلْزِلُوا বলে শত্রুর ভয় বুঝানো হয়েছে।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۔ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۔ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۔

হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার সাথীগণ আপনাকে জিজ্ঞেস করছে তাদের মাল হতে কোন মাল খরচ করবে? কী সদকা করবে? কাকে দেবে? কোথায় খরচ করবে এবং সদকা করবে? হে মুহম্মদ (সা.) আপনি তাদেরকে বলেদিন, তোমাদের মাল হতে যা খরচ করবে এবং যা সদকা করবে, তা খরচ কর এবং সদকা কর তোমার মাতা-পিতার জন্য তোমার আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতাহীন শিশুদের

Scanned with CamScanner

জন্য, মিসকীনদের (অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে) এবং মুসাফিরদের জন্য। তোমরা যেসব ভাল কাজ কর এবং তাদের প্রতি যে আচরণ কর সব আল্লাহ জানেন।

হযরত সুদ্দী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, যখন يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ এ আয়াত নাযিল হয়, তখন যাকাত ফরয হয়নি। তখন ছিল খোর-পোষ, প্রদান আর সদকা করা। যাকাতের আয়াত এ আয়াতকে মনসুখ করে।

হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেন, মুমীনগণ রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তাদের মাল কোথায় খরচ করবে? তখন আল্লাহ তায়ালা- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ আয়াত নাযিল করেন।

এখানে نفقة শব্দ দিয়ে تطوع অর্থাৎ নফল সদকা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তা যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের অপছন্দ। আহলে ইলম এর মধ্যে জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এখানে সাহাবা-ই-কিরামকেই বিশেষ করে বলা হয়েছে, অন্যদেরকে নয়।

হযরত ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত আতা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ এ আয়াতের মাধ্যমে জিহাদ কি সকল মানুষের উপর ওয়াজিব? তিনি বলেন, 'না' সে সময় যারা ছিল তাদের উপর ফরজ ছিল। কেউ কেউ বলেন, জিহাদ প্রত্যেকের উপর ফরয ছিল। তবে একজনও যদি জিহাদে শরীক হয়, তা হলে সকলের পক্ষ হতে তা পূরণ হয়ে যাবে। অন্যরাও দায়িত্ব মুক্ত হবে। যেমন- জানাযার নামাযে একজন হাজির হলে বাকী মুসলমানদেরও ফরয আদায় হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির গোসল ও দাফন সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। এভাবেই বেশির ভাগ উলামায়ে কিরামের মত এটাই এবং আমাদের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক, এটার উপর ইজমা সংগঠিত হওয়ার কারণে। তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার বানী- فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى দ্বারা ও ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ এখানে আল্লাহ জিহাদে অংশগ্রহণ কারীদেরকে মর্যাদাবান করেছেন ঐ সব লোকদের উপর, যারা অংশগ্রহণ করেনি। অথচ মুজাহিদ এবং ঘরে অবস্থানকারী সকলকেই حسنى তথা বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যদি যুদ্ধ ত্যাগ করে ঘরে অবস্থানকারীগণ ফরয ত্যাগকারী হতেন, তাহলে তারা অপরাধী হতেন, বেহেশতের প্রতিশ্রুতি পেতেন না। অপরাপর তাফসীরকাকদের মতে- যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সকলের উপর জিহাদ ফরয।

وهو ذو كره لكم এর অর্থ وهو كره لكم ইঙ্গিত থাকার কারণে ذو এর উল্লেখ করেননি। كره এর উপর পেশ দিয়ে পড়লে তা ইসম হবে এবং যবর দিয়ে পড়লে মসদর হবে।

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا অর্থাৎ তোমরা জিহাদ অপছন্দ করনা, কারণ হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করছ তাতেই তোমাদের কল্যান নিহিত আছে। আর তোমরা জিহাদ ছেড়ে দেয়াকে পছন্দ করনা। কারণ তাতে তোমাদের অকল্যান থাকতেও পারে।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে গনিমতের মাল, বিজয়, শাহাদত এবং বসে থাকার মাধ্যমে না তোমরা মুশরিকের উপর বিজয়ী হচ্ছ, না শাহাদত লাভ করছ, আর না অন্য কিছু পাচ্ছ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর পিছনে আরোহী ছিলাম। রাসূল (সা.) আমাকে বলেন, হে ইবনে আব্বাস (রা.) যতদূর সম্ভব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কর যদি ও তা তোমার প্রবৃত্তির উল্টো হয়। এটাই আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ কুরআনে প্রকাশ পেয়েছে। আমি বললাম কোথায় ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)? আমিতো কুরআন পড়ে নিয়েছি। রাসূল (সা.) বললেন, وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ- এ আয়াতের মধ্যে।

আল্লাহ তায়ালাই জানেন তোমাদের কল্যাণ কোথায় নিহিত রয়েছে। আর তোমরা যা অপছন্দ করছ তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক আর যা পছন্দ করছ তা তোমাদের জন্য অমঙ্গলজনক হতে পারে। যেমন তোমাদের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করা যে ফরয করা হয়েছে, তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, যদি ও তা তোমাদের অপছন্দ। যুদ্ধ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, অথচ যা দেখলে তোমরা নাক ছিটকাও তাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সম্ভবতঃ যে জিনিষ তোমাদের পছন্দনীয়, তা তোমাদের জন্য অমঙ্গলজনক। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۭ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۭ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۭ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۭ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ

Scanned with CamScanner

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ
كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ
وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۭ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ
وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ
تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ
وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে; বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরিয়ে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। তারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।

২১৮. যারা ঈমান আনে এবং যারা হিযরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ পরম দয়ালু।

২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে, যা উদ্বৃত্ত।' এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান

তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বল তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে বিনষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা কররে এবিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রবল পরাক্রন্ত, প্রজ্ঞাময়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۭ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

হে মুহম্মদ (সা.)! আপনার সাথীগণ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সম্মানিত মাস বলতে রজব মাসকে বুঝানো হয়েছে আর صـــد অর্থ আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা দেয়া এবং প্রতিহত করা। وكـــفـــر অর্থ আল্লাহর সাথে কুফর করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল এ রকম - وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام واخراج اهل المسجد الحرام اكبر عند الله আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার চেয়ে কুফরী করা বড়। আল্লাহর বানী اكبر عند الله এবং اخراج اهله এসব عطف হয়েছে الصد এর উপর; অতঃপর فتنة মুবতাদা এর خبر হয়েছে। الفتنة اكبر অর্থ الشرك اكبر এ ব্যাপারে সকল তাবীল কারক একমত। ইবনে হাদরামীর হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আমাদেরকে ইবনে সালামা ফদল বলেন, তিনি হযরত ইবনে ইসহাক হতে রিওয়ায়েত করেন। তিনি বলেন- আমাকে যুহরী ইয়াজীদ বিন রুমান বর্ণনা করেন, তারা উরওয়া বিন যুবাইর হতে রিওয়ায়েত করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আবদুল্লাহ বিন জহশকে প্রথম বদরের পূর্বে রজব মাসে মক্কায় পাঠালেন। তার সাথে আট গোত্রের ৮ জন মুহাজিরকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে কোন আনসার ছিলেন না। রাসূল (সা.) তার কাছে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। তাকে আদেশ করেছিলেন, দু'দিন পথ হাটার পূর্বে যেন না খুলেন। দুদিন পর যেন তা খুলে চিঠির মর্মানুযায়ী আমল করেন। আবদুল্লাহ জহশ-এর সাথে ছিলেন মুহাজেরীনদের মধ্যে বনি আবদুস শামস গোত্রের আবু হুজাইফা বিন রবিয়া। বনি উমাইয়া গোত্রের ইবনে আব্দুস শামস, আব্দুল্লাহ বিন জহশ বিন রিয়াব। তিনি ছিলেন গোত্রের আমীর এবং উক্কাশা বিন মহদর বিন হিরসান ছিলেন বনি আসদ বিন হযীমা গোত্রের একজন। বনি নওফল বিন আবদ মনাফ হতে উতবা বিন আজওয়ান, তিনি ছিলেন তাদের খলিফা। বনি যুহরা বিন কিলাব হতে ছিলেন সা'দ বিন আবু ওককাস। বনি আদি বিন কাব গোত্র থেকে ছিলেন আমির বিন রবীআ' আরও ছিলেন আওকদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে মানাত বিন উয়াইম বিন সালাবা বিন ইয়াববু বিন হনাযালা, বনু সা'দ লাইস গোত্রের প্রতিনিধি ছিলেন খালেদ বিন বুকাইর এবং হারিস বিন ফিহির গোত্রের মধ্য হতে ছিলেন সুহাইল বিন বায়দ্বা।

Scanned with CamScanner

অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জহশ দুদিন চলতে থাকেন এবং দু'দিন পরে চিঠি খোলেন। তিনি দেখলেন চিঠিতে লেখা আছে - তুমি যখন আমার চিঠিখানা পড়বে, তুমি চলতে থাকবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখালা নামক স্থানে অবতরণ করবে। সেখানে কুরাইশদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাদেরকে অবহিত করবে। এ ঘটনা আমি বিস্তারিতভাবে منتخب السير নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। মোটকথা, কুরাইশ যখন ব্যবসার মাল নিয়ে সেই জায়গায় পৌছল, তখন আওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ তমীমী আমর বিন হাদরমীকে তীর মেরে হত্যা করেছিলেন এবং উসমান বিন আবদুল্লাহ এবং হাকাম বিন কায়সানকে বন্দী করেছিলেন। নওফল বিন আবদুল্লাহ এবং কাফিলার অন্যরা পলায়ন করল। যখন আবদুল্লাহ বিন জহশ এর হাতে মালে গনিমত আসল, তখন তা হতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাসূল (সা.)-এর জন্যে পৃথক করে (এর আগে ১/৫ অংশ নির্দিষ্ট ছিল না) বাকী অংশ নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যখন আবদুল্লাহ বিন জহশ মদীনায় পৌছলেন সম্মানিত মাসে সংগঠিত যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের একভাগ রাসূল (সাঃ)-কে দিলেন। রাসূল (সা.) خمس গ্রহণ না করে ওহীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ আয়াত নাযিল হল। এখানে الفتنة শব্দ দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

দিহাক বিন মাযাহিম আল্লাহর বানী يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ সম্বন্ধে বলেন, সাহবায়ে রাসূল (সা.) সম্মানিত মাসে ইবনে হাদরামীকে হত্যা করেছিলেন। এ ব্যাপার নিয়ে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিতে লাগল। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় চলার পথে বাধা দেয়া, আল্লাহর সাথে কুফর করা, মসজিদে হারামের আহালকে মসজিদে হারাম হতে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত আল্লাহ তায়ালার বানী - وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً এবং اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে।

হযরত আতা বিন মাইসারা বলেন, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা হালাল করা হয়েছিল সূরা বরাতের আল্লাহ তায়ালার বাণী فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً দ্বারা তিনি আরও বলেন সূরা বরাতের এ আয়াত হচ্ছে, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ আয়াতের নাসিখ।

রাসূল (সা.) হুনাইনে হাওয়াযিন গোত্রের সাথে এবং তায়িফে সকীফ গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আবু আমরকে আওতাসে পাঠিয়েছিলেন যেন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেন। এগুলো ছিল নিষিদ্ধ মাসে। ইহা ছিল শাওয়াল ও যিলকদ মাসের একাংশে, যা হল নিষিদ্ধ মাস। এ থেকে জানা গেল যে, যদি ঐ মাসে যুদ্ধ হারাম বা গোনাহর কাজ হত, তাহলে মহানবী (সা.) এসব কাজ হতে দূরে থাকতেন।

দ্বিতীয়ত ঃ কথা হচ্ছে-সকল আহলে ইলম অবগত আছেন যে, রাসূল (সা.)

বায়আতুর রিদওয়ানে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য জিলকদ মাসের প্রথম দিকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, কেননা রাসূল (সা.) সেই দিন সাহবায়ে কিরাম (রা.)-কে আহবান করেছিলেন যখন খবর পৌঁছেছিল হযরত উসমান বিন আফফানকে মুশরিকরা হত্যা করেছে। উল্লেখ্য তাকে চিঠি দিয়ে মুশরিকদের নিকট পাঠানো হয়েছিল।

সে সময় রাসূল (সা.) বদলা নেয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উসমান (রা.) চিঠি নিয়ে ফিরে আসলেন। নবী করীম (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হল এবং এ কারণে সে বৎসর যুদ্ধ হয়নি। তখন ছিল জিলকদ্ মাস। তা ছিল সম্মানিত মাসের এক মাস। এর দ্বারা স্পষ্ট হল যে এ আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে।

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

আর এ মুশরিকরা সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখবে। যেন তোমাদেরকে ধর্ম হতে ফিরাতে পারে। তাই তারা যখনই সুযোগ পাবে, তখনই তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধাবে।

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা.) বলেন, তারা এ শয়তানী কাজে সর্বদা লিপ্ত আছে। অর্থাৎ মুশরিক আর কাফিররা সর্বক্ষণ মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া বাধাত, যেন তারা তাদের দ্বীন হতে ফিরে যায় অর্থাৎ মুরতাদ হওয়ার জন্যে তারা সর্বদা মুসলমানদের সাথে ঝগড়া করত। কাফেররা হিজরতের আগে যখনই সুযোগ পেত মুসলমানদের সাথে ঝগড়া করত।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ এ আয়াতে কুফফারে কুরাইশ এর কথা বলা হয়েছে।

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থাৎ যারা তাদের দ্বীন হতে ফিরে গেছে এবং সেই অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা দুযখের অধিবাসী। সর্বদা তারা দুযখে থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অবশ্যই যে লোক বিশ্বাস করে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং রাসূল এর মাধ্যমে যা কিছু প্রেরণ করা হয়েছে তাতে।

والذين هاجروا আর যারা ছেড়ে দেয় মুশরিকদের বাসস্থান এবং তাদের প্রতিবেশীত্ব এবং তাদের থেকে ফিরে যায় অর্থাৎ নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যায়

Scanned with CamScanner

অন্য দেশে। হিজরত শব্দের অর্থ হল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা।

مهاجرة শব্দটি باب مفاعلة হতে এসেছে, যার বৈশিষ্ট্য হল مشاركة বা পরস্পর অংশীদার হওয়া। অর্থ হলো একজন অন্যজনকে ছেড়ে দেওয়া।

অতঃপর এশব্দ ব্যবহৃত হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুর বেলায়, যা কেউ অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে ছেড়ে দেয়। রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণকে মুহাজির বলার কারণ তারা মুশরিকদের সাথে অবস্থান করাকে অপছন্দ করে নিজ-নিজ ঘর-বাড়ী ও বাসস্থানসমূহ পরিত্যাগ করেছেন। وجاهدوا অর্থাৎ হত্যা করে এবং যুদ্ধ করে। مجاهدة শব্দটি جهد হতে উদ্ধৃত। অর্থ চেষ্টা করা। যেমন- বলা হয়ে থাকে- جهد فلان فلانا على كذا যখন কেউ কারো জন্য কোন কারণে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে। যখন একষ্ট স্বীকারের কাজটি উভয় পক্ষ হতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকেই একজন অপরজনের জন্য কঠোর কষ্ট স্বীকার করে তখন বাবে مفاعلة হতে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়- فلان يجاهد فلانا আর سَبِيلِ اللّٰهِ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা। তাহলে- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এর অর্থ হবে যারা মুশরিক বাদশাহকে ছেড়ে চলে যায় তাদের দ্বীনের উপর ফিতনা সৃষ্টির আশংকায় এবং যুদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। আল্লাহ তাদের কাজে সন্তুষ্ট হন।

أُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তারা কামনা করে আল্লাহর রহমত। আল্লাহ তাদেরকে দয়া করেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঘিরে রাখে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করে তাদের গুনাহ লুকিয়ে রাখেন এবং আল্লাহর রহমত দ্বারা তাদেরকে মর্যাদাবান করেন।

হযরত আবূ জাফর (রা.) মুত্তাসিল সনদে হযরত আবু লাইলা হতে রিওয়ায়ত করেন- প্রথম দিকে যখন কোন পুরুষ ইফতার করে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন আর তার স্ত্রীর কাছে আসতে পারত না অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ ছিল না এবং ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর খাবার খেতে পারত না। এমনি একদিন হযরত উমর বিন আল-খাত্তাব তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তার স্ত্রী বললেন, আমি তো ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। হযরত উমর (রা.) মনে করলেন, তিনি আযুহাত স্বরূপ তা বলছেন, সুতরাং তিনি তার সাথে সহবাস করে নিলেন। এমনিভাবে এক আনসারী সাহাবী খাবার খেতে চাইলেন। তারা বললেন, আপনি ঘুমিয়ে গেছেন, তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, আনসারী ঐ লোকের নাম সুরমা বিন মালিক (রা.)।

আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ যখন রোযা রাখত এবং ঘুমিয়ে পড়ত, তখন পরের দিন আসা পর্যন্ত আর কেউ কিছু খেতে পারতনা। আনসারদের মধ্য হতে একজন লোক সারা দিন ক্ষেতে কাজ করে বাড়ীতে ফিরে আসলেন। ক্লান্তিতে তিনি ঘুমের নেশায় অস্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, পরের দিন ভোরে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"তোমরা খাও এবং পান কর, যে পর্যন্ত তোমাদের নিকট কাল রেখা হতে সাদা রেখার আভা প্রকাশ না হয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মুসলমানদের জন্য রোযার মাসে ইশার নামাযের পর স্ত্রী সহবাস এবং খাওয়া-দাওয়া হারাম হয়ে যেত। এ অবস্থায় এক সময়ে মুসলমানদের অনেকেই রামাদ্বান শরীফে ইশার পর খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। এদের মধ্যে হযরত উমর (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা সকলেই মহানবী (সা.)-এর খিদমতে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ আয়াতে তাদের জন্য সহবাস, পানাহার হালাল করা হল, ভোরের শুভ্র আভা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত।

হযরত আদী বিন হাতিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সা.)-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহর বাণী وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ সম্পর্কে আপনার কী মত? তিনি বলেন- তা হচ্ছে দিনের শুভ্র আভা এবং রাত্রির অন্ধকার।

হযরত সহল বিন সাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রথমত ঃ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। শব্দটি অবতীর্ণ হয়নি। তখন মানুষ রোযার সময় একটি কাল সুতা এবং সাদা সুতা পায়ে বেধে রাখত এবং যতক্ষণ কালো সুতা থেকে সাদা সুতা পৃথক করা না যেত, ততক্ষণ পানাহার করত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা مِنَ الْفَجْرِ শব্দ নাযিল করেন, তখন তারা জেনে নিল এটা রাত এবং দিনের রেখা।

হযরত সামুরা বিন জুনদুব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদেরকে বিলাল (রা.) এর আযান এবং সুবহে কাযিবের পর সাহরী খেতে নিষেধ করা হয়নি। শুধু সুবহে সাদিকের শুভ্র আভা আসমানের কিনারায় উদিত হলে তোমরা পানাহার বন্ধ করবে। অন্য একদল বলেন- اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ শব্দের অর্থ সূর্যের রশ্মি আর اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدِ অর্থ রাতের অন্ধকার।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

যখন রাত আগমন করবে, দিন চলে যাবে এবং সূর্য ডুবে যাবে- তখন রোযাদার ইফতার করবে। অর্থাৎ এমন সময় ইফতার করবে যেন রাত আর দিন মিলে না যায়।

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ

তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায়। কারণ সে সময়টুকু তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার জন্য আবদ্ধ করেছ। العكوف এর আসল হচ্ছে ঐ জায়গা, যেখানে কোন কাজে জন্য

Scanned with CamScanner

নিজকে আবদ্ধ করা হয়।
হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ সম্পর্কে বলেন, এখানে المباشرة অর্থ সহবাস বা সহবাস সংক্রান্ত অন্য কিছু। সব কাজই রোযা অবস্থায় হারাম।
তিনি আরো বলেন- المباشرة সহবাস ছাড়াও চামড়ার সাথে চামড়া মিশে যাওয়া অর্থে ব্যবহার হয়। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- উপরোক্ত বক্তব্যদ্বয়ের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সঠিক হচ্ছে ঐ বক্তব্য যিনি বলেছেন مباشرة অর্থ সহবাস বা সহবাসের স্থালাভিষিক্ত এমন কাজ করা যা দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।
হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে এরূপ কার্য প্রকাশিত আছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর মাথা আঁছড়িয়ে দিতেন।
যখন হাদীস দ্বারা তা প্রমানিত হল তখন বুঝা গেল, এখানে مباشرة দ্বারা সহবাস অর্থ নেয়া হয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.) ই'তেকাফ অবস্থায় মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় তার মাথা মুবারক হুজরা মোবারকে বাড়িয়ে দিতেন, আর আমি তা চিরুনী করে দিতাম। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে আয়িশা (রা.) বলেন- আমি হায়িযের অবস্থায় তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম এবং চিরুনী করে দিতাম।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান। অর্থাৎ এসব কিছুই যা বর্ণনা করা হল, যেমন কোন অসুবিধা না হলে রোযার মাসে দিনের বেলায় পানাহার, স্ত্রী সহবাস মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস না করা।
হযরত দ্বিহাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের মর্মকথা এভাবে বর্ণনা করেন- ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস করা মানে আল্লাহর নাফরমানী করা।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

হে মানবগণ! রোযা সম্পর্কে যেসব ফরায়িজ ওয়াজিব তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছি। এর সময়সীমা, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় কী বিধান, ই'তিকাফ অবস্থায় কী করতে হবে সবকিছু তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি আমার নির্দেশাবলী, হালাল-হারাম, বিধান সমূহ, আদেশ-নিষেধ সমূহ আমার প্রেরিত কিতাবের মাধ্যমে যা আমার রাসূলের উপর অর্পিত হয়েছে তাও বর্ণনা করে দিয়েছি। যাতে করে তোমরা আমার ক্রোধ হতে বাঁচতে পার।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেওনা এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাষন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিওনা।
হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, আয়াতের অর্থ হল তাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বাধে এবং তাদের মধ্যে কে সত্য বলছে তা দু'পক্ষই জানে। এর পরও তারা ঝগড়া করে, যেন অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করতে পারে।
এক বর্ণনায় আছে- তিনি বলেন, এটা হচ্ছে জুয়া খেলা যা তোমরা খেলছ, তা অনায়াসে জাহিলিয়াতের প্রথা।
আয়াতের মর্মাথ হল তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল খেওনা এবং তোমরা কোন মামলা সমাধানের জন্য বিচারকদের নিকট সমর্পণ করনা, মানুষের সম্পত্তির অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। এতে একদল হারাম উপায়ে মানুষের সম্পদ খেয়ে বসবে। অথচ তোমরা এ ব্যাপারে অবগত।

এ আয়াতও হযরত আবদুল্লাহ বিন জহশ এবং তাঁর সাথীদের অনুকুলে অবতীর্ণ হয়।
হযরত জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ আয়াত আবদুল্লাহ্ বিন জহশ, তাঁর সাথীগণ এবং কাফির ইবনে হাদরমী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কিছু সংখ্যক মুসলমানের ধারণা ছিল, যে সফরে কষ্ট থাকে না, দুঃখ থাকেনা- সেই সফরে হয়তঃ সওয়াব পাওয়া যাবে না। তাঁদের এসন্দেহ দূরীকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তায়ালা اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াত নাযিল করেন।
অপরদিকে হযরত উরওয়া বিন যুবাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করে আবদুল্লাহ্ বিন জহশ এবং তাঁর সাথীগণকে চিন্তা মুক্ত করেন। যেহেতু তাঁরা সম্মানিত মাসে কাফির ইবনে হাদরমীকে হত্যা করে খুবই চিন্তিত ছিলেন।
এ আয়াতে করীমা নাযিল হওয়ার পর যখন আবদুল্লাহ বিন জহশ এবং তাঁর সাথীগণ চিন্তামুক্ত হলেন, তখন বিনিময়ের আবেদন করলেন এবং রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ্ (সা.)! আমরা কী গাযী? আমরা কী সওয়াবের আশা করতে পারি যে সওয়াব মুজাহিদীনকে দেওয়া হয়? আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রশান্তির জন্য এবং নিশ্চয়তার জন্যে এ আয়াত নাযিল করেন।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ-

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাথীগণ আপনাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন। মদ হচ্ছে এমন জিনিষ যা বিবেকের উপর পর্দা ঢেলে দেয়, মদ পান করলে বুদ্ধি বা জ্ঞান বলতে কিছুই থাকেনা, বরং তা লোপ পেয়ে যায়। যেমন বলা হয়- خمرت الاناء যখন পাত্রটি ঢেকে ফেলা হয়। আরো বলা হয় خمر الرجل যখন কেউ কিছু ঢেকে দেয়। এমনিভাবে বলা হয়ে থাকে هو في خمار الناس অথবা غمار الناس। এর দ্বারা অর্থ গ্রহণ করা হয়, সে মানুষের আগোচরে প্রবেশ করেছে।

Scanned with CamScanner

ঔষধ বা নেশা জাতীয় যে বস্তু জ্ঞান লোপ করে দেয়, তাকে خـمـــر বলে। خمر একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে মেয়েদের উড়নাকে خمار বলা হয়, কারণ উড়না তাদের মাথাকে ঢেকে দেয় এবং বলা হয়ে থাকে هو يمشي لك الخمر সে আপনার অগোচরে হাটে।

يسر هذا الامر শব্দটি مفعل এর ওজনে এসেছে। যেমন বলা হয়ে থাকে الميسر যখন কোন বিষয় আবশ্যক হয়। ميسـر - ميسير ও يسـر তিনটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সে অর্থটি কোন কিছু আবশ্যক করে দেয়া বুঝায়। এরপর তা জুয়া অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ميســر অর্থ জুয়া। আরবদের ভাষায় জুয়াকে ميسـر বলার কারণ যেহেতু ميسـر শব্দটি এসেছে يسـر শব্দ থেকে, যার অর্থ সহজ। আর জুয়াড়ীর কাছে যেন সবকিছু সহজ। তিনি আরও বলেন, সকল জুয়াই ميســر এর অন্তর্ভূক্ত। এমনকি বাচ্চারা যে বিনিময় নিয়ে খেলা করে, তাও ميســـر এর অন্তর্ভূক্ত। হযরত মুহাম্মদ বিন সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রত্যেক জুয়া খেলা বা বাজি ধরাকে ميســـــر বলা হবে। এমনকি, পাশা খেলা, পালক যা লোকে মাথায় বাঁধে এ সবকিছুই ميســـــر শব্দের অন্তর্ভূক্ত। হযরত মুহাম্মদ (রা.) আরো বলেন, প্রত্যেক খেলা-ধূলা যেখানে বাজি ধরা হয় তা ميسر বলে গণ্য করা হবে। হযরত কাসিম বলেন, এমন সবকিছু যা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে দূরে রাখে তাকে ميســـــر বলা হবে। এমনকি নামায হতেও যে খেলাধূলা মানুষকে দূরে রাখে তাকে ميسر ধরে নেয়া হবে।

قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে মদ এবং জুয়া খেলা সম্পর্কে বলে দিন- এ দুয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে বড় গোনাহ। বড় গোনাহ সম্পর্কে হযরত সুদ্দী বলেন, বড় গোনাহ এজন্যে- যেহেতু মদ পান করার ফলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় ফলে মানুষকে কষ্ট দেয়। জুয়া খেলার পাপ হচ্ছে এতে বাজি ধরা হয় এবং অপর মানুষের উপর অত্যাচার করা হয়। হযরত মুজাহিদ বলেন قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ এ আয়তই প্রথম মদ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ আয়াত সম্পর্কে বলেন, মদের মধ্যে ক্ষতি হল তা পান করার কারণে দ্বীনের ক্ষতি হয়। اثـم كبيـر শব্দের ইহাই উত্তম ব্যাখ্যা। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন- মদপানকারীর বুদ্ধি ও জ্ঞান চলে যায়। মদ পান করলে, পানকারী নেশাগ্রস্ত হয়, এমনকি মদপানকারী আল্লাহ্ তায়ালা থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ। ইহাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার ভাবার্থ। আর خـمـــر এর মধ্যে গোনাহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইহা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে, নামায হতে (এবং অন্যান্য ইবাদত হতে) দূরে রাখে।

জুয়াখেলা দ্বারা জুয়াড়ীদের মধ্যে শত্রুতা, রাগারাগি এসবের সৃষ্টি হয়। যেমন আমাদের পরওয়ারদিগার তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেন اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ

بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ

"শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরন বিশেষ করে নামায হতে দূরে রাখবে।" (সূরা ঃ মায়িদা-৯১)

মদের উপকারিতা হচ্ছে, মদ হারাম হওয়ার আগে মদ বিক্রি করে মূল্য পাওয়া যেত। তা পান করে স্বাদ পাওয়া যায়। আর জুয়ার উপকারিতা হল প্রতিশ্রুত মালের একটি অংশের মালিক হওয়া যায়। যেহেতু এসব কাজ তারা বাজী ধরে করত, কেউ জিতে গেলে প্রত্যেকে বাজিতে উল্লেখিত নিজ নিজ অংশ তাদের মধ্যে ভাগ করে নিত। এ হচ্ছে ميسر এর উপকারিতা।

হযরত মুজাহিদ বলেন- জুয়া হতে উপকার এভাবে হয় যে, তারা বাজি ধরে নির্ধারিত সম্পদ লাভ করে। হযরত সুদ্দী বলেন- মদ আর জুয়ার উপকারিতা হল মদ পান করতে স্বাদ লাগে এবং বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যায়। আর জুয়ার কল্যাণ হল-জুয়াড়ীরা বিভিন্ন ধরনের বাজী ধরে সম্পদ লাভ করে। হযরত মুজাহিদ বলেন, মদ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে হারাম ঘোষণা হওয়ার আগে মঙ্গলজনক ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উদ্ধৃত আয়াত সম্বন্ধে বলেন, মদ পান করলে স্বাদ এবং ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এতে তার চেয়ে বেশী বড় গোনাহ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মদ পান করে এবং জুয়া খেলে যে কল্যাণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ মদপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পরস্পর হামলা চালায় এবং পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। জুয়া বা বাজি ধরাধরি হলে তাতে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সে অন্যের উপর চড়াও হয়। যার ফলে গোনাহ হয়। মদ্ এবং জুয়া সম্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ আয়াতে মদ এবং জুয়ার সাথে اثـــم বা গোনাহ শব্দটি যোগ করা হয়েছে। মদ ও জুয়া গুনাহ হওয়ার অনেকগুলো কারণ নিহিত। আহলে তাবীলদের এক দল বলেন- মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পূর্বে তা পান করার মধ্যে যে কল্যাণ ছিল, মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পর তার পাপ অনেক বেশী। এভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রবি, এবং দিহাক বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا সম্পর্কে আরও বলেন, মদ পান করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার থেকে গোনাহ অনেক বেশী বড়। আমরা এ تـأويل গ্রহণ করেছি তার কারণ হল- হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, উক্ত আয়াত মদ আর জুয়া হারাম হওয়ার আগে নাযিল হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াতে اثـم দ্বারা ঐ গুনাহ বুঝিয়েছেন, যা মদ ও জুয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মদ হারাম হওয়ার পর তা পান করলে যে গুনাহ সংগঠিত হবে তা নয়। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কারণ এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার আগে।

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ

Scanned with CamScanner

হয়-তখন এক কওম মদ আর জুয়াকে ঘৃণা করতে লাগল যেহেতু এর মধ্যে গোনাহ রয়েছে। অপরদিকে অন্য এক কওম মদ পান করতে লাগল, যেহেতু এর মধ্যে উপকারও রয়েছে। শেষ অবধি আল্লাহ তায়ালা- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ নাযিল করেন। তখন তারা নামাযের সময় মদ পান করা ছেড়ে দিল এবং নামায ছাড়া অন্য সময় মদ পান করতে লাগল। এ জন্য আবার আল্লাহ্ তায়ালা إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ আয়াত নাযিল করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, জুয়ার কাছে গেলেও ধ্বংস হবে। হযরত আবু সাওবা আল-মিশরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আবদুল্লাহ বিন উমরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন- মদ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তিনবার আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াত হল يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ الاية এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা সকলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা তো মদ দ্বারা উপকৃত হই এবং তা পান করি, যেমন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)। আমরা নামাজের সময় মদ পান করব না। এ কারণে আবার আল্লাহ্ তায়ালা إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন- মদ হারাম হয়ে গেল।

হযরত আবু জাফর বলেন, আমাকে সুফিয়ান বিন ওকী বলেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইসহাক আল-আযরক বলেন, তিনি হযরত জাকারিয়া হতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি হযরত সাম্মাক হতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি হযরত শাবী হতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হয়। প্রথম আয়াত হল- يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ এ আয়াত নাযিলের পর তারা মদ ছেড়ে দিলেন। এরপর আয়াত নাযিল হল- تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا "তা থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাবার গ্রহণ করে থাক।" (সূরা নহল ঃ ৬৭) তখন আবার মদ পান শুরু করে দিলেন। সর্বশেষ সূরা মায়িদার দু'টি আয়াত নাযিল হয়-

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۔(سورة مائدة۔ ٩٠)

হযরত ইবনে বাশশার বলেন, আমাদেরকে আবদুল ওহাব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আউফ বলেন, তিনি আবু আল-কামুস যায়িদ বিন আলী হতে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা মদ সম্পর্কে তিনবার আয়াত নাযিল করেন। প্রথমবার হচ্ছে يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ এ আয়াত নাযিলেরপর মুসলমানরা মদ পান করতে লাগলেন। একদিন দু'জন লোক মদ পান করলেন, এরপর নামায পড়তে লাগালেন। দু'জনেই পরস্পর বকাবকি করতে লাগলেন এর কোন মর্ম বুঝা যাচ্ছিল না! তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত

নাযিল করেন يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى الاية। তখন তারা নামায ছাড়া অন্য সময় মদ পান করতে লাগলেন। হযরত আবুল কামুস বলেন- একজন লোক মদ পান করে বদর যুদ্ধে নিহত লোকদের স্মরণে কান্না শুরু করে দিলেন। এ খবর রাসূল (সা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চাদর মুবারক টানতে টানতে আসেন, এবং তাঁর হাতে কী একটা ছিল, তা নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন লোকটি বলেন- আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ক্রোধ হতে বাঁচতে চাই। আল্লাহর কসম আমি আর কখনো মদ পান করব না। তখনই আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে মদ হারাম করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رجس الي قوله فهل انتم منتهون۔

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এ আয়াত নাযিলেরপর বলেন, আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম, আমরা তা থেকে বিরত হলাম। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা মদ পান করতে থাকে। এমনকি একদা হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ কয়েকজন সাহাবীকে খাবারের দাওয়াত করেন। তাদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)ও ছিলেন। তিনি কুরআনের قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ আয়াত পাঠ করেন কিন্তু তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। তখনই আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে মদ সম্পর্কে বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা না বুঝ ততক্ষণ নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মদপান হালাল ছিল। তারা ফজরের নামাযের পর মদপান করে যুহর পর্যন্ত থাকতেন। যুহরের নামায আদায় করার সময় তারা সুস্থ থাকতেন। এরপর ইশার নামায পর্যন্ত আর পান করতেন না। ইশার নামাযের পর আবার পান করতেন, এমন কী অর্ধরাত পর্যন্ত, তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন। এ নিয়ম তাদের মধ্যে চলতে থাকে। এমন এক মুহূর্তে হযরত সাদ ইবনে আবু ওক্কাস একটা ভোজের ব্যবস্থা করলেন। এতে মহানবী (সা.)-এর কিছু সাহাবীকে দাওয়াত করলেন। তাদের জন্য উটের মাথা ভূনা করেছিলেন। খাবার শেষে তাদেরকে মদ পরিবেশন করা হল এবং তারা নেশাগ্রস্থ হয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা বার্তা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে সা'দ (রা.) এক আনসারী সাহাবীকে কিছু বলে ফেললেন, এতে আনসারী সাহাবী রাগান্বিত হন। তিনি রাগের চটে উটের চিবুকের হাড় নিয়ে উঠেন এবং হযতর সাদ (রা.)-এর নাকে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

Scanned with CamScanner

তারা আপনাকে প্রশ্ন করে তাদের সম্পদ হতে কোন সম্পদ সদকা হিসেবে খরচ করবে? হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যা তাদের জন্য অতিরিক্ত তা খরচ করার জন্যে। এ খানে العفو শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- العفو শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে পরিবারের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত জিনিষ। হযরত আতাও হযরত সুদ্দী (র.) বলেন- العفو বলে অতিরিক্ত বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন, প্রত্যেক মানুষই জানেন একদিনে তার কতটুকু প্রয়োজন। তা বাদ দিয়ে যা থাকে, তাই عفو বলে গণ্য করা হয়।

হযরত হাসান হতে বর্ণিত তিনি বলেন, عفو অর্থ فضل। আর فضل হচ্ছে অতিরিক্ত মাল। কেউ কেউ বলেন- عفو বলতে। মধ্যম ধরনের সদকাকে বুঝানো হয়েছে যা অপব্যায়ও হবেনা আবার কৃপণতা হতেও মুক্ত। অন্য তাবীলকারীরা বলেন عفو শব্দের অর্থ মধ্যপন্থায় এমন খরচ যাকে অপব্যয় এবং কার্পন্য বলে গণ্য করা হয় না। কেউ বলেন, عفو এর অর্থ হল- ফরয সদকা অর্থাৎ যাকাত।

অতঃপর আহলে ইলম এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন এ আয়াত কি মানসুখ হয়ে গেছে, না বান্দাদের উপর ইহার হুকুম এখনও বাকী আছে? তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকেরা বলেন, যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত দ্বারা তা মানসুখ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র বাণী- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ- সম্পর্কে বলেন, এ বিধান যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যাকাতের আয়াত উক্ত আয়াতকে মানসুখ করেছে।

কেউ কেউ বলেন- এ আয়াতের হুকুম এখনো বাকী আছে, তা মনসুখ হয়নি। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, العفو শব্দ দিয়ে ফরয সদকাকে বুঝানো হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে সঠিক মত হল- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত, যা হযরত আতিয়া (রা.) রিওয়ায়ত করেন। আল্লাহ্ তায়ালা মালের মধ্যে যে হক বা অধিকার ফরয করেছেন তাই عفو এবং এর মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, আয়াতের নাযিলের প্রেক্ষাপট খাস হলেও ইহার হুকুম আ'ম। কারণ এটা হল আল্লাহ তায়ালার দান। নিয়ম হচ্ছে যেই আয়াত দ্বারা কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আয়াত অন্য হুকুমকে বাতিল করা অবশ্যাম্ভাবী নয়, যদিও শেষের আয়াতের হুকুম আগের আয়াতের হুকুমের বিপরীত হয়ে থাকে। আবার এমনও নয় যে, যেই আয়াত পরে নাযিল হয়েছে, তার দ্বারা আগের আয়াতের হুকুম মনসুখ হওয়া আবশ্যক হবে।

অধিকন্তু এটাও কারো জন্যে উচিত নয় যে, বেশী ধার্মিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে এবং নবী করীম (সা.) এর সাথে বেশী আদাব দেখাতে গিয়ে সব কিছু উজাড় করে দেওয়া। কারণ রাসূল (সা.) বলেন তোমাদের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা তোমার নিজের জন্য খরচ কর। এরপর তা তোমার পরিবারের জন্য খরচ

করবে এরপর তোমার সন্তানের প্রয়োজনে খরচ কর এবং এ ভাবে যথাক্রমে খরচ কর। তোমার অতিরিক্ত মাল এভাবে খরচ করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হল অপচয় ও কার্পণ্যের মধ্যবর্তী অবস্থা, এভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় মধ্যম পন্থা।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ- যেভাবে আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি আমার ঘোষণা এবং আমার দলীলাদি আর তা হচ্ছে এ সুরার মধ্যে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ, অতঃপর তোমাদেরকে স্পষ্ট হিদায়াতের পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এভাবে আমি তোমাদের জন্যে আমার সকল বিধান কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছি, যে কিতাব নাযিল করেছি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং দলীলসমূহ তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যেন তোমরা আমার প্রতিজ্ঞা ও শাস্তি সম্পর্কে, আমার সওয়াব এবং আযাব সম্পর্কে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করতে পার। যেন তোমরা আমার আনুগত্যের রাস্তা দ্রুতগতিতে অতিক্রম কর, যার মাধ্যমে তোমরা পরকালে আমার সওয়াবের অধিকারী হবে, আর তোমরা যেন চিরন্তন নিয়ামতের অধিকারী হতে পার অতি সামান্য পার্থিব জগতের নিয়ামতের মুকাবিলায়, যা অতিক্রম করে সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সে দিন আমার শাস্তির এবং আযাবের মুকাবিলায় কারো কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন- এ আয়াতের মূল কথা হচ্ছে দুনিয়ার স্থিরতা নেই এবং তা অস্থায়ী, পক্ষান্তরে আখিরাত হচ্ছে আসন্ন এবং স্থায়ী। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ সম্পর্কে বলেন। তোমরা জানতে পারবে দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতের ফদীলত কত যে বেশী।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى

তারা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কিত প্রশ্ন করছে। হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি বলে দিন। ইয়াতীমদের সংশোধন কল্পে তোমরা যদি তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশ্রিত কর, তা হলে ভাল কথা। তারাও তোমাদের ভাই। আহলে ইলমরা এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ নিয়ে মতবিরোধ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যখন وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ আয়াত নাযিল হয় তখন তারা ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞসে করেন। এর জবাবে আল্লাহ তায়াল নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন- وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তায়ালা وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا এ আয়াত নাযিল করেন, তখন যার কাছে ইয়াতীম ছিল তারা ভয় পেয়ে গেল

Scanned with CamScanner

এবং ইয়াতীমদের খাওয়া-দাওয়া সব পৃথক করে দিল। এ ঘটনা রাসূল (সা.)-কে বলা হল। তখন আল্লাহ তায়ালা يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

অর্থাৎ তোমরা তাদের খাবার, পানের সবকিছু তোমাদের সাথে মিলিয়ে নাও। তখন তারা তাদের খাবারের সাথে ইয়াতিমদের সম্পদ ও মিশিয়ে নিল। অপরাপর তাবীলকারীরা বলেন- আরবদের চরিত্র ছিল তারা ইয়াতীমদের মাল থেকে পরহেজ করত। এ ব্যাপারে ফতওয়া তালাশ করা হলে আল্লাহ্ তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। হযরত সুদ্দী হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- আরবরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করত। এমনকি তারা এক সাথে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করত না। তাদের জন্যে উটে আরোহণ করে চলাফেরা করার ব্যবস্থা করা হতোনা, তাদের জন্য খাদিমের ব্যবস্থা করা হতো না। আরবরা এ ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আসলেন এবং রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বলেন তাদের মালের সংশোধন এবং দেখা-শুনা করার লক্ষ্যে তাদের সাথে মিলে এক সাথে খাওয়া, নিজ আরোহীতে সওয়ার করা, মাল উঠানো, তাদের জন্যে খাদিম ঠিক করা- তা সত্যিই উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যখন তুমি তোমার মালের সাথে ইয়াতীমের মাল মিশ্রিত কর, তখন তুমি সংশোধনের ইচ্ছে কর না অন্যায়ের ইচ্ছে কর- তা তিনি জানেন। জেনে রাখ, তোমরা যদি অন্যায় ভাবে ইয়াতীমের মাল খাও, এর পরিণামে আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছে করলে অবশ্যই তা তোমাদের থেকে বের করে নিতে পারেন। তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য বিধানসমূহ প্রশস্থ ও সহজ করে দেন।

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

কোন কোন তাবীলকারী বলেন উক্ত আয়াতের মূল কথা হচ্ছে- তোমরা যদি অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল খাও, তাহলে জেনে রাখ তা অবশ্যই তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছে করলে ইয়াতীমের মাল খাওয়ার কারনে তোমাদের অনেক ধ্বংসাত্মক মুসীবত আসতে পারে।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার রাজত্বে পরাক্রমশীল এবং বিজ্ঞ। হ্যাঁ ঐ লোকই অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাবে, যে পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২১. মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও নিশ্চয় মুমিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মুগ্ধ করলে মুমি ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২২২. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। বল, উহা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগম বর্জন করবে

Scanned with CamScanner

এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করবে না। অতঃপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সে ভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্য ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর যেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও।

২২৪. তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত রবে- এ শপথের জন্য আল্লাহর নামকে তোমরা অযুহাত করোনা। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

তাফসীরকারীদের মধ্যে এ আয়াতের তাফসীর নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এখানে কি সকল মুশরিকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে না কিছু সংখ্যক মুশরিকা মহিলার উপর হুকুম জারী করা হয়েছে? এব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, সকল প্রকার মুশরিকা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ যে কোন প্রকারের মুশরিকা মহিলা হউক তাকে বিয়ে করা মুসলমানের জন্য হারাম। সে মুশরিকা মহিলা মূর্তি উপাসক হোক, হোক ইহুদী মহিলা, হোক খ্রীষ্টান মহিলা, হউক অগ্নি উপাসক বা অন্য যে কোন ধরনের মুশরিক। পরবর্তীতে আহলে কিতাবকে নিকাহ করার যেই হারাম হুকুম ছিল তা বাতিল হয়ে যায় নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ ـ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ- "তাঁরা আপনাকে জিজেজ্ঞ করবে তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। মুমিন সতী মহিলা ও তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের সতী মহিলা তোমাদের জন্য বিয়ে করা হালাল।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালার বাণী- ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن আয়াত হতে আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে বের করা হয়েছে নিম্নের আয়াত দিয়ে- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ কেউ কেউ বলেন- এ আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হবে পশ্চিমা মুশরিকাদের বেলায়। এ আয়াত হতে সামান্যতম কিছু

মানসুখও হয় নাই এবং ইস্তেসনাও করা হয়নি। কারণ আয়াত আম ও স্পষ্ট, তার তাবিল হচ্ছে খাস।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- এখানে মুশরিকা মহিলা বলে আরবের মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ তাদের কোন কিতাব নেই, যা তারা পাঠ করবে। তিনি আরো বলেন- المشركات বলে এ সকল মুশরিকা মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা আহলে কিতাব নয়। তিনি দলীল হিসেবে উদ্ধৃতি প্রদান করে বলেন- হযরত হুযাইফা (রা.) জনৈক ইহুদী বা নাসরানী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত সাঈদ বিন জুবাইর বলেন- মুশরিকা মহিলা বলে-মূর্তি উপাসক মহিলাকে বুঝানো হয়। অপরাপর তাবীলকারীরা বলেন- এ আয়াতে সকল মুশরিকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে যে প্রকারের মুশরিকই হোক না কেন। অনির্দিষ্টভাবে সবধরণের মুশরিকা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। মূর্তি উপাসক, অগ্নি উপাসক, কিতাবী বলে কোন কথা নেই। এর থেকে কাউকেও বাদ দেয়া যাবে না।

হযরত শহর বিন হাওশাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা.) মুমিনা মুহাজিরা ছাড়া অন্য যে কোন প্রকারের মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ "যে ঈমানের সাথে কুফরী করে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এক ইহুদী মহিলাকে নিকাহ করেছিলেন এবং হুযাইফা ইবনে ইয়ামান এক নাসরানী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ফলে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছিলেন এমনকি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ও চিন্তা করেছিলেন। এতে তারা বলেছিলেন- হে আমীরুল মুমেনীন! আমরা তালাক দিচ্ছি। আপনি আমাদের উপর রাগ করবেন না। হযরত কাতাদাহ বলেন, যদি তালাক দেয়া জায়িয হয় তা হলে অবশ্যই বিয়ে করা জায়িয। এসব বক্তব্যের মধ্যে সর্বোত্তম বক্তব্য হচ্ছে-হযরত কাতাদার বক্তব্য। তিনি আল্লাহ তায়ালার আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতের মূল কথা হচ্ছে যে মহিলা মুশরিকা- আহলে কিতাব নয়, তাকে নিকাহ করবে না। যদিও আয়াত আম, কিন্তু এর ভিতরে কিছু খাস করার অবকাশ রয়েছে। এ আয়াত হতে কিছুই মানসুখ হয়নি, তবে আহলে কিতাবী মহিলারা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বিবাহ করা হালাল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ মুমীনদের জন্য জায়িয আহলে কিতাবের সাধ্বী ও পাক্ মহিলাদেরকে নিকাহ করা, যেমনিভাবে মুমিন মহিলাদেরকে বিয়ে করা জায়িয। যে কোন দুই আয়াত বা হাদীসের মধ্যে একটি যদি স্বভাবগত জ্ঞানের দ্বারা অপরটির হুকুমকে নফী করে, তবে তার একটির উপর রায় প্রদান জায়িয নয়। কারণ একটি

Scanned with CamScanner

অপরটির হুকুমের মনসুখকারী হতে পারেনা, যতক্ষণ অকাট্য কোন খবর দ্বারা দলিল গ্রহন করা না যায়। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে এমন কোন দলিল নেই যে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াত খানি মুশরিকা মহিলাদের বিবাহ করা হারাম সংক্রান্ত আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ এর মুনসুখকারী হবে। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতকে নাসিখ বলা দলীল বিহীন দাবীর নামান্তর। তাকে বলা হয় تحكم বা স্বেচ্ছাচারী রায়।

হ্যাঁ শহর বিন হাওশব হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) হতে দলীল হিসেব যে রিওয়ায়ত উদ্ধৃত করেছেন, যেমন- তালহার এবং হুযাইফার কথা। তাদের স্ত্রী ও কিতাবী ছিলেন তা সত্বেও তাদেরকে পৃথক করা হয়েছে। এর উত্তর হচ্ছে, কুরআন হাদীসে এর বিপক্ষে রিওয়ায়ত থাকায় তা দলীল হতে পারেনা। তাছাড়া হযরত উমর (রা.) হতে এর বিপরীত মর্মবোধক যে হাদীস সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে তা তালহা এবং হুযাইফা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ। আর সেই হাদীস হচ্ছে এই-

আমাকে হযরত মূসা বিন আবদুর রহমান আল মসরুকী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাকে মুহাম্মদ-বিন বশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদেরকে হযরত সুফিয়ান বিন সাইদ বর্ণনা করেন, তিনি ইয়াজীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, মুসলিম পুরুষ নাসরানী মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে কিন্তু কোন নাসরানী পুরুষ মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে না। আর তালহা এবং হুযাইফার নিকাহকে হযরত উমর (রা.) এজন্যে অপছন্দ করেন, হয়তঃ তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য মুসলিমরা ইহুদী এবং নাসরানী মহিলাকে নিকাহ করবে এবং মুসলিম মহিলার প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে, এ আশংকায় তিনি তার তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাদের স্ত্রী পরিত্যাগের নির্দেশ দেন।

অনুরুপ ভাবে হযরত আবু কুরাইব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবনে ইদরীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সলত বিন বাহরাম বর্ণনা করেন, তিনি হযরত শকীক হতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, হযরত হুযাইফা এক ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর নিকট চিঠি লিখেন তার পথ ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি হযরত উমরের কাছে লেখেন, হে উমর! আপনি কি মনে করেন এ মহিলা হারাম। যদি তাই মনে করেন তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে সমস্যা সমাধান করছি। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, না! আমি হারাম মনে করছিনা কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এসব মহিলার কারণে মুমিনা মহিলার প্রতি অন্যায় করা হবে।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, আমরা আহলে কিতাব মহিলাদেরকে নিকাহ করব; কিন্তু কোন আহলে কিতাবী পুরুষ যেন আমাদের মহিলাদেরকে নিকাহ না করে। যদিও এ হাদীসের সনদের মধ্যে কথা রয়েছে, তথাপি এ হাদীসের সঠিকতা সম্পর্কে ইযমা' সংঘটিত হয়েছে।

হযরত আবদুল হামিদ বিন বাহরামের বর্ণনা সম্পর্কে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে- হযরত শহর বিন হাওশাব হতে যে হাদীস রিওয়ায়াত হয়েছে তার মানে হবে- হে মুমীনগণ! তোমরা মুশরিকী কিতাবী নয় এমন মহিলাকে নিকাহ করনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন, তা বিশ্বাস করে।

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ

মুমিনা দাসী অর্থাৎ যে আল্লাহ এবং রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এ রকম দাসী আল্লাহর কাছে স্বাধীন মুশরিকা এবং কাফির মহিলা হতে উত্তম, যদিও কাফির মুশরিকার বংশ মর্যাদা ও জ্ঞান বেশী হয়। যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তারা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হলেও তাদেরকে বিয়ে করতে প্রত্যাশী হবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালার কাছে মুমিনা দাসী তাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ আয়াত নাযিল হয় এ জন্যে যে, একজন লোক একজন দাসী বিয়ে করেছিলেন। পরে তাকে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন মুশরিকা মহিলাকে বিয়ে করতে চান। হযরত সুদ্দী হতে বর্ণিত- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়। তার একজন কালো দাসী ছিল। তিনি একদিন সে দাসীর উপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে চপেটাঘাত করেন। অতঃপর ভীত হয়ে রাসূল (সা.) এর খিদমতে এসে এ দাসী সম্পর্কে বললেন। রাসূল (সা.) তাকে বলেন হে আবদুল্লাহ! মাহিলাটি কেমন? তিনি বলেন- হে রাসূল (সা.)! সে রোযা রাখে, সুন্দর করে নামায আদায় করে, উজু করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল (সা.) বলেন সে হচ্ছে মুমিনা। তখন আবুদল্লাহ বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যভাবে প্রেরণ করেছেন- আমি তাকে আযাদ করে দিব এবং আমি তাকে শাদী করব। এরপর তিনি তা করলেন। এতে মুসলমান লোকেরা তার সমালোচনা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল যে, তিনি দাসী বিয়ে করেছেন। অথচ তারা ইচ্ছে করত মুশরিকা মহিলা বিয়ে করার এবং তাদের প্রতিপত্তির কারনে তাদের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিরুৎসাহ করে আয়াত নাযিল করেন وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

অর্থাৎ যদিও কিতাবী নয়, এমন মুশরিকা মহিলার সৌন্দর্য, স্বীয় গুণাবলী এবং ধন-সম্পদ তোমাদেরকে মোহিত করে, তবুও তোমরা তাদেরকে নিকাহ করো না। মোটকথা আল্লাহ তায়ালা মুমীন মহিলাকে মুশরিক পুরুষের জন্যে হারাম করেছেন। যে কোন ধরনের মুশরিক হোক না কেন তা তোমাদের জন্য হারাম, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনে।

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

Scanned with CamScanner

কেননা তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করছে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে জান্নাতের দিকে আহবান করেন। আর ক্ষমা হচ্ছে আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং হে মুমিনগণ! ঐসব লোক, যারা আহলে শিরক- তারা পুরুষ হোক আর মেয়ে হোক- তোমাদের উপর হারাম- তাদেরকে নিকাহ করা। কারণ তারা তোমাদেরকে এমন কাজ করতে বলবে যা তোমাদের জন্যে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এমন কাজ যা দ্বারা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে কুফর করা হবে। তারা যা বলবে, তা তোমরা করোনা, তোমরা তাদের উপদেশ গ্রহণ করনা। তোমরা তাদেরকে নিকাহ করনা যেন তারা তোমাদের জন্য ধ্বংস বয়ে আনতে না পারে; বরং তোমরা আল্লাহর নির্দেশকেই গ্রহণ কর এবং তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক; কেননা তিনি তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান করছেন অর্থাৎ তার নির্দেশ অনুযায়ী চললে তা তোমাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হবে। তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে তা তোমাদের জন্য জাহান্নাম হতে নাজাত পাওয়ার কারণ হবে। তিনি তোমাদের দোষ ত্রুটি মাফ করে দিবেন। بِاِذْنِهٖ অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাবধান করতঃ যে দিকে আহবান করছেন, তাই তোমাদের চলার পথ, যা তোমাদেরকে তোমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতে পৌছিয়ে দেবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন

وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

এবং তাঁর দলীল সমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাঁর বান্দাহদের জন্যে নাযিল করেছেন। যেন তাঁরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে এবং ভাল- মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। ভাল-মন্দ দুটি জিনিষের মধ্যে একটা হচ্ছে যা তাদেরকে দুযখের দিকে ডাকে, যার মধ্যে তাদের সর্বদা থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে- যা জান্নাতের দিকে ডাকে, গোনাহ মাফ হয়। এখন তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে- এ দু'টোর মধ্যে যেটা ইচ্ছে গ্রহণ করতে পার। যেক্ষেত্রে পার্থক্য করাটা একজন কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্যেও সহজ।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনাকে আপনার সাথীগণ ঋতুকালীন সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। একটি সম্প্রদায় রাসূল (সা.)-কে বলেন আমাদেরকে হায়িয সম্পর্কে বলুন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে তারা হায়িযওয়ালী মেয়েদের সাথে একই ঘরে থাকতনা, তাদের সাথে একই পাত্রে পানাহার করত না। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, মহিলার হায়িযের সময় শুধু সহবাস করবে না এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের সাথে থাকা, খাওয়া, মেলা-মেশা করার মধ্যে কোন বাঁধা নেই। হযরত কাতাদাহ (রা.)

হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ সম্পর্কে বলেন- জাহিলিয়াতের যুগে তারা মহিলাদেরকে ঋতুকালীন সময়ে ঘরে থাকতে দিতনা। একই পাত্রে তাদের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করত না। তখন আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতে বলা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলার হায়েয থাকবে, ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করা হারাম। সহবাস ছাড়া আর যা কিছু আছে, সবই হালাল। ঘরে রাখা, খাওয়া-দাওয়া করা, একই বিছানায় থাকা সবই হালাল, যখনই তারা পৃথক চাদরের নিচে থাকবে।

কেউ কেউ বলেন, রাসূল (সা.)-কে এজন্যে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেহেতু তারা হায়েয কালীন সময়ে শুধু যে পথ দিয়ে রক্ত বের হত সেই জায়গা হতে পরহেজ করত কিন্তু মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করত। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সহবাস থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেন। অতপর হায়িয হতে পবিত্র হওয়ার পর সহবাসের অনুমতি দিলেন কিন্তু পিছনের দিকে তাদের ইচ্ছে পূরণ করাটা সর্বাবস্থায় হারাম করে দিলেন।

হযরত মুজাহিদ বলেন, তারা হায়েয অবস্থায় মহিলা হতে পরহেজ করত কিন্তু পিছনের দিক দিয়ে তারা সহবাস করত। তারা নবী করীম (সা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। অর্থাৎ যৌন দ্বার দিয়ে তোমরা সহবাস কর এবং সীমা লঙ্ঘন কর না। যিনি রাসূল (সা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি হলেন- সাবিত বিন দাহদাহ আল আনসারী (রা.)। হযরত সুদ্দী হতেও এ ভাবে রিওয়ায়ত আছে। হযরত সুদ্দী রিওয়ায়ত করেন, হযরত কাতাদাহ এবং হযরত মুজাহিদ বলেন اَذًى মানে রক্ত!

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ

হায়িয অবস্থায় মহিলাদেরকে সহবাস করা থেকে ও বিয়ে করা হতে বিরত থাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ আয়াতের অর্থ হল তাদের সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকা। হযরত মাসরুক ইবনে আজদা' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.)-কে বলেছিলাম, মহিলারা যখন হায়িযওয়ালী হয় তাদের সাথে পুরুষদের কি কি হালাল? হযরত আয়িশা (রা.) বলেন সহবাস ছাড়া সব কিছু হালাল।

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। হযরত মুজাহিদ রিওয়ায়াত করেন, আয়াতে اَذًى বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তোমরা মেয়েদের হায়িযের সময় সহবাস থেকে বিরত থাক। হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন يَطْهُرْنَ অর্থ যখন রক্ত হতে পবিত্র হবে এবং পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে। হযরত মুজাহিদ বলেন- فَاِذَا تَطَهَّرْنَ বলে বুঝানো হয়েছে যখন তারা গোসল করবে। হযরত ইকরামা এবং হযরত সুফিয়ানও এ রকম রিওয়ায়ত করেন।

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ সন্তান জন্ম দানের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতের জায়গা। তোমাদের যেভাবে ইচ্ছে তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস। حرث এর অর্থ ক্ষেত যাতে ফসল ফলানো হয়েছে। এখানে মহিলাদেরকে حرث বলা হয়েছে কেননা তারা সন্তান উৎপাদনের কারণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন فَأْتُوا حَرْثَكُمْ শব্দের অর্থ সন্তান উৎপাদনকারী। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত- نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ এর অর্থ মহিলারা হচ্ছে শস্য ক্ষেত্র, যেখানে শস্য উৎপাদন করা হয়। فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এর অর্থ সহবাস কর তোমাদের সন্তান উৎপন্ন করার জায়গায়, যেভাবে তোমরা ইচ্ছে কর। এখানে চাষ ক্ষেত্রে গমন বলে ইশারা করা হয়েছে সহবাসের প্রতি। أنى شئتم এর মধ্যে أنى অর্থ كيف।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -এর অর্থ ক্ষেতে আস যেভাবে ইচ্ছে কর, তবে পিছনের দিকে বা হায়িযের সময় আসার অনুমতি নেই।

কেউ কেউ বলেন, أَنَّى شِئْتُمْ এর অর্থ হচ্ছে যে দিকেই তোমাদের পছন্দ হয়। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যখনই তোমরা ইচ্ছে কর। কেউ বলেন, যখনই তোমরা চাও এবং যেভাবে তোমরা চাও।

হযরত মুজাহিদ বলেন- আমি হযরত ইবনে আব্বাসের খিদমতে সূরা ফাতিহা হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কুরআন শরীফ তিনবার পড়ে শুনালাম। আমি প্রতিটি আয়াতের পর থামতাম এবং এ আয়াত প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করতাম। যখন আমি نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ আয়াত শেষ করলাম তখন হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, মক্কার কুরাইশদের অভ্যাস ছিল তারা মহিলাদেরকে সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে উভয় দিকে সহবাস করত। যখন তারা মদীনায় আসল, তখন আনসারদের মহিলা বিয়ে করল এবং পূর্বের মত তাদের সামনে ও পিছনে সহবাস করতে চাইল কিন্তু মহিলারা তাতে রাজি হল না। তারা বলল- এটা হবে না, আমরা এরূপ করিনা। শেষ পর্যন্ত একথা রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ যদি চাও সামনের দিক থেকেও আসতে পার, আর যদি চাও পিছনের দিক থেকেও আসতে পার। তবে তিনি حرث দ্বারা সন্তান জন্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলে অবশ্যই যে দিকে সহবাস করলে সন্তান হবে, সেদিকে (আর তাহল সামনের দিকে) সহবাস করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ বিন আল মুনকাদির বলেন, আমি জাবির হতে শুনেছি, তিনি বলেন ইহুদীরা বলত-পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সামনে এবং পিছনে সহবাস করলে সন্তান লাভ করা কী সম্ভব! তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ নাযিল করেন। আর أَنَّى شِئْتُمْ এর সঠিক অর্থ হল- من اي وجه شئتم 'যেভাবে ইচ্ছা সহবাস কর'।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ এর অর্থ সহবাস করার সময় বল بسم الله এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। জেনে রাখ তোমাদের অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হতেই হবে।

হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন تَطْهُرْنَ অর্থ হায়িযওয়ালী মহিলাকে যখন পবিত্র দেখবে, তিনি বলেন- হায়িয হতে পবিত্র হওয়ার পরও স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবেনা যতক্ষণ না সে গোসল করবে এবং নামায আদায় করা তার জন্য হালাল হবে।

কোন কোন তাবীলকারী বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা নামাযের জন্যে পবিত্র হয়। সকল তাবীলের মধ্যে সর্বোত্তম তাবীল হচ্ছে- فَإِذَا تَطَهَّرْنَ অর্থ যখন গোসল করে নেবে।

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যোনিদ্বার দিয়ে সহবাস কর, অন্যদিকে সীমা অতিক্রম করনা। হযরত মুজাহিদ থেকে রিওয়ায়ত আছে- مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ অর্থ তোমরা সামনের দিক দিয়ে সহবাস কর এবং পিছনের দিক ব্যবহার করা থেকে নিজকে রক্ষা কর।

কেউ কেউ বলেন তোমরা তদের সাথে পবিত্র অবস্থায় সহবাস কর। হায়িয অবস্থায় তা করনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়ত রয়েছে- তাদের সাথে পবিত্র অবস্থায় সহবাস কর, হায়িয অবস্থায় নয়। হযরত দ্বিহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আয়াতের অর্থ তোমরা সামনের দিক দিয়ে সহবাস করবে পবিত্র অবস্থায়। কেউ বলেন, এ আয়াতে অর্থ হচ্ছে তোমরা মহিলাদের বিবাহ করেই সহবাস কর, অবৈধ পন্থায় সহবাস করবেনা। এ অর্থ নিয়েছেন হযরত ইবনে হানীফা। তিনি বলেন, হালাল তরীকায় এবং বিবাহ করেই সহবাস কর।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন ঐ সকল ব্যক্তিকে, যারা পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করা থেকে বিরত থাকে।

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

আর ঐসব লোকদেরকে যারা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে। হযরত আতা (রা.) বলেন إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ অর্থ যারা গোনাহ হতে তওবা করে এবং يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ অর্থ যারা নামায আদায় করার জন্যে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে। হযরত মুজাহিদ হতে রিওয়ায়ত রয়েছে, আয়াতের অর্থ - তিনি ঐ সমস্ত তওবাকারীদের ভালবাসেন, যারা এমনভাবে গোনাহ হতে তওবা করে যে, আর সে গোনাহে লিপ্ত হয় না। তবে, উত্তম বক্তব্য হল-আল্লাহ তায়ালা ঐসকল লোকদেরকে পছন্দ করেন, যারা গোনাহ হতে তওবা করে এবং ঐসকল লোকদেরকে পছন্দ করেন যারা নামায আদায় করার জন্যে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে।

نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Scanned with CamScanner

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। তোমাদেরকে যে পথে আসার জন্য বলা হয়েছে সে পথে আস। আর যে পথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই পথ দিয়ে যেও না এবং তা করে আল্লাহর নাফরমানি করনা। যদি কর, তা হলে জেনে রাখ- যেদিন আল্লাহর কাছে যাবে- সেই দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে নির্দেশ দেন তার বান্দাদের মধ্যে যারা কিয়ামতের দিন কামিয়াব হবেন এবং আখিরাতে সম্মানিত হবেন, জান্নাতে সর্বদা থাকবেন তাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য।

এদের মধ্যে নিষ্ঠাবান মুমিন-যারা আল্লাহর কিতাব, রাসূল এবং কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে। মুখে বলে এবং কাজের মাধ্যম বাস্তবায়ন করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে এবং নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে- তাদের জন্যই সুসংবাদ।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

মুফাসসিরগণ আল্লাহর বাণী وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ এর মর্মার্থ সম্পর্কে বিতর্ক করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমরা তোমাদের শপথের জন্যে আল্লাহকে কারণ কর না। যখন তোমাদের থেকে কোন ভাল কাজ, মানুষের মধ্যে সংশোধন স্থাপন- এ সবকিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়- তখন আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে বলনা আমি আর এ কাজ করব না। অতঃপর সেই ভাল কাজ এবং মানুষের মধ্যে সংশোধন করা আর এ সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আল্লাহর নামকে অযুহাত করনা অর্থাৎ এমন বলবে না যে, আমি তো কাজ করবনা বলে আল্লাহর নামে কসম করে নিয়েছি এজন্য কাজগুলো করতে পারছিনা। হযরত ইবনে তাউস তাঁর পিতা হতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, কোন কোন লোক কোন ভাল কাজ করবেনা বলে শপথ করে, তারপর অযুহাত হিসেবে আল্লাহর নামে কসমের কথা বলে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ এরূপ কসম করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করা উত্তম। তাঁর থেকে আরও ও রিওয়ায়াত আছে। তিনি বলেন, যদি তুমি এরূপ শপথ কর, তাহলে শপথ ভঙ্গ করে তোমার শপথের কাফফারা আদায়কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত। তিনি আল্লাহর উক্ত বাণী সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- আমাকে তোমার শপথের লক্ষ্যবস্তু বানাবে না, যে তুমি কোন ভাল কাজ করবে না। বরং এরূপ শপথ করলে তা ভেঙ্গে দিয়ে কাফফারা আদায় কর এবং ভাল কাজ কর।

তিনি আরও বলেন- মানুষ ভাল ও নেক কাজ না করার শপথ করত এবং শপথের অজুহাতে একাজ আর করত না। এরূপ করতে আল্লাহ্ তায়ালা নিষেধ করেন। তাই আল্লাহ বলেন وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে- তোমরা আন্তরিকতা সৃষ্টি করার জন্যে, নেক কাজ করার জন্যে এবং মানুষের মধ্যে সংশোধন ও সন্ধি করার জন্য নির্দেশ প্রদান কর। যদি কেউ শপথ করে বলে এ কাজ করবেনা, তা হলে তার উচিত শপথ ছেড়ে দিয়ে তা করা। হযরত ইবনে জুরাইজ উক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে করেন, তিনি বলেন এ আয়াত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতের অর্থ হল- তোমরা তোমাদের শপথের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালাকে শক্তি বানাবেনা, তোমরা নেক কাজ করবেনা, আল্লাহকে ভয় করবেনা এবং মানুষের মধ্যে কোন বিরোধিতা বা অন্যায় দেখা দিলে তা সংশোধনও করবেনা- এমন শপথ করনা। বরং যখন কেউ শপথ করে যে, সে ভাল কাজ ছেড়ে দিবে, মানুষের মধ্যে সংশোধন করা ছেড়ে দিবে এরপর দেখা গেল এর বিপরীত কাজটি ভাল ছিল, সে যেন তার শপথ ভেঙ্গে ফেলে এবং ভাল কাজ করে, আল্লাহ্কে ভয় করে, মানুষের মধ্যে সংশোধন করে এবং শপথের জন্য কাফফারা দেয়। ان تبـــــروا তাবীলকারীদের মধ্যে بـــــر এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- بر শব্দের অর্থ সকল পূণ্য কাজ। কোন কোন তাফসীর কারক বলেন, بـــر হচ্ছে তাই যা রহমত লাভের কারণ হয়। بـــر এর তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে-এর মধ্যে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে- সেই কথা যিনি বলেছেন, بر শব্দের অর্থ হল সর্ব প্রকার কল্যাণ। সকল ভাল কাজই بر শব্দের অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বানীতে بـــــر কে নির্দিষ্ট করেননি; বরং ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। بـــر হচ্ছে তাই, যা দ্বারা কারো নৈকট্য লাভ করা যায়। بر এর অর্থসমূহের মধ্যে এটাও একটা

وتتقو অর্থ তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ভয় কর। وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ এর অর্থ হল- তাদের মধ্যে কাজগুলো এমনভাবে সংশোধন কর যেন কোন গোনাহের অবকাশ না থাকে বরং কাজকে আল্লাহ পছন্দ করেন। وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে যারা শপথ করে তাদের কথা শুনেন। তিনি সংশোধনকারীকেও জানেন- তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর সব আল্লাহ্ জানেন।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

Scanned with CamScanner

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا
اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

২২৬. যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তার আপোস-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাতে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহমহাপরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তাফসীর কারকদের মধ্যে এ আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- اللغو শব্দের অর্থ তোমরা তাড়াহুড়া করে অতীতে মুখে যে সব শপথ করেছ, তার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না। এজন্যে তোমাদেরকে কাফফারা আদায় করতে হবেন না। যদি তোমরা তাতে কোন শপথ বা কসমের উদ্দেশ্য করে না থাকা তা হলে তা ধরে নেয়া হবে এমন কথার

কথা যেমন লোকে বলে থাকে আমি করেছি والله আমি এটা করব والله বা আমি ওটা করব না والله بلى

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি উবাইদ বিন উমাইর সহ হযরত আয়িশার খিদমতে আসলাম। উবাইদ আল্লাহর বাণী لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন। তখন হযরত আয়িশা (রা.) বলেন- এগুলো শুধু মানুষের মুখের কথা। তাতে অন্তরে শপথের কোন উদ্দেশ্য থাকেনা। আয়িশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন لا والله এবং بلى والله এরূপ বাক্য। যাতে তোমরা শপথের ইচ্ছা করনা তাই হচ্ছেন لغو। হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বলেন দু'জন লোক বেচা-কেনা করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল لا والله ابيعك بكذا او كذا অর্থাৎ আমি এ মূল্যে বিক্রি করব না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন والله আমি এভাবে খরিদ করব না। তাদের এরূপ কথাবার্তাকেই اللغو বলা হয়। এজন্যে আল্লাহ ধর পাকড় করবেন না। অন্য একদল বলেন- اللغو শব্দটির শপথের বেলায় অর্থ হবে কেউ কোন বস্তু সম্পর্কে সত্য মনে করে শপথ করল। পরে দেখা গেল তা বাস্তবতার বিপরীত। এরূপ শপথকে لغو বলে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- اللغو শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে কোন মানুষ কোন জিনিষ সম্পর্কে সত্য জেনে শপথ করল, অথচ তা সত্য নয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন لغو হচ্ছে এমন শপথ যাতে শপথকারী মনে করে সে যা বলছে তাই সঠিক; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিষয়টি ভিন্ন রকম। হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অনিচ্ছাকৃত গোনাহকে اللغو বলা হয়।

হযরত হাসান (রা.) উক্ত আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ধারণার উপর ভিত্তি করে যদি কোন শপথ করা হয় এবং সেই ধারণা সত্য না হয়। সেই ক্ষেত্রে কোন কাফফারাও দিতে হবে না এবং ধরপাকড়ও করা যাবেনা। তবে এরকম বিষয়ে যদি শপথ করা হয়, যে বিষয় সম্পর্কে শপথকারীর পূর্ণ জ্ঞান বা ইলম থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস করানোর জন্য শপথ করল, আসলে তা মিথ্যা, সে লোক আল্লাহর কাছে জবাবদিহী হতে হবে। হযরত ইবরাহীম (র.) বলেন, এ ধরণের শপথের জন্য জবাবদিহি হতে হবে। হযরত ইবনে আবু তালহা হযরত ইবনে আবু জাফর হতে বর্ণনা করেন, কোন লোক বলল- আল্লাহর কসম আমি এরকম এরকম করেছি। তার ধারণ ছিল সে এরকম এরকম করেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হল যে, সে এরূপ করেনি। এটাই হচ্ছে لغو। এক্ষেত্রে তাকে কাফফারা দিতে হবে না।

কারো মতে لغو শব্দটি এমন কসমের জন্যই ব্যবহার করা হয়, যেখানে শপথকারী রাগের বশবর্তী হয়ে শপথ করল- আসলে শপথ তার উদ্দেশ্য নয়। এরকম মুহূর্তেও পরিবেশে শপথ করাকে لغو বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাগের বশে শপথ করাকে لغو বলা হয়। হযরত তাউস বলেন, এ অবস্থায় শপথ করলে তাতে কাফফারা দিতে হবে না।

Scanned with CamScanner

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা করার এবং যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা না করার শপথ করাকে لـغـو বলা হয়। হযরত সাইদ বিন জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কেউ আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য শপথ করলে সেজন্য তাকে কাফফারা দিতে হবে এবং সে সেই শপথ পূরণ করবে না। তিনি আরও বলেন, কেউ যদি কোন হারাম কাজ করবে বলে শপথ করল এরপর সে তা করল না। সেজন্য আল্লাহ তাকে ধরপাকড় করবেন না। হযরত আবু জাফর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাদেরকে হযরত হাসান বিন সবাহ আল বাযযার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাদেরকে হযরত ইসহাক বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ঈসা ইবনে দাউদ বিন আবু হিন্দ হতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন- আমাদেরকে খালিদ বিন ইলিয়াস বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতার মাতা হতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি শপথ করেছিলেন যে, তিনি তার ছেলের মেয়ে-অর্থাৎ আবুল জহমের মেয়ের সাথে কথা বলবেন না। পরে তিনি সাইদ বিন আল-মুসাইয়িব, আবু-বকর ও উরওয়া বিন যুবাইয়ের খিদমতে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলেন, গোনাহর কাজে কোন শপথ নেই এবং এ জন্য কোন কাফফারা দেওয়া লাগবেনা।

হযরত হাসান ইবনুল হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কোন কাওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীর নিক্ষেপ করছিল। রাসূল (সা.)-এর সাথে একজন সাহাবী ছিলেন। হঠাৎ সেই কাওম হতে একজন লোক তীর নিক্ষেপ করল এবং বলল, আল্লাহর কসম আমি লক্ষভ্রষ্ট করেছি। আল্লাহর কসম! আমি লক্ষ্য ভেদ করছি। তখন রাসূল্লাহ্র (সা.) সাথে যে সাহাবী ছিলেন তিনি বলেন, ইয়া রাসূল্লাহ। এ লোকটা শপথ ভঙ্গ করেছে। তিনি বললেন, কসমের সাথে তীর নিক্ষেপ করা لـغو। এজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না এবং কোন শাস্তিও হবে না।

কেউ কেউ বলেন- لـغـو শব্দটি সেই কসমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যাতে কসমকারী কোন কাজ না করলে নিজের উপর বদ দু'আ করে। যেমন কেউ বলেন, যদি আমি এরূপ করি তবে আল্লাহ আমাকে অন্ধ করে দিবেন। অথবা বলল, অমুক কাফির বা সে মুশরিক।

কোন কোন তাবীল কারক বলেন-لغو শপথ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে, তবে এ ধরনের শপথে কোন কাফফারা নেই। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اِيْمَانِكُمْ - আয়াত সম্বন্ধে বলেন- কোন লোক কোন ব্যক্তিগত জিনিষের ব্যাপারে শপথ করল যে এটা করবে, কিন্তু তা করেনি। দেখল শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে কল্যাণকর অন্য বিষয় রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে তাকে শপথের জন্য কাফফারা দিতে হবে। হযরত দ্বিহাক বলেন- এটা এমন শপথ যাতে কাফফারা দিতে হয়।

কোন কোন তাবীল কারক বলেন- اللغو এমন শপথের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যাতে শপথকারী ভুলক্রমে শপথ ভেঙ্গে ফেলে। সেক্ষেত্রে উক্ত আয়াতের অর্থ হবে হে মুমীনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের শপথের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে লক্ষ

বস্তু করনা বা দলীল করনা। তোমরা ভাল কাজ করবে না এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে না, তোমরা লোকদের মাঝে সংশোধন করবে না এরূপ শপথ করনা। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমরা মুখে যেই শপথ করেছ তার জন্য ধরপাকড় করবেন না। যেমন- যদি অপছন্দনীয় মন্দ কোন বিষয়ে শপথ কর যাতে তোমাদের পাপের কোন ইচ্ছে নেই অথবা শপথের বিষয়বস্তুকে বাস্তবায়নের পক্ষে তোমাদের অন্তরের দৃঢ় কোন সংকল্পও নেই। এ কারণে তিনি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না; বরং তিনি ধরবেন ঐ সমস্ত শপথের জন্য, যা বাস্তবায়নে তোমাদের দৃঢ় সংকল্প ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় আবশ্যিক হয়। হয়ত ইহকালে কাফফারা দিতে হয়, নয়ত পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কোন কোন তাবীলকারী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ঐ শপথকারী বা হলফকারীকে ধরবেন যে মিথ্যা ও অসত্যের উপর ভিত্তি করে শপথ করে। হযরত ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যদি কেউ শপথ করে এমন বিষয়ে যা সে সত্য বলে জানে, কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। এমন ক্ষেত্রে সে আল্লাহর কাছে জবাব দিহি হবে না। তবে হলফকারী যদি জেনে শুনে মিথ্যা হলফ করে, তা হলে তাকে ধরা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, لـغـو শপথ ছাড়া অন্য কিছুতে কাফফারা দিতে হবে না। তবে অন্তরের মধ্যে কোন মিথ্যা শপথ বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প থাকলে তার জন্য গোনাহ হবে কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এই আয়াতের তাবীল যদি এরূপ হয়ে থাকে, তা হলে সূরা মায়িদার আয়াতের অন্য তাবীল আবশ্যক হবে। আয়াত হল لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اِيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ-

"তোমাদেরকে আল্লাহ অযথা শপথের জন্যে ধর পাকড় করবেন না যতক্ষণ না দৃঢ় সংকল্প করবে। হলফের কাফফারা হচ্ছে দশ জন মিসকীনকে ভাত খাওয়ানো নিজের তওফীক অনুযায়ী অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া বা একটা গোলাম আযাদ করে দেয়া। যে ব্যক্তি এগুলো থেকে কোনটাই করতে পারবে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা।" (সূরা মায়িদা ঃ ৮৯)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে لـغـو এর জন্য কাফফারা ওয়াজিব। তাবীল কারীগণ বলেন এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যে শপথের জন্য পাকড়াও করার ধমক দিয়েছেন তা হচ্ছে ঐ শপথ, যাতে শপথকারী জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে। এসময় এ শপথকে لـغـو বা অযথা বলে ধরা হবে না। কোন কোন মুফাসসির বরেন, আয়াতের দুটি অর্থ রয়েছে। এদুটির মধ্যে একটি হচ্ছে দুনিয়াতে তার উপর কাফফারা বাধ্য করে দেবে আর দ্বিতীয় হল আখিরাতে আল্লাহ শাস্তি দিতে ও পারেন আবার মাফ ও করে দিতে পারেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়। তিনি وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ সম্পর্কে বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের অন্তরের ইচ্ছা নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কোন

Scanned with CamScanner

লোক নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইচ্ছা করে মিথ্যা হলফ বা শপথ করলে সেক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাব দিতে হবে। এ প্রকার শপথে কাফফারা আদায় করতে হয়।

শপথ তিন প্রকার (১) لغو বা অযথা এবং অর্থহীন শপথ। (২) عمد বা ইচ্ছাকৃত শপথ। (৩) غموس বা ধোঁকা দেয়ার জন্য। কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ে শপথ করল, শপথ অনুযায়ী কাজ করারও তার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পরে দেখল শপথের বিপরীত করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে। আর এটাই হল এমন يمين ইয়ামীন যার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ আর এজন্য কাফফারা দিতে হবে।

غموس হচ্ছে শপথকারী জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার বানী হল بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অন্যান্য তাবীলকারী বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা সাথে শিরক এবং কুফর করার ই'তিকাদ করা হচ্ছে ইয়ামীনে غموس। হযরত যায়িদ বিন আসলম এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, যেমন কেউ বলল সে কাফির বা মুশরিক। এরূপ কসমের জন্য আল্লাহ ধরবেন না, যদি না তার অন্তরে এ বিশ্বাস থাকে।

এসব মতের মধ্যে সঠিক মত হল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাহকে শপথ সম্পর্কে তার অন্তরে যা ছিল বা আছে তা নিয়ে ধরপাকড় করবেন। আর তা দু'ভাবে হতে পারে।

একটা হল- হলফকারীর ইচ্ছে আছে সে হলফপূর্ণ করবে এই ইচ্ছার কারনে সে পাপী হবে এবং ইচ্ছা পুরনের মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী হতে হবে। অথবা সে কোন কাজ করেছে বলে শপথ করল অথচ তা করেনি অথবা তার বিপরীত করল, অথচ তার জানা আছে যে, সে মিথ্যা বলছে। তবে এ ক্ষেত্রে সে যদি আহলে ঈমান হয় তা হলে তাকে আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছে করলে তার মহত্বের গুণে কিয়ামতের দিন ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে জবাবদিহীও করতে পারেন, তবে তাকে কাফফারা দিতে হবেনা কারণ এতে শপথ ভঙ্গ করার কোন সুযোগ নেই আর কাফফারা কোন শপথ ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা হল কোন কাজ করার উদ্দেশ্যে শপথ করল, কিন্তু পরবর্তীতে সে হলফ অনুযায়ী কাজ করলনা সে ক্ষেত্রে হলফ ভাঙ্গার জন্য তাকে কাফফারা দিতে হবে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার বান্দাহর প্রতি অযথা শপথ করার ব্যাপারে দয়াবান ও দয়াশীল এবং আল্লাহর অবাধ্য লোকদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান না করে ধৈর্য্য ধারণা করেন।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ যারা স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে। এবাক্যের মর্মকথা হল যারা তাদের স্ত্রীর কাছে চারমাস পর্যন্ত যাবে না অর্থাৎ সহবাস করবেনা বলে শপথ করে। একজন লোক কখন ঈলাকারী হবে তা নিয়ে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তি রাগ করে বাধ্য হয়ে যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবেনা বলে শপথ করে তা হলে সে ঈলাকারী হবে। আর যদি রাগ না করে শপথ করে তবে সে ঈলাকারী হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ঈলা হয় না রাগ ছাড়া। হযরত আলী (রা.) ও তদানুযায়ী বর্ণনা করেন। কোন কোন তাবীলকারীগণ বলেন, ঈলাকারী তার স্ত্রীর সাথে যৌন পথ দিয়ে সঙ্গম না করার শপথ রাগ অবস্থায় করলে যে রকম স্বাভাবিক অবস্থায় করলেও একই রকম ঈলা হবেই। হযরত ইব্রাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন সহবাস না করার যে কোন শপথ চার মাসের জন্য হলে তা ঈলা বলে গন্য হবে। উক্ত মত সমূহের মধ্যে সঠিক মত হল-স্বামী সন্তুষ্ট চিত্তে হউক বা রাগের কারণে হউক- স্ত্রীর সাথে চার মাসের বেশী সময় সঙ্গম না করার শপথ করলে তা ঈলা হবে।

فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তবে সে এ চার মাস সময়ের ভিতর যদি সঙ্গম করে এবং হলফ ভঙ্গ করে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল কারণ তাদের শপথের মধ্যে মিথ্যা পাওয়া গেল। তারা বলেছিল সহবাস করবে না, কিন্তু তা করে নিয়েছে। হলফ করা দরকার ছিলনা তবুও হফল করে আবার ভঙ্গ করেছে। মুমীন বান্দাহর প্রতি আল্লাহ দয়াশীল। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, যৌন সঙ্গম করাই হচ্ছে প্রত্যাবর্তন এবং হযরত শোবাও হাকাম উভয়ে বলেন, ঈলা করার পর প্রত্যাবর্তনের একমাত্র পথ হল সঙ্গম করা। কেউ বলেন- অসুবিধার ক্ষেত্রে মুখে বা অন্তরে প্রত্যাবর্তন করলেও হবে, তবে অসুবিধা না থাকলে সঙ্গম ছাড়া ঈলা থেকে প্রত্যাবর্তন করার আর কোন পথ নেই।

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা শপথ ভঙ্গ করে যে অন্যায় করেছ, তার জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং কাফফারা প্রবর্তন করে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করবেনা মর্মে শপথ করল, অথচ চার মাস অতিক্রম হওয়ার আগেই সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, এক্ষেত্রে তাকে কাফফারা দিতে হবে দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো বা তাদেরকে কাপড় দেওয়া বা কোন গোলাম আযাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে। এগুলোর থেকে কোনটাই করার সামর্থ না থাকলে তিন দিন রোযা রাখবে।

হযরত আবু জাফর বলেন- আমাদের দৃষ্টিতে এ দ্বিতীয় মতই সঠিক। যা আমরা আমাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছি সেই শপথ নাফরমানীর জন্য হউক বা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য হোক উভয় ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর যদি একেবারেই পরিত্যাগ করার সংকল্প হয়ে থাকে, সেইক্ষেত্রে আল্লাহ তা শ্রবন করেন এবং জানেন। মুফসসিরীনদের মধ্যে আল্লাহর বাণী- وَإِنْ عَـــزَمُـــوا الطَّلَاقَ সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- যারা তাদের স্ত্রীদেরকে চার মাসের জন্য ঈলা করে, তারা যদি চায়, তাহলে চার মাসের ভিতরে শরীয়ত সম্মতভাবে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এ সময়ের ভিতরে সহবাস ও অন্যান্য পারিবারিক আচরণ আবশ্যক। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যদি আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত মিয়াদ চার মাসের মধ্যে ফিরিয়ে না আনে, তাহলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কারণ প্রত্যাবর্তন না করানোর কারণে মনে করা হবে, ঈলাকারী তার স্ত্রীকে তালাকের ইচ্ছা পোষণ করেছে।

তাবীলকারীদের মধ্যে ঈলার মাধ্যমে পতিত তালাক নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারীরা বলেন- চারমাস হয়ে গেলে এক তালাকে বায়িন হবে। হযরত কাতাদাহ (রা.) হযরত হাসান বা হাসান থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। চারমাস পূর্ণ হলে এক তালাকে বায়িনা হবে। হযরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈলার ক্ষেত্রে চার মাস পূর্ণ হলে এক তালাকে বায়িনা হবে। এ ধরনের রিওয়ায়ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ও পাওয়া যায়। তিনি বলেন চার মাস পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া মানে তালাকের সংকল্প করা।

কেউ কেউ বলেন, চার মাস অতিবাহিত হলে যে তালাক হয় তাতে স্বামী প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। অর্থাৎ ঈলা দ্বারা তালাকে রেজয়ী সাব্যস্থ হয়। হযরত সাঈদ বিন আল মুসাইয়াব, মাকহুল এবং আবু বকর বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেন- তিনি হযরত সহল বিন আবু সালেহ থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.)-এর বারজন সহাবীকে ঈলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। প্রত্যেকেই বলেন- চার মাস অতিক্রম হওয়ার আগে কোন অসুবিধা নেই। এর মধ্যে হয় প্রত্যাবর্তন করবে বা তালাক দেবে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কোন ব্যক্তি ঈলা করার পর যদি স্ত্রীর সহিত সঙ্গম না করে এবং এভাবে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়- এক্ষেত্রে সে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে রাখবে অথবা তালাক দিয়ে দিবে, ঈলাকারীর উপর কোন কিছু দেওয়া ওয়াজিব হবে না।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- কোন ব্যক্তি ঈলা করার পর চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তাকে বলা হবে সে কি রাখবে, না তালাক দেবে? যদি রাখে তাহলে সে তার স্ত্রী রইল। আর যদি তালাক দেয়, তা হলে সে তালাক প্রদানকারী গণ্য হল। হযরত উমর বিন খত্তাব (রা.) ও একই ধরনের বলেন।

আবু জাফর (র.) বলেন, কিতাবুল্লাহর প্রকাশ্য অভিব্যক্তি এই মতের প্রতি ইঙ্গিত

প্রদান করে। উমর বিন খাত্তাব (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) বলেন, তালাক সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

এর অর্থ হচ্ছে, চার মাস পূরণ হওয়ার পর ঈলাকারী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি তালাকের সংকল্প করে থাকে এবং তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের তালাক সম্পর্কে জানেন, যাদের প্রতি তারা ঈলা করেছে।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

যাদেরকে তালাক প্রদান করা হয়েছে তারা তিন ঋতু পর্যন্ত বিরত থাকবে। অর্থাৎ যদি তারা হায়িয ও তুহুর ওয়ালী হয়, তাহলে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হলে তিন قـــــروء অপেক্ষা করতে হবে। ثـــلثة قـــــروء সম্পর্কে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- قروء শব্দের অর্থ হচ্ছে হায়িয। হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- قروء শব্দের মানে হচ্ছে হায়িয। হযরত রবী (রা.) বলেন, এর অর্থ তিন হায়িয। হযরত কাতাদাহ বলেন- তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হল তিন হায়িয। (আল হাদীস)। হযরত দিহাক (রা.) বলেন, قروء শব্দের অর্থ হল- হায়িয। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- তিন হায়িয। হযরত উমর বিন দিনার (রা.) সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, قـــروء মানে হায়িয। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন তিন قـــروء অর্থ তিন হায়িয। হযরত ইবরাহীম আল-নাখয়ী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এসম্পর্কে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলেন, তুমি এ সম্পর্কে বল। তিনি বলেন, আপনি বেশী হকদার এ সম্পর্কে বলার। অতঃপর তিনি বলেন- তৃতীয় হায়িযের গোসল করার আগ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন- আমার ও একই মত। সুতরাং হযরত উমর (রা.) এভাবে ফয়সালা করলেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রত্যাবর্তনের মাসায়িল এভাবে ফায়সালা করেন, তিনি স্বামীকে বলেন, তুমি অধিক হকদার তৃতীয় হায়িযে সহবাস করার। হযরত উমর (রা.) অনুরূপ বললেন, হযরত আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিল এবং স্ত্রী তৃতীয় হায়েজে পৌছল। তৃতীয় হায়িয শেষ হলে মহিলাটি পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের পানি রাখল এ অবস্থায় স্বামী তাকে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) তাকে অনুমতি দিলেন। হযরত আ'মশ (রা.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) উভয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.) এবং আবদুল্লাহ উভয়ে বলেন, যখন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এরপর তার অধিকার থাকে তাকে প্রত্যাবর্তন করার। সে তৃতীয় হায়িযের থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করার আগেই। হযরত ইব্রাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর বিন আল খত্তাব বলতেন, স্বামী এক তালাক বা দু'তালাক দেয়ার

Scanned with CamScanner

পর ও প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকে। তৃতীয় হায়িযের গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত একজন মারা গেলে অপরজন মীরাসের মালিক হবে। হযরত সাঈদ বিন আল মুসাইয়ব এবং সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) উভয়ে অনুরূপ বলেছেন। হযরত আ'মশ হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবরাহীম হতে রিওয়ায়ত করেন- যখন কেউ তার স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়, এরপর থেকে তিন হায়িয গণনা করবে। হযরত সাঈদ বিন আল মুসাইয়ব হতে বর্ণিত, হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন- এক পুরুষ এক মহিলাকে বিয়ে করল, এরপর তাকে তালাক দিল, এক তালাক বা দু তালাক। সে মেয়ের স্বামী তাকে তৃতীয় হায়িযের গোসল করার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে অথবা মহিলার জন্য নামায আদায় করা হালাল হওয়ার পূর্বে রাজায়ত করতে পারবে। হযরত উমরের রিওয়ায়তে নামাযের পরিবর্তে রোযার উল্লেখ আছে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি সাই'দ বিন আল মুসাইয়ব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- হে আলী বিন আবু তালিব (রা.)! স্বামী তৃতীয় হায়িযের গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীকে رجعة করার অধিকার রাখে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, القروء যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণকে ইদ্দত হিসাব করার নির্দেশ প্রদান করেছেন- এর অর্থ طهر

হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- الاقراء মানে الاطهار অর্থাৎ পবিত্রতা। হযরত যায়িদ ও হযরত ইবনে উমর (রা.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। হযরত জুহরী হযরত যায়িদের বক্তব্য অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন। হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, যখনই তৃতীয় হায়িযে প্রবেশ করবে, স্বামীর আর হক থাকবে না رجعة করার। হযরত ইবনে আদী কিছু বৃদ্ধি করে বলেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেছেন- গোসল করার আগ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করার হক রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং যায়িদ বিন সাবিত বলতেন, যখনই মহিলা তার তৃতীয় হায়িযের রক্ত দেখবে তখনই স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর আলাদা হয়ে যাবে, একজন মারা গেলে অপর জন উত্তরাধিকারী হবেনা।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আরবীদের ভাষায় قرء হল একবচন আর এর বহুবচন হল قروء। আরবীরা اقرأت المرأة বলে যখন কোন মহিলা হায়িয ও তুহুর ওয়ালী হয় আহলে আরবরা নির্ধারিত সময়ে কোন কিছু আসা আবার একটি সুনির্ধারিত সময়ের জন্য তা চলে যাওয়াকে قروء বলে। এজন্য আরবরা বলে থাকে قرأت حاجة فلان عندي যখন তার ঋন পরিশোধের সময় নিকটবর্তী হয়। এমনিভাবে বলা হয় قرأ النجم যখন তারকা উদিত হওয়ার সময় হয়। এমনিভাবে কোন কোন আরব হায়িযের রক্ত প্রকাশ পাওয়ার সময়কে قروء বলে। যেমনি ভাবে তারা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময়কেও قرء বলে। মহানবী (সা.) হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.)-কে বলেন دعي الصلاة ايام اقرائك অর্থাৎ তোমরা হায়িয শুরু হওয়ার সময় নামাজ ছেড়ে দিও। কেউ কেউ অবশ্য তুহুর আরম্ভ হওয়ার সময়কে قرء বলে। যখন হায়িযের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং নির্ধারিত তুহুরের আগমন ঘটে।

المطلقات অর্থ হচ্ছে, যাদের পথ ছেড়ে দেয়া হয়েছে- অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা।

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

আর মেয়েদের জন্য জায়িয নেই লুকানো ঐ সব জিনিষ, যা আল্লাহ তায়ালা তাদের জরায়ুর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্যে বৈধ নয় তাদের জরায়ুতে যে হায়িয সৃষ্টি হয় তা তাদের স্বামীদের নিকট লুকানো। কারণ তারা সেই সময় প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করতে পারে, যখন প্রত্যাবর্তন করা যায় না অর্থাৎ তখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত তিনি বলেন- এখানে أَرْحَامِهِنَّ শব্দ দ্বারা গর্ভ হওয়াই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হায়িয উদ্দেশ্য করা হলে অর্থ হবে, ইদ্দত পূরণ হওয়ার জন্যে হায়িয গোপন করা মহিলাদের জন্যে জায়িয নয়। কারণ তখন আর প্রত্যাবর্তন করা যায় না। হযরত ইব্রাহীম থেকে বর্ণিত, এখানে হায়িযই অর্থ নেয়া হয়েছে। কারণ অধিকাংশ তাফসীরকারীরা এই অর্থ নিয়েছেন। হযরত ইকরামা বলেন এখানে হায়িযই অর্থ। হযরত খালেদ বলেন এর দ্বারা রক্ত অর্থ নেয়া হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হচ্ছে হায়িয, যা জরায়ুর মধ্যে সৃষ্টি হলে তালাক প্রদানকারী স্বামীর নিকট তা লুকানো হারাম। তাই মেয়েদের তৃতীয় হায়িয আরম্ভ হওয়ার আগেই প্রত্যাবর্তন করার কথা স্বামীকে বলা উচিত। কারণ তৃতীয় হায়িয শুরু হয়ে গেলে আর প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। হযরত ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মহিলাদের হায়িয দিয়েই قرء গণনা করা হয়, তাই যদি তারা তা গোপন করে, তা হলে এমনও হতে পারে স্বামী তাকে رجعة করতে চাইল, তখন স্ত্রী বলল, আমার তৃতীয় হায়িয চলে গেছে। অধিকাংশ তাবীলকারীরা এর অর্থ হায়িয নিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন- এখানে বরং উভয়টিই অর্থ হবে, তালাক প্রদানকারী স্বামীর নিকট হতে গর্ভ এবং হায়িয উভয়টিই লুকানো নিষিদ্ধ। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, এখানে হায়িয এবং হামল অর্থাৎ গর্ভ উভয় উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, এখানে গর্ভ আর হায়িয দু'টিই অর্থ নেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, হায়িয এবং বাচ্চা দু'টোই অর্থ নেয়া হয়েছে। তাঁর থেকে অন্য সনদে বর্ণিত আছে, এখানে كتمان হায়েজ আর গর্ভ দুটোই অর্থ নেয়া হয়েছে। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন মেয়েটি বলবে না যে, আমার হায়িয চলছে, অথচ তখন তার হায়িয নয়। অথবা বলবে না যে, আমার হায়িয অবস্থা নয়, অথচ তখন সে হায়িয ওয়ালী।

কেউ কেউ বলেন লুকানোর জন্য এভাবে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে

Scanned with CamScanner

জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা অন্য পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তা লুকিয়ে রাখত। যেন স্বামী তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে না পারে। এ জন্যে আল্লাহ তা হারাম করেছেন।

হযরত কাতাদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয় তখন জরায়ুতে কোন বাচ্চা হয়ে থাকলে তারা তা গোপন রাখত যাতে তারা সন্তান গর্ভে রেখেই অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এটা আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দ। তাই তা হারাম করে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের জরায়ুর অবস্থা সম্পর্কে লুকাবে না, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, কারণ তা কাফির মহিলাদের অভ্যাস।

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا

আর তাদের স্বামীগণ তাদেরকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখে ইদ্দতের ভিতর, যদি তাদের মধ্যে সদিচ্ছা থাকে। এখানে بعولة অর্থ হল স্বামী। যে মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদের স্বামীদের অধিকার রয়েছে তিন হায়িযের ভিতর বা হামলের দিনের ভিতর তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে প্রত্যাবর্তন করার। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে তোমাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে তোমাদের স্বামীকে অবগত করবে যেহেতু তারা অধিক হকদার তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করার। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস হতে রিওয়ায়ত রয়েছে, তিনি বলেন, কোন পুরুষ কোন মহিলাকে এক তালাক বা দু তালাক দিলে এবং সে মহিলা গর্ভধারণ করলে যতদিন পর্যন্ত বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়নি, ততদিন পর্যন্ত স্বামী তাকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে স্বামীর প্রাধান্য রয়েছে, সে অধিক হকদার।

হযরত ইবরাহীম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - ইদ্দতের ভিতর স্বামী প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। হযরত ইকরামা এবং হাসান বসরী (রা.) উভয়ে বলেন- আল্লাহর বাণী- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ এবং اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا অর্থ যে পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, সেই প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে অধিক হকদার।

এক সাথে তিন তালাক দিলে তা বাতিল হয়ে যাবে। এ জন্যে বলা হয়েছে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ الاية হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ সম্বন্ধে বলেন- তা ইদ্দতের ভিতর প্রত্যাবর্তন করা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- قروء বলে তিন হায়িয অর্থ নেয়া হলে বা তিন মাস বা গর্ভধারণ অর্থ নেয়া হলে যে কোন অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে এক বা দু'তালাক দিলে ইদ্দতের ভিতর যখনই ইচ্ছে করে, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। হযরত রবী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এর অর্থ যদি তিন তালাক দেয়া না হয় তবে ইদ্দতের ভিতর ফিরিয়ে আনার অধিক হকদার হচ্ছেন স্বামী। এভাবে হযরত ইবনে যায়িদ এবং হযরত দিহাক ও বর্ণনা করেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

এ আয়াত এর অর্থ নিয়ে তাবীলকারীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। এর তাবীল করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, শরীয়ত অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে অধিকার রয়েছে। পুরুষদের যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে। যেমন- তাদের আনুগত্য করা, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে। যেমন- তাদেরকে উত্তম সঙ্গ দান, ভাল ব্যবহার করা।

হযরত দ্বিহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালা যেমন নারীদের উপর তাদের স্বামীর আনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন, তেমন স্বামীর উপর ফরয নারীদের দুঃখ দুর করা, নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদের জন্য খরচ করা। হযরত ইবনে যায়িদ বলেন- পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দায়িত্ব প্রবর্তন করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন- এর অর্থ হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন আমি যে রকম সুন্দরভাবে সাজ গোঁজ হতে পছন্দ করি তেমনি স্ত্রীর জন্য ও তা পছন্দ করি। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে ও করা যায়, এক তালাক বা দুই তালাক দেয়ার পর স্বামীদের উচিত বাধ্য করে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন না করা এবং মহিলাদের ও উচিত তাদের জরায়ুতে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা গোপন না করা। যেমন-গর্ভ অথবা হায়িযের রক্ত। এ অর্থই এখানে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর এ অর্থও হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের মধ্যে একজনের উপর অপরজনের যত হক রয়েছে, সবই বুঝানো হয়েছে যদিও আয়াতখানি তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত দ্বিহাক (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্যরা এভাবে অর্থ-গ্রহণ করেন।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

পুরুষদের জন্য মেয়েদের উপর অধিকার বেশী রয়েছে। এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- এখানে درجة শব্দ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন মেয়েদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্টত্ব রয়েছে, তা হল মিরাসে, জিহাদে এবং এ রকম অন্যান্য বিষয়ে। হযরত মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে মেয়েদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর তা হল,

জিহাদের মাধ্যমে, পুরুষদের মীরাসে মহিলাদের চেয়ে অধিকার বেশী থাকার মাধ্যমে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে পুরুষদের মর্যাদা বেশী রয়েছে মেয়েদের চেয়ে।

কেউ কেউ বলেন- তা হল মেয়েদেরকে পুরুষদের আনুগত্য করতে হয়। হযরত যায়িদ বিন আসলাম বলেন, এর অর্থ হচ্ছে নেতৃত্ব প্রদান পুরুষকে দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন, স্বামীর আনুগত্য করবে স্ত্রী, স্ত্রীর আনুগত্য করবেনা স্বামী। কেউ কেউ বলেন, درجة এর মর্মকথা হচ্ছে পুরুষগণ

Scanned with CamScanner

মহিলাদেরকে মোহর আদায় করে। কেউ বলেন, درجة দিয়ে বুঝানো হয়েছে স্বামী-স্ত্রীকে মোহর আদায় করে, অধিকন্তু স্ত্রী-স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে স্ত্রী উপর হদ জারী হয়, পক্ষান্তরে স্বামী স্ত্রীর উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে لعان করতে হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার কাছে এটাই পছন্দনীয় যে, স্ত্রীর উপর আমার যে সমস্ত হক আছে, তা ক্ষমা করে দেয়া, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

কেউ কেউ বলেন, درجة বলে দাঁড়ির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। হযরত হুমাইদি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, درجةঅর্থ درجة لحية অর্থাৎ পুরুষদেরকে দাঁড়ি দিয়ে মেয়েদের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাবীলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম তাবীল হল, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন। অর্থাৎ পুরুষ মেয়েদের উপর তাদের অধিকারের কোন কোনটি ক্ষমা করে দেবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ উপরোক্ত সকল অর্থ বুঝানোর জন্যই وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ বলা হয়েছে।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

২২৯. এ তালাক দুবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করো তন্মধ্যে হতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষ বৈধ নহে। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর

সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারও কোন অপরাধ নেই। এসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লংঘন করো না। যারা এ সব সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারও কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

এ আয়াত এর মর্মকথা সম্পর্কে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- এখানে তালাকের সেই সংখ্যা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার পরও স্বামী স্ত্রীকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তারা বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তালাকের কোন শেষ বা সমাপ্তি ছিল না। স্বামী যত ইচ্ছে তালাক দিতে পারত, আবার ইদ্দতের ভেতর ফিরিয়ে আনতে পারত। আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে দুই তালাক পর্যন্ত ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীকে দিলেন। এরপর আর প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। তবে পুনরায় অন্য কোন স্বামীর সাথে নিকাহ অর্থাৎ সহবাস হওয়ার পর সেই স্বামী আবার তালাক দিলে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী ইদ্দতের পর আগের স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।

হযরত হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা হতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জামানায় একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি তোমাকে আশ্রয়ও দেব না এবং তোমাকে ছাড়বওনা। তখন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে তা হলে কীভাবে তা করবে? সে বলে আমি তোমাকে তালাক দেব। যখন তোমার ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হবে, তখন আমি ফিরিয়ে আনব। তখন কিভাবে তুমি মুক্ত হবে? সে মহিলা রাসূল (সা.) এর নিকট তা বললেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। এতে বলা হয় দুই তালাক দিতে পার। এরপর রাখ বা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সদ্ভাবে ছেড়ে দাও।

তাঁর থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, তখনকার সময়ে স্বামী যতবার ইচ্ছে তালাক দিত। তারপর স্ত্রীকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে প্রত্যাবর্তন করত। একদিন আনসারের এক লোক তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করলেন এবং বললেন আমি তোমার কাছেও আসবনা এবং তোমাকে ত্যাগও করবনা। তখন মহিলা তাকে বলেন, কীভাবে? স্বামী উত্তরে বলেন- আমি তোমাকে তালাক দেব এবং তোমার

Scanned with CamScanner

ইদ্দতপূর্ণ হওয়ার সময় যখন নিকটবর্তী হবে, তখন তোমাকে প্রত্যাবর্তন করব। তারপর আবার তালাক দেব, আবার যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যাবর্তন করব। রাবী বলেন, মহিলাটি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট অভিযোগ করলেন। তখন اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- জাহিলিয়তের যুগে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে যত ইচ্ছে তালাক দিত। আবার ইদ্দতের ভিতর প্রত্যাবর্তন করত। এর মধ্যে কোন শরয়ী সীমা ছিলনা। তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন স্বামী তার স্ত্রীকে দু তালাক দেবে, তখন তার উচিত তৃতীয় তালাক দেয়ার ব্যাপারে যেন আল্লাহকে ভয় পায়। অতঃপর স্ত্রীকে হয় নিয়ম অনুযায়ী রাখবে অথবা মোহরানাসহ মুক্তি দেবে। স্ত্রীর হক সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অন্যায় করা যাবে না।

উপরোক্ত মত সমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতের অর্থ হবে- তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তা হলে তরীকা হল প্রত্যেক তুহরে এক তালাক দেবে। এভাবে প্রত্যেক তুহরে এক তালাক করে দেয়ার পর দু'তালাক হলে তৃতীয় তালাকে তোমাদের ইচ্ছে হলে নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রাখতে পার অথবা ন্যায় সঙ্গত ভাবে তাদেরকে ত্যাগও করতে পার।

হযরত কাতাদাহ বলেন- اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তালাকের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিলনা। এ আয়াতে বলা হয়েছে দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাকে তোমাদের ইচ্ছে হলে স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী রাখতেও পার আবার তাদের মোহরানা ইত্যাদি দিয়ে ত্যাগও করতে পার। কোন কোন তাবীলকারী বলেন, এ আয়াত ইঙ্গিত করে এ তথ্যের দিকে যে, দ্বিতীয় তালাক দেয়ার পর স্বামী নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন করবে অথবা প্রত্যাবর্তন ত্যাগ করবে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত। ইদ্দতের ভেতর প্রত্যাবর্তণ না করলে স্ত্রী বিবাহ মুক্ত হয়ে যাবে। তারা প্রথমোক্ত মতকে অস্বীকার করেছেন যারা বলেছেন এখানে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ দ্বারা তৃতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত দ্বিহাক বলেন- تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ মানে স্ত্রী তার ইদ্দত পুরা করা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেবে। হযরত দ্বিহাক বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে, দু'তালাকের পর প্রত্যাবর্তন করা যাবে। দু'তালাকের পর তাকে ফিরিয়ে ও আনতে পার আবার ছেড়েও দিতে পারে। ছেড়ে দিলে অর্থাৎ তিন তালাক দিলে আর ফিরিয়ে আনা যাবেনা, যতক্ষণনা সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। উপরোক্ত তাফসীরে হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতিফরন ঘটেছে। তা হচ্ছে হযরত আবূ রাযীন হতে বর্ণিত, রাসুল (স.) ইরশাদ করেন- "রাজায়ত করা যায় এমন তালাক দুটি। এরপর আর রাজায়ত করা যাবেনা।" তাই উপরোক্ত মন্তব্য গ্রহণ করা শ্রেয়।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মকথা হল, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার কোন

অবকাশ থাকে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ সম্বন্ধে বলেন- তৃতীয় তালাক প্রদানে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তিনি আরো বলেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করার আগে তার হকের উপর যুলুম করা যাবেনা অর্থাৎ মোহরানা কম করা যাবেনা (তবে স্ত্রী ক্ষমা করলে তা অন্য কথা)। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, اِحْسَانٌ মানে স্ত্রীর হক পুরো দিতে হবে, কম করা যাবেনা।

হযরত দ্বিহাক (রা.) থেকে বর্ণিত, تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এর মানে হল স্ত্রীকে ইদ্দত পূর্ণ করা পর্যন্ত ছেড়ে দেবে এবং তৃতীয় তালাক পতিত হয়ে গেলে মোহর দেবে, যদি মোহর দেয়া না হয়ে থাকে। এটাই হল تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ। আর মুতা সামর্থ অনুযায়ী আদায় করতে হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا সম্পর্কে বলেন হে পুরুষগণ! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করবে, তখন তোমরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছে তা থেকে সামান্য অংশও ফিরত নিতে পারবে না।

اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

হেজায এবং বসরার লোকেরা এভাবে আয়াত পাঠ করেন ان يخاف الرجل و المراة الا يقيما حدود الله অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করার ভয় করে। হযরত উবাই বিন কা'ব الا ان يظنا الا يقيما حدود الله পাঠ করেন।

আরবী লোকেরা خوف এর জায়গায় ظن এবং ظن এর জায়গায় خوف ব্যবহার করে। তবে দুটি শব্দের অর্থই সমার্থক এবং কাছাকাছি। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাবীবা বিনতে সহল সাবিত বিন কাইস বিন শাম্মাসের বিবাহাধীনে ছিলেন। তিনি তাকে প্রহার করে তাঁর শরীরের একটি অঙ্গ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। রাসুল (সা.) তাকে নিয়ে বললেন, তুমি তার কাছ থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে নাও এবং তার থেকে পৃথক হয়ে যাও। তিনি বলেন, এটাকি সঙ্গত হবে? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, সাবিত বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি তাকে মোহর স্বরূপ দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এটা এখন তার হাতে আছে। রাসূল (সা.) বললেন- তুমি এগুলো নিয়ে নাও এবং তাকে ছেড়ে দাও। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

خوف এর অর্থ নিয়ে মত বিরোধ করেছে। অনেকে বলেন-যদি স্ত্রীর কাছ থেকে চরিত্রহীনতা বা স্বামীর সাথে বসবাসে বিঘ্নতা প্রকাশ পায়, তা হলে স্বামী তাকে তালাক দেয়ার বিনিময়ে সে যে মোহর দিয়েছিল তা ফেরত নিতে পারবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন-তোমরা মহিলাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছ, তা থেকে কোন কিছু ফেরত গ্রহণ করতে পারবেনা তবে, বদ্ চরিত্রের মহিলা তালাক কামনা করে অর্থ-সম্পদ দিলে তা তোমাদের জন্যে হালাল। তা নিলে তোমাদের কোন দোষ হবেনা।

হযরত রবী (র.) আল্লাহ্র বাণী- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ হতে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ بِهٖ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন- মেয়ে যদি স্বামী ভক্ত হয়, তা হলে তাকে মারা

Scanned with CamScanner

এবং তার থেকে কিছু নেয়া হালাল হবে না। তবে মেয়ে অবাধ্য, অবিচারী ও মন্দ চরিত্রের হলে তা নেয়া বৈধ।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- তার মোহর থেকে কিছুই নেওয়া হালাল হবেনা,তবে আল্লাহ্র বিধান কায়িম করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে তার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা হালাল।

যদি স্ত্রী বলে- আল্লাহ্র কসম, আমি তোমার জন্যে কোন ভাল কাজ করব না। তোমার কথামত চলবনা, তোমাকে সম্মান করবনা, তোমার জন্য জানাবতের গোসল করবনা- এটাই হচ্ছে- حُـدُوْدُ اللّـهِ। সেই ক্ষেত্রে পুরুষ তার স্ত্রী থেকে বিনিময় গ্রহণ করে তালাক দেওয়া হালাল। কেউ কেউ বলেন- আল্লাহ্র বিধান কায়িম করা যাবে কিনা এমন ভয় হওয়ার কারণেই স্ত্রী থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হালাল হয়েছে।

تِلْكَ حُـدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا۔ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

এ সবই হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান। সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করনা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধানের সীমালঙ্ঘন করে, তারা নিজের ক্ষতি নিজেই করে। এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহ্র বান্দাহদের জন্যে আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন এবং যা হারাম করেছেন, তা যে অতিক্রম করে সেই যালিম।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ۔ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۔

অনন্তর যদি কেউ স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়, তবে এ স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবেনা যতক্ষণনা সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয় সেই ক্ষেত্রে তাদের যথারীতি পরস্পর পুনরায় মিলনে উভয়ের কোন পাপ হবেনা. যদি উভয়ের দৃঢ় ধারনা হয় যে, তারা আল্লাহ্র কানুন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর এ সমস্তই আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ তায়ালা এসব বিধান জ্ঞানীদের জন্য বর্ণনা করেন।

এ আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে তাবীলকারীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যদি স্বামী স্ত্রীকে দু'তালাকের পর তৃতীয় তালাক দেয়, যে দু'তালাকের কথা আল্লাহ্ তায়ালা, اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ আয়াতে বলেছেন, তা হলে ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্যে হালাল থাকবেনা যতক্ষণনা অন্য স্বামী তাকে বিয়ে করে আবার তালাক দেয়।

হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- তালাক হচ্ছে তিনটি। এক

তালাকের পর মহিলাকে ইদ্দতের ভেতর ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর রয়েছে। আর ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়িয। যদি রাজায়ত না করেই ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তবে স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে। তখন বিবাহ বহাল রাখার জন্য স্ত্রী অধিক দাবীদার হয়ে যাবেন। যদি স্বামী তালাক দিতে চান তবে স্ত্রী হায়িয গণনা করবেন। হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্বামী আরও এক তালাক দিবে। যদি ইদ্দতের ভিতর رجعت করতে চায়, তবে করতে পারবে। তখন স্বামীর আর এক তালাকের অধিকার থাকবে। যদি তালাকের ইচ্ছা পোষন করে, তবে পরবর্তী তুহুরে তৃতীয় তালাক দিবে। আর এটাই হচ্ছে ঐ তালাক, যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা اِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত দিহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- স্বামী যদি এক তালাক বা দু তালাক দেয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে। তবে তৃতীয় তালাক দিলে আর হালাল থাকবে না বা ফিরিয়ে আনা যাবে না, যতক্ষণ অন্য পুরুষ তাকে নিকাহ না করে। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- فَاِنْ طَلَّقَهَا অর্থ দুই তালাকের পর যদি স্বামী স্ত্রীকে আবারও তালাক দেয়, তবে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহনের পুর্বে আর প্রথম স্বামীর জন্য এ স্ত্রী হালাল নয়। কেউ কেউ বলেন, এ কথা দুই তালাকের পর تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ আবশ্যক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

হযরত হাকাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে দুই তালাকের পর تَسْرِيْحٌ বা স্বাধীন করে দেয়, অর্থাৎ আরেকটি তালাক প্রদান করে, তবে ঐ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ ছাড়া প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবেনা। হযরত উরওরা হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- আমি হযরত আয়িশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রেফা'আ আল কুরাযীর স্ত্রী রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আসলেন এবং বললেন- আমি রেফা'আর কাছে ছিলাম- সে আমাকে তালাক দিয়েছে। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যুবাইরকে বিয়ে করলাম। কিন্তু তাকে কাপড়ের আঁচলের মত পেলাম অর্থাৎ তিনি অক্ষম। রাসূল (সা.) ঐ মহিলাকে বলেন- তুমি কী রেফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? তা কখনো হবেনা, যতক্ষননা সে তোমার মধু আর তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী বিয়ে করলেও সহবাস করতে হবে এবং তার পর তালাক দিলে আগের স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে অথবা দ্বিতীয় স্বামী মরে গেলে পারবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম স্বামীর তালাক দেয়ার পর স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করলে দ্বিতীয় স্বামী যদি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করে, তাহলে প্রথম স্বামী পূণরায় তাকে বিয়ে করতে পারবে, যখন দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিবে অথবা মারা যাবে।

اِنْ ظَنَّـا اَنْ يُّقِيْمَـا حُدُوْدَ اللّـهِ অর্থ হল, যদি তারা উভয়ে আশা প্রকাশ করে যে

Scanned with CamScanner

আল্লাহর সীমারেখাগুলো পালন করে চলতে পারবে। আর আল্লাহর সীমারেখা বলতে বুঝায় তার নির্দেশাবলী।

কেউ কেউ বলেন- ظنا শব্দের অর্থ- দৃঢ়তা বা ইয়াকীন, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌র এ বিধানসমূহ হচ্ছে তালাক, ফিরিয়ে আনা, ফিদিয়া বা বিনিময়, ইদ্দত এবং ঈলা। আর তা বর্ণনা করা হল জ্ঞানীদের জন্যে, মূর্খদের জন্য নয়।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাত ও কিতাব এবং হিকমত যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যদ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।

২৩২. তোমারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দাতকালপূর্ণ কর, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে

স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামিগণকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে না। যা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাকে উপদেশ দেওয়া হয়। যা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ

এ আয়াতের মর্মকথা হল, হে লোকসকল! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিবে এবং তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে- ইদ্দত মানে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়, আর তা হল হায়িয ওয়ালীদের জন্য তিন قروء আর হায়িয বিহীনদের জন্য নির্ধারিত মাস- তখন ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে ফিরিয়ে আন, যদি رجعت করতে চাও যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ الخ আয়াতে معروف শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে, শরীয়ত যেভাবে অনুমতি দিয়েছে। যেমন- সহবাস ছাড়াও মাসের হিসেবের মাধ্যমে অর্থাৎ সহবাসের অনুপযোগী মহিলাদেরকে কথার মাধ্যমে رجعت করা। অথবা তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নিক। যদি رجعت কর, তবে তাতে যেন এ উদ্দেশ্য না থাকে যে, তার উপর অত্যাচার করবে অথবা খুলা' চাওয়ার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেবে, যে খুলা' তারা চাইতে বাধ্য হবে তোমাদের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের কারণে।

হযরত মসরুক (রা.) لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا আয়াত সম্পর্কে বলেন, তারা তালাক দিত আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে رجعت করে নিত। পরে আবার তালাক দিত। তারা স্থায়ীভাবে রাখার জন্য رجعت করতনা। ইহাই মহিলাদের জন্য ضرار বা ক্ষতির কারণ এবং আল্লাহর আয়াতকে নিয়ে খেল-তামাশা করার শামিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিল আবার ইদ্দত পূর্ণ করার আগে ফিরিয়ে নিল। এরপর আবার তালাক দিল। আবার رجعت করল এবং তাকে কষ্ট দিল, এজন্য এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত সুদ্দী لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا সম্বন্ধে বলেন, আনসারদের জনৈক সাহাবী সাবিত বিন বাশার তার স্ত্রীকে তালাক দেন। আবার প্রত্যাবর্তন করে আবার তালাক দেন। এভাবে নয় মাস কাটিয়ে দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনল সে যুলুম করল। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলী তথা হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ওহী অবতরণ এসবকে খেলা তামাশা বা বিদ্রুপের বিষয়বস্তু করনা। ইবনে শিহাব হযরত সুলাইমান বিন আরকম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হযরত হাসান (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন- মহানবী

Scanned with CamScanner

(সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিত বা দাস- দাসীকে আযাদ করে দিত, তাকে বলা হল তুমি কেন এরূপ করেছ? বা তুমি এ কি করলে? সে জবাব দিত এটা তো আমি খেলাচ্ছলে করেছি। হযরত হাসান (রা.) বলেন, এ প্রসঙ্গে وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে এমন নিয়ামত দান করেছেন যা সৃষ্টি জগতের আর কাউকে দেননি। অতএব শুকরিয়া আদায় কর, আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করে। আর কিতাব দ্বারা বুঝানো হয়েছে কুরআন যা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। حكمه হচ্ছে সুন্নতসমূহ, যা রাসূল (সা.) তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হিকমতের অর্থ নিয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। যার ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

يَعِظُكُمْ بِهٖ

এ কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে নসীহত করবেন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। জেনে রাখ আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন। আল্লাহ্ যা তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা যথাযথভাবে আমল কর।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আর জেনে রাখ হে লোক সকল, তোমাদের পরওয়ারদেগার যিনি তোমাদের জন্য বিধানসমূহ দিয়েছেন এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি সব কিছু জানেন। কোন কিছু তাঁর থেকে গোপন নেই। গোপনীয়ও প্রকাশ্য সব কথা জানেন। সুতরাং তোমরা অন্যায় করে নিজেকে ধ্বংস করো না।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

জনৈক ব্যক্তির এক বোন ছিল। তার এক চাচাত ভাই-এর সাথে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী তাকে তালাক দিয়ে رجعت করেনি। এভাবে ইদ্দত পূরো হয়ে গিয়েছিল। এর পর স্বামী তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তার ভাই অস্বীকৃতি জানায় এবং তাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করে অথচ মহিলা তার সাথে বিয়ে বসতে রাজী ছিল। এ উপলক্ষে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাবীলকারীদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- এ লোক মা'কল বিন ইয়াসার ছিলেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়েছিলেন, এবং তাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এরূপ রেখে দিলেন। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তিনি মহিলার তাজদীদে নিকাহ এর প্রস্তাব দিলেন। মহিলাটি ছিলেন হযরত معقل بن يسار এর বোন। হযরত معقل এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বলেন, ইদ্দতরত অবস্থায় সে চাইলে প্রত্যাবর্তন করে নিতে পারত, অথচ তখন প্রত্যাবর্তন করেনি। এখন এমন সময় প্রত্যাবর্তন চাচ্ছেন যখন মহিলা বায়িনা হয়ে গেছে। এজন্য তিনি তার কাছে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। যখন

এ আয়াত নাযিল হল, তখন তাকে আল্লাহ্র নবী আহবান করেন এবং এ আয়াত তাকে তিলাওয়াত করে শুনান। তখন সেই ব্যক্তি নিজের মতামত পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র নির্দেশকে প্রধান্য দেন।

কেউ কেউ বলেন, ঐ লোক জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রা.) ছিলেন। আর কেউ বলেন আলোচ্য আয়াতে যেকোন মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে থেকে আটকিয়ে না রাখতে বলা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, এখানে মহিলার ওলীকে নিষেধ করা হয়েছে যেন তাদেরকে নিকাহের ব্যাপারে বাধ্য করা না হয়।

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

আল্লাহ্ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মেয়েদেরকে নিকাহের ব্যাপারে নিষেধ দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে উপদেশ প্রদান করতঃ বলছেন- হে মানবকুল! যারা আল্লাহ্ তায়ালার উপর, শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তায়ালার একত্ব স্বীকার করে, তাঁর প্রভূত্ব স্বীকার করে, মৃত্যুর পর যে আবার জীবিত করা হবে তা বিশ্বাস করে, বিনিময় প্রদান করা হবে তা বিশ্বাস করে, সওয়াব এবং শাস্তি দেয়া হবে তা বিশ্বাস করে- তাদেরকেই এ আয়াতের দ্বারা নসীহত করা হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যেন মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা যদি অন্য স্বামীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চায় সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে বাঁধা দেয়া থেকে বিরত থাকে।

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ

এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম ও বিশুদ্ধতম পথ। আল্লাহ্ তায়ালা যা জানেন, তোমরা তা জাননা। মেয়েদেরকে নিকাহের ব্যাপারে এবং নতুন মোহর নির্ধারনের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, নতুন করে তাজদীদে নিকাহ ও মহর নির্ধারনের মাধ্যমে স্ত্রীগণকে ফিরিয়ে নেয়া তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেয়ে মহত্তম, ওলী, স্বামী-স্ত্রী সবার জন্য এবং তোমাদের অন্তর, স্ত্রীগণ ও স্বামীগণ- সকলের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি থেকে পবিত্রতম। এতে করে স্বামী স্ত্রীর ভাল বাসার কারণে, অপরদিকে অভিভাবকের অসম্মতির কারণে অবৈধ পন্থায় মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে পবিত্র থাকা সম্ভব।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

আল্লাহই তাদের অন্তরের কথা জানেন, জানেন তাদের বিষয়াদি। আল্লাহ্ যা জানেন তা তোমরা জাননা। অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে জান না।

Scanned with CamScanner

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ
اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط
وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا
سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا
يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৩. যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তাদিদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারিও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতিও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারও কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে, তা যদি অর্পণকর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ ভয় কর এবং যেনে রাখ যে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় তাদের

স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দতকালপূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

অর্থাৎ ঐ সব মহিলা যাদেরকে তালাকে বায়িন দেয়া হয়েছে, তাদের যদি সন্তান থাকে, সে সন্তান যদি তাদের তালাক দাতা স্বামীর হয় এবং এ সন্তান যদি তালাক দেয়ার আগে জন্ম নিয়ে থাকে বা পৃথক হওয়ার আগে সহবাস করেছিল-সেই সহবাসের দ্বারা যদি কোন সন্তান হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে অন্য মহিলা বা ধাত্রী দিয়ে দুধ খাওয়ার চেয়ে সন্তানের মা ইচ্ছে করলে দুধ খাওয়াতে পারবে এবং নিজের মায়ের অধিকারই বেশী। বাচ্চাকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে স্ত্রীদের উপর কোন বাধ্য বাধকতা নেই। যদি সন্তানের পিতা থাকে এবং সে যদি স্বচ্ছল হয়, তবে সে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, আর যদি তার সামর্থ না থাকে অন্যরা সেই ব্যবস্থা করবে।

আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দেন যে, পিতা-মাতা যদি বাচ্চাকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে অপরাগ হয়, সেই ক্ষেত্রে অন্যরা দুধ পান করাবে। তখন মাতা-পিতার জন্য দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ দ্বারা যখন মাতা-পিতা দুধ পান করানোর ব্যাপারে মতবিরোধ করবে সে ক্ষেত্রে দুধ পান করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা মায়ের উপর দুধ পান করানো ফরয, একথা বুঝানো হয়নি। حولين অর্থাৎ দু'বছর। হযরত আবূ উবাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত উসমান (রা.) এর কাছে এক মহিলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল যে, উক্ত মহিলা ছয় মাস গর্ভ ধারণ করে সন্তান জন্ম দিয়েছেন। হযরত উসমান (রা.) বললেন ছয় মাসে সন্তান জন্ম দেয়ার মধ্যে মন্দ আচরণ ছাড়া আর কিছুই দেখছিনা। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করলে গর্ভধারনের মেয়াদ ছয় মাসই হয়। এবং তিনি দলিল হিসেবে وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াত খানা তিলাওয়াত করলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) তার বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। কেউ কেউ বলেন এ আয়াতখানি দুধ খাওয়ানোর সীমা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন পিতা-মাতা সময় নিয়ে মতবিরোধ করবে। একজন নির্ধারিত দিন পূর্ণ করতে চাইবে, অপরজন কম দিনে দুধ বিচ্ছিন্ন করতে চাইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার বাণী وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা দুধ পান করানোর সময়সীমা বর্ণনা করেছেন, আর তা হল পূর্ণ দু'বৎসর। এ অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য যে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে

Scanned with CamScanner

ইচ্ছুক। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا অর্থাৎ তোমরা ইচ্ছে করলে দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেও বুকের দুধ ছাড়াতে পার অথবা দু বছরের পরও ছাড়াতে পার। হযরত সাওরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ আল্লাহ্র বাণী- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে দু বৎসর পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। পিতা-মাতা যদি দু'বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে বুকের দুধ ছাড়াতে চায় এবং সেক্ষেত্রে যদি উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে অবশ্যই দু'বছর পুর্ণ করতে হবে। আর যদি উভয়ে রাজী হয় তবে দু'বছরের আগেও বুকের দুধ ছাড়াতে পারে। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

কেউ বলেন- আল্লাহ্ তায়ালার বাণীর মর্ম কথা হচ্ছে দু বৎসরের পর বুকের দুধ খাওয়ানো যাবেনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন- দু বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর দুধ খাওয়ানো হারাম। কেউ কেউ উক্ত আয়াতের মর্মকথা এভাবে বলেন, মায়ের উপর ফরয দু'বৎসর বুকের দুধ খাওয়ানো। এরপরও তাদেরকে অর্থাৎ মাতা-পিতাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। বাচ্চার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইচ্ছে করলে দু' বৎসর পূরো হওয়ার আগেও বুকের দুধ ছাড়াতে পারে।

উক্ত বক্তব্যাদির মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত ইবনে উমরের (রা.) বক্তব্যই সর্বোত্তম। তা হল পিতা মতবিরোধ করলে দুধ পানের সময় সীমা পূর্ণ করতে হবে, আর তা হল দু'বছর। দু'বৎসর পর দুধ খাওয়ালে হারাম হবে, সন্তান ছয়মাস গর্ভে থাকুক, সাত মাস থাকুক, আর নয় মাস থাকুক।

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ সন্তানের পিতা সন্তানের মাকে দুধ খাওয়ানোর বিনিময়ে খোরপোষ দেবে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাবার দেবে এবং কাপড় চোপড় দেবে। আর আল্লাহ্র বাণী بالمعروف শব্দের অর্থ সন্তানের পিতা সামর্থ্য অনুযায়ী মাকে খাবার ও পোষাক ইত্যাদি দেবে।

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষ অর্থাৎ সন্তানের পিতার উপর এমন কিছু ওয়াজিব করেননা, যা দেয়ার মত তার সামর্থ্য নেই। বরং আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ সামর্থবানরা যেন নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী খরচ করে।

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা সন্তান এর জন্য পিতা মাতাকে কষ্ট দেন না।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- উক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে সন্তানের

জন্য পিতার যেন কষ্ট না হয়। অর্থাৎ মাতা দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবেনা, যাতে এটা পিতার কষ্টের কারণ হয়। এমনিভাবে মাকেও কষ্ট দেয়া যাবে না। যেমন মাতা সন্তানকে দুধ পান করাতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া যাবেনা। এর ফলে মাতার মনে কষ্ট লাগবে।

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

আর উক্ত নিয়ম অনুযায়ী সন্তানের ভার অর্পিত হবে-ওয়ারিসদের উপর, যদি পিতা মারা যান এবং ওয়ারিশ বেঁচে থাকেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ এ আয়াতের অর্থ হল, সন্তানের পিতার উপর দুধ খাওয়ানোর যে বিনিময় আদায় করা ওয়াজিব ছিল, তেমনি সন্তানের পিতার সামর্থ না থাকলে যারা তার ভবিষ্যৎ ওয়ারিশ হবে, তারা নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ হারে শিশুর ব্যয়ভার বা দুধ খাওয়ানোর খরচ বহন করবে।

কারো মতে, এখানে ওয়ারিশ বলে রক্ত সম্পর্কিত মুহাররাম আত্মীয় বোঝানো হয়েছে। যারা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় তবে মুহারাম নয়- যেমন চাচাত ভাই, ফুফাত ভাই এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়নি। হযরত আবূ হানিফা, হযরত আবূ ইউসুফ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ মত পোষণ করেন। হযরত. আবু জাফর (রা.)-অনুরূপ তাবীল করে বলেন, পিতার উপর যা আবশ্যক, পিতার অবর্তমানে সন্তানের ওয়ারিশগণের উপর তাই আবশ্যক হবে।

কেউ কেউ এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, এখানে ওয়ারিশ বলতে পিতা-মাতার একজন মারা গেলে অপরজনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে মুবারক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত সুফিয়ান (রা.)-কে বলতে শুনেছি, এক শিশুর চাচা ও মা জীবিত ছিল। মা তাকে বুকের দুধ পান করাত। সুফিয়ান (র.) বললেন, দুধপান করানোর দায়িত্ব দু'জনেরই। সুতরাং মা সম্পত্তিতে যে অংশের মালিক হবেন সেই অনুপাতে চাচা দুধ পানের খরচ কম দিবেন, কারণ পিতা জীবিত না থাকলে মাকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবে। مثل ذلك সম্পর্কে তাফসীরকারীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন- বাচ্চার ওয়ারিশের উপর দায়িত্ব অর্পিত হবে সন্তানের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এবং তাও হবে যখন সন্তানের কোন মাল না থাকবে। হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ওলী যে বাচ্চার দায়িত্ব নেয় এবং যখন বাচ্চার কোন মাল না থাকে। হযরত হাসান, কাতাদাহ (রা.) এবং তার মত অন্যরাও হযরত শা'বী (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। কারো মতে وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ অর্থ হচ্ছে ওয়ারিশদেরকে বাধ্য করা যাবে। হযরত দিহাক বিন মাযাহিম, শাবী, মুজাহিদ, ইবনে শিহাব এবং সুফিয়ান (রা.) অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, বাচ্চার মাকে খোর পোষ দেওয়া ওয়াজিব যেমনটি ওয়াজিব ছিল স্বামীর উপর। হযরত দিহাক হতে বর্ণিত, তিনি

Scanned with CamScanner

বলেন, বাচ্চার যদি কোন মাল না থাকে, কোন জ্ঞাতি বা স্বগোত্রীয় লোক না থাকে, সেক্ষেত্রে মাকে কোন পারিশ্রমিক ব্যতিত দুধ খাওয়ানোর জন্যে বাধ্য করা হবে।

হযরত আবূ জা'ফর বলেন, এর অর্থ হচ্ছে মা অভাবগ্রস্থ হলে সেই ক্ষেত্রে সন্তানের মাকে নিয়ম অনুযায়ী যেই খরচ দেয়া পিতার উপর ওয়াজিব ছিল, সেই খরচ পিতার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবক দেবে। সকল তাবীলের মধ্যে এ তাবীল সর্বোত্তম।

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

অর্থাৎ যদি কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পিতা-মাতা সন্তানকে বুকের দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছে করে, তাহলে কোন গোনাহ হবে না।

فصال শব্দটি মসদর। যেমন কারো সাথে মিলা-মিশা পরিত্যাগ করতে আরবরা বলে থাকে। فاصلت فلانا افاصله مفاصلة وفصال এমনিভাবে فصال الفطيم বলা হয় মায়ের স্তনের দুগ্ধ ছেড়ে দিয়ে বয়স্ক লোকদের খাবার গ্রহণ শুরু করা।

হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً এর অর্থ হল- যদি দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে দুধ ছাড়াতে চায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন দু'বছর পুরা হওয়ার আগে ও বুকের দুধ ছাড়ানো যাবে আবার দুবছর পুরো হওয়ার পরও ছাড়ানো যাবে। হযরত ইবনে যায়িদ বলেন- দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ছাড়ানো যাবে। অন্যরা বলেন পিতা-মাতা রাজী হলে যে কোন সময় বুকের দুধ ছাড়ানো যাবে। উক্ত তাবীল সমুহের মধ্যে সর্বোত্তম তাবীল হল পিতা-মাতা সম্মত হলেই দু'বছরের মধ্যে যে কোন সময় বুকের দুধ ছাড়াতে পারে; কিন্তু দু'বৎসর পূর্ণ হলে সম্মতির আর প্রয়োজন নেই, যেহেতু দুধ পান করানোর কাল সমাপ্ত হয়েছে। দুধ পান করার বিনিময় স্বরূপ স্বীকৃত বিনিময় গ্রহণ করলে কোন গোনাহ হবে না। আর মা দুধ পান করাতে অস্বীকার করলে অন্য ধাত্রী দিয়ে দুধ পান করানো যাবে।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ অর্থ হচ্ছে- যদি স্ত্রী বলেন- আমার শক্তি নেই বাচ্চাকে দুধ পান করানোর, সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েকে দিয়ে দুধ খাওয়ানো যাবে।

হযরত সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যদি বাচ্চার মা দুধ পান করাতে অস্বীকার করে, সেই ক্ষেত্রে পিতা অন্য মেয়ে দিয়ে দুধ পান করাতে পারবে।

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

যখন সন্তানের মাতা যত দিন দুধ পান করিয়েছেন তত দিনের মজুরী হিসেব করে দেয়া হবে, তখনই কেবল অন্য মহিলার দ্বারা বাকী দিনগুলো দুধ পান করানোর মধ্যে কোন দোষ নেই।

হযরত মুজাহিদ বলেন إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বাচ্চার

দুধ পান করানোর বিনিময় দেওয়া।

হযরত ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আতা (রা.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন- বাচ্চার মা বা অন্য মহিলাকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে স্থীরকৃত বিনিময় প্রদান করলে এবং তা গ্রহণ করলে তাতে কোন দোষ বা গোনাহ নেই।

হযরত আবু জাফর বলেন - এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে- তালাকে বায়িনের পর শিশুর মা যদি শিশুকে দুধ পান করায়, সেই ক্ষেত্রে পিতা তাকে বিনিময় দেবে এবং তা আল্লাহ তায়ালা ফরয করেছেন। তেমনিভাবে সন্তানের কল্যানার্থে অন্য মহিলা দিয়ে দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করবে যদি মাতা দুধ পান করাতে অক্ষম হয়।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, যা আল্লাহ ফরয করেছেন পরস্পরের প্রতি, তা আদায় কর। পুরুষের উপর স্ত্রীর হক এবং স্ত্রীর উপর পুরুষের হক এবং সন্তনাদের হক যথাযথ আদায় করার বেলায় আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা আমল করছ তা আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন। হে মানব! তোমরা প্রকাশ্যে গোপনে ভাল খারাপ যা করছ সব আল্লাহ দেখেছেন।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়। তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোক পত্নী রেখে মারা গেলে সেই পত্নী গর্ভবর্তী না হলে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজকে বিরত রাখবে বিবাহ হতে, সুগন্ধি ব্যবহার করা থেকে, সাজ গোঁজ করা থেকে, স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় যেই ঘরে ছিল, সে ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়া থেকে। তবে গর্ভবর্তী হলে সে ক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজকে উপরোক্ত কাজ হতে বিরত রাখবে। যখন সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তখন ইদ্দত শেষ হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ ইদ্দত হচ্ছে স্বামী মৃতা স্ত্রীর ইদ্দত। তবে স্ত্রী এক্ষেত্রে গর্ভবর্তী হলে, তার ইদ্দত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর স্ত্রী রঙিন কাপড় পরিধান করবে না, সুগন্ধি লাগাবে না, সুরমা লাগাবে না, মাথা আচড়াবে না।

কেউ বলেন- স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কেবল স্বামী গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। সুগন্ধি লাগানো, সাজ-গোজ করা স্বামীর ঘরে অবস্থান না করা ইত্যাদি নিষেধ করা হয়নি। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সাজ-গোজ করতে পারবে এতে তিনি দোষ মনে করেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, স্বামী মরে গেলে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। এটা স্বামীর গৃহে বসে পালন করা আবশ্যক নয়, বরং যেখানে ইচ্ছা, সেখানে অবস্থান করেই ইদ্দত পালন করতে পারবে। হযরত আবুল আলিয়া

Scanned with CamScanner

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি বলেছিলাম কেন চার মাসের সাথে দশ দিন যুক্ত করা হল? তখন তিনি বলেন, এ দশ দিনের মধ্যে রূহ প্রেরণ করা হয়।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর যখন চার মাস দশ দিন ইদ্দত পূরণ হয়ে যাবে, তখন সাজ গোজ করা, ঘরের বাইরে যাওয়া, অপর স্বামীর সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে কোন গোনাহ নেই। بالمعروف এর অর্থ নিকাহে হালাল।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

হে ওলীগণ! আল্লাহ তোমাদের সব ব্যাপারে অবগত আছেন। তোমরা মেয়েদেরকে যে বিয়েতে বাঁধা দিচ্ছ, যেখানে তারা নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করতে চায় তা করতে দিচ্ছনা- এ সব ব্যাপারে আল্লাহ অবগত আছেন। তার কাছে কোন কিছু গোপন নেই।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৫. স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করবে না, নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

২৩৬. যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ কর এবং তাদের জন্য মাহ্র ধার্য কর, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কর, স্বচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অস্বচ্ছল তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, ইহা নেককার লোকদের কর্তব্য।

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মাহ্র ধার্য করে থাকে তবে যা তোমরা ধার্য কর তার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধনে রয়েছে সে মাফ করে দেয়; এবং মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হবে না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এ আয়াতে تعريض অর্থ একথা বলা যে, আমি বিয়ে করতে চাই। আমি এই মহিলাকে পছন্দ করি শরীয়ত সম্মত ভাবে এরূপ প্রস্তাবনা করতে পারে। হযরত আবদুর রহমান বিন আল কাসিম (রা.) বলেন প্রস্তাব বলতে পুরুষ মহিলাকে ইদ্দতের ভিতর বলবে, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী এধরনের কথা। أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ অন্তরে নিকাহের সংকল্প গোপন রাখলে কোন গোনাহ নেই। হযরত সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ এর অর্থ মহিলাকে বিয়ে করার কথা গোপন রাখা।

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

এর অর্থ হল- মুখে তাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া। হযরত হাসান (রা.)

Scanned with CamScanner

বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া। তাবীলকারীদের মধ্যে سـر শব্দের মর্মকথা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা বান্দাহকে নিষেধ করেছেন। কেউ বলেন, এর অর্থ 'যিনা'। হযরত জাবির বিন যায়েদ (রা.) বলেন- لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا এর মানে 'যিনা'। হযরত ইবরাহীম (রা.)ও এভাবে অর্থ নিয়েছেন।

হযরত রবী হতে বর্ণিত, উক্ত শব্দের অর্থ- ফাহিশা বা অশ্লীল কথা বলা। হাসান ও এ রকম বলেন। কেউ বলেন এর অর্থ ইদ্দতের ভিতর তাদের থেকে এমন ওয়াদা নেবেনা যে, সে তোমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করবেনা।

হযরত ইবনে আব্বাস(রা) বলেন, 'আমি তোমার প্রতি আসক্ত, আমাকে ওয়াদা দাও ইদ্দত শেষ হলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।' এ রকম বলা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে।

إِلَّا أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

তবে এখানে গোপনে সংকল্প করাকে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেছেন। ইদ্দতের ভিতরও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রস্তাব করার বিষয়টি বৈধ করেছেন।

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) বলেন আয়াতের মর্মার্থ হল- ইদ্দতের ভিতর এরূপ কথা বলা যাবে আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট, আমি তোমাকে পেতে চাই, তোমার সাথে একত্র হতে চাই।

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَجَلَهٗ

অর্থাৎ স্বামী মরে গেলে চার মাস দশ দিন, আর গর্ভ ধারিনী হলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে ইদ্দত। এ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করনা। কারণ আল্লাহ কুরআনেই এর সময় সীমা নির্ধারন করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَجَلَهٗ মানে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! জেনে রাখ তোমাদের অন্তরের সব কিছু আল্লাহ জানেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। বিবাহ বন্ধনের সংকল্প ইদ্দতের অবসানের আগে করনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً

স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ না করেই বিয়ে করা এবং সহবাস না করেই তালাক দেয়ার মধ্যে কোন গোনাহ নেই। এখানে مس শব্দের অর্থ সহবাস, فريضة শব্দের অর্থ মোহর।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- مس শব্দ দিয়ে এখানে সহবাস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ "আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি।" অর্থাৎ আমার সাথে কেউ সহবাস করেনি।

وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ

অর্থাৎ বিয়ের পর সহবাস করার আগে তালাক দিলে এবং মোহর নির্ধারিত না থাকলে মোহর দিতে হয় না বটে, তবে আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে কিছু দাও।

এ আয়াতের মর্মকথা নিয়ে তাবীলকারীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে মুতা হিসেবে স্ত্রীদেরকে কি দেয়া স্বামীদের উপর কর্তব্য তা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, মুতার সর্বোচ্চ স্তর হল কোন সেবক বা দাস দান করা। এর পর নগদ অর্থ, এরপর পরিধেয় বস্ত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত দাউদ শাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে (শাবী (রা.)-কে) জিজ্ঞেস করলাম মুতা কি দিয়ে দেয়া হবে? তিনি বললেন, উড়না, ব্লাউজ ও চাদর।

হযরত সালেহ বিন সালেহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত আমির (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল কোন লোক তার স্ত্রীকে কি পরিমাণ মুতা দিবে? তিনি বলেন- পুরুষ তার সম্পদের অবস্থা অনুযায়ী দেবে।

কেউ কেউ বলেন- যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মোহরানা নিয়ে মতবিরোধ হবে, তখন তার সমপর্যায়ের অন্যান্য মহিলাকে যেই মোহর দেয়া হয়েছে তার অর্ধেক দেবে। এটাই হচ্ছে হযরত আবু হানিফা (রা.) এবং তার অনুসারীদের মতামত। ومتعوهن শব্দের হুকুম নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে, কেউ বলেন- মুতা ওয়াজিব আবার কেউ বলেন মুস্তাহাব। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মুতা দেওয়া ওয়াজিব, সহবাস করা হোক বা নাই হোক। অন্যরা বলেন- তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মুতা দেওয়া প্রত্যেক স্বামীর উপর ওয়াজিব তবে, এটা ওয়াজিব হবে ঐ সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য যাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করা হয়নি। আর যদি মোহর নির্ধারণ করা হয় এবং সহবাসের আগে তালাক দিয়ে দেয়া হয়, তবে ঐ মহিলা মুতা পাবেনা, বরং নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। হযরত নাফে' (র.) বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য মুতা ওয়াজিব, তবে যে মহিলাকে সংগমের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে এবং তার মোহরও নির্ধারণ করা হয়েছে সে মুতা পাবে না বরং মোহরের অর্ধেক পাবে।

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

তোমরা শরীয়ত সম্মতভাবে তাদেরকে দান কর। এটা যারা সৎকর্মশীল, যারা আল্লাহ আনুগত্য করেন, তার নির্দেশ পালন করেন তাদের জন্য ওয়াজিব।

Scanned with CamScanner

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যদি সহবাসের আগে তালাক দেওয়া হয়, তা হলে স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে, যদি মোহর নির্ধারিত থাকে।
যে সকল মহিলা অর্ধেক মহরের মালিক হবে, তারা যদি অনুগ্রহবশতঃ তোমাদের (স্বামীদের) জন্য তা ছেড়ে দেয় তা হলে তা তোমাদের উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। তবে মোহর ছেড়ে দেয়ার জন্য মহিলাগণ বালিগ ও জ্ঞানবান হতে হবে।
হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, যদি কেউ তার স্ত্রীকে সহবাসের আগে তালাক দেয় এবং তার জন্য মোহর নির্ধারিত থাকে তা হলে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। তবে মহিলাটি ক্ষমা করে দিলে দিতে পারে। হযরত ইবনে শিহাব বলেন- মহিলা সাইয়িবা হলেই অর্থাৎ আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, সেই রকম হলে ক্ষমা করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। এক্ষেত্রে অভিভাবকরা মহিলার উপর জোর খাটাতে পারবেন না। কারণ সে তার বিষয় সম্পর্কে অধিক দাবীদার। সে চাইলে তার পাওনা (মহরের অর্ধেক) ক্ষমা করে দিতে পারে আবার চাইলে তা আদায় ও করে নিতে পারে।

اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

এর দ্বারা বাকেরা মহিলার অভিভাবক বুঝানো হয়েছে।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার পক্ষে, অতএব যদি কোন বাকেরা মহিলা তার পাওনা ক্ষমা করে দেয় তবে ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যদি সে ক্ষমা করে না দেয় এবং তার অভিভাবক ক্ষমা করে দেয়, তা হলে মেয়েটি অস্বীকার করলেও মোহর রহিত হয়ে যাবে।
হযরত আবু বিশর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত তাউস ও মুজাহিদ (র.) প্রথমে উক্ত আয়াতে بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ দ্বারা অভিভাবক অর্থ নিতেন। পরে তারা মত পরিবর্তন করে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী। আবূ সালেহ বলেন بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অর্থ কুমারী মেয়েরে অভিভাবক।
হযরত যুহরী (র.) বলেন, الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ এর অর্থ পিতা। হযরত মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত যায়েদ এবং রবী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ হচ্ছেন কুমারী মেয়ের পিতা এবং দাসীর মনিব। হযরত ইকরামা (র.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়েছেন ক্ষমা করার এবং আল্লাহ ক্ষমার নির্দেশ ও দিয়েছেন; সুতরাং যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় তা হলে তা জায়িয হবে। আর যদি ক্ষমা না করে এবং ওলী ক্ষমা করে দেয় তা হলে তা কার্যকরী হবে।
কেউ কেউ বলেন- উক্ত আয়াতে স্বামীর কথাই ধরা হবে। তখন অর্থ হবে স্বামী অর্ধেকের পরিবর্তে স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দেবে। হযরত অলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ দ্বারা মুরাদ নেয়া হবে স্বামী, যার হাতে এখনো বিবাহের বন্ধন রয়ে গেছে। ঈসা বিন আসিম বলেন, হযরত আলী (রা.) হযরত শুরাইহ (রা.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন- এর মর্মার্থ হচ্ছে ওলী, তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, না বরং স্বামীকেই

উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
হযরত সালেহ বিন কায়সান থেকে বর্ণিত, হযরত জুবাইর বিন মুতইম এক মহিলা কে বিয়ে করে সঙ্গমের আগেই তালাক দেন এবং তাকে পূর্ণ মোহর দেন তিনি اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেন। হযরত শাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামী ইচ্ছে করলে পূর্ণ মোহর দিতে পারে। এভাবে হযরত কাতাদাহ ও রিওয়ায়ত করেন। হযরত সাঈদ বিন আবদুল আযীয বলেন, আমি এ আয়াতের তাফসীর এভাবে শুনেছি- اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ দ্বারা স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়। তারা কিছুই নেবেনা। আর اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ দ্বারা স্বামীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সে সব কিছুই ছেড়ে দেবে, স্ত্রী থেকে কিছুই চাইবেনা। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, সঠিক বক্তব্য হল- بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওলী, যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে।

وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

কারো মতে এর দ্বারা পুরুষ-মহিলা সবাইকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত সাঈদ বিন আবদুল আযিয (র.) বলেন, আমি এ আয়াতের তাফসীর করতে শুনেছি। অনেক তাফসীর কারকই। تعفو দ্বারা স্বামী-স্ত্রী সবাইকে বুঝিয়েছেন। এসব মতামতের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতই উত্তম আর তা হচ্ছে- আল্লাহ তায়ালা স্বামী ও স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর স্বামীর উপর যা ওয়াজিব ছিল বাকী থাকলে তা ছেড়ে দিবে আর বাকী না থাকলে তা পরিপূর্ণ করে দেয়া তাকওয়ার নিকটবর্তী কাজ।

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের মধ্যে উদারতার কথা ভুলবে না। যে ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিল, তার অনুগ্রহ হল স্ত্রীর সম্পূর্ণ মোহর আদায় করা, যদি ইতিপূর্বে দিয়ে না থাকে। আর যদি তালাকের পূর্বে পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়, তাহলে তা আর ফিরিয়ে আনবে না। এটাই হচ্ছে অনুগ্রহ। তবে এ ক্ষেত্রে অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে আনা তার জন্য বৈধ। এমনিভাবে যদি স্বামী অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে আনতে চায়, আর স্ত্রী মহরের সকল টাকা ফিরত দিয়ে দেয়, তাহলে এটা হবে স্ত্রীর অনুগ্রহ। আর যদি তালাকের পূর্বে স্ত্রী মোহর গ্রহণ না করে থাকে, এমতাবস্থায় তার পাওনা অর্ধেক মোহর যদি ছেড়ে দেয়, তবে তা হবে স্বামীর প্রতি তার অনুগ্রহ। যদি কেউই এমন অনুগ্রহ করতে রাজী না হয়, তবে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেকের মালিক স্ত্রী হবে।
হযরত সাইদ বিন জুবাইর ইবনে মুতইম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি হযরত সাদ বিন আবু ওককাস (রা.) এর নিকট গেলেন। তিনি তার নিকট এক মেয়েকে বিয়েকে করার জন্য অর্পন করলেন। তখই তিনি তাকে বিয়ে করলেন কিন্তু বের হয়ে এসেই আবার তাঁকে তালাক দিলেন এবং মোহর পাঠিয়ে দিলেন। তাকে বলা হল আপনি কেন বিবাহ করেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি প্রস্তাব করেছেন, আমি তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে অপছন্দ করলাম। বলা হল তা হলে কেন মোহর পাঠিয়ে দিলেন? তিনি জবাব দিলেন,

Scanned with CamScanner

তা না হলে অনুগ্রহ হবে কিভাবে? অর্থাৎ আমি وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ এর উপর আমল করতে গিয়ে তা করেছি। হযরত মুজাহিদ বলেন- وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ আয়াতের মর্মকথা হল- স্বামী পূর্ণ মোহর দেবে অথবা স্ত্রী অর্ধেক ছেড়ে দেবে।

إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

হে মানুষগণ! অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে তা নিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবই প্রত্যক্ষ করছেন। অর্থাৎ কে ছেড়ে দিচ্ছে আর কে আদায় করছে, তা দেখছেন। আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নেই। বরং তিনি প্রত্যেক কিছু গণনা করছেন এবং সংরক্ষণ করছেন।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ
قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ج فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ج وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ اِخْرَاجٍ ج فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ
اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৩৮. তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে;

২৩৯. যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় কর। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জান না।

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীগণকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের ওসীয়াত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২৪১. তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

২৪২. এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝিতে পার।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা যত্নবান হও সকল নামাযের প্রতি, বিশেষ করে আসরের নামাযের প্রতি যত্ন নাও বেশী। আর দন্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায়। অর্থাৎ সকল ফরয নামায নির্ধারিত সময়ের ভিতর আদায় কর। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি সতর্ক থাক বেশী। তা আদায় করতে ভুলে যেওনা।

اَلصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে- কেউ কেউ বলেন- আসরের নামাযের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস এবং আবু হুরায়রা (রা.)ও একই কথা বলেন, হযরত ইবনে উমর মনে করেন আসরই হচ্ছে মধ্যবর্তী নামায।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন এর অর্থ আসরের নামায। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আমাদেরকে আবু কুরাইব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে হযরত ওকী বর্ণনা করেন, তিনি দাউদ বিন কাইস থেকে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ বিন রাফে' বর্ণনা করেন, তিনি উম্মে সালমার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে উম্মে সালমা নির্দেশ করেন তাকে কুরআন শরীফের একটি কপি লিখে দেয়ার জন্য। তিনি বলেন- যখন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতে আসবে, তখন আমাকে বলবে। যখন আমি তা জানালাম, তিনি সেখানে লিখে দিলেন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصلوة العصر وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

হযরত হাসান এবং আবু আইয়ুব বলেন এ আয়াতে اَلصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى মানে আসরের নামায।

হযতর কাতাদাহ (রা.) حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এর অর্থ বর্ণনা করে বলেন, আসরের নামাযের আগে দিনে দু' ওয়াক্ত নামায এবং রাত্রে দু' ওয়াক্ত নামায আছে এবং মাঝ খানে হচ্ছে আসরের নামায। সুতরাং এখানে আসরের নামাযকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মুশরিকরা রাসূল (সা.)-কে আসরের সময় বেশী মশগুল রাখল। যার কারণে আসরের নামায আদায় করতে দেরী হয়ে গেল, এমনকি সূর্য লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করল। তিনি বলেন, আমাদেরকে তারা মধ্যবর্তী নামায থেকে দূরে রেখেছে। আল্লাহ তাদের মুখ এবং কবর দুযখের আগুনে পূর্ণ করুন। এ হাদীস হযরত আলী (রা.) বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেন।

কেউ বলেন - اَلصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى মানে যুহরের নামায। হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) বলেন - اَلصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى মানে যুহরের নামায।

অন্য একদল বলেন, এ আয়াতের একটি কিরাত নিম্নরূপ- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ

Scanned with CamScanner

নামাযে চুপ থাকা, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, নামাযে কথা না বলা। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন قنوت অর্থ السكوت, হযরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা নামাযে দঁড়িয়ে কথা বলতাম। একজন অপরজনের কাছে প্রয়োজনের কথা বলতেন, একে অপরের খোঁজ খবর নিতেন, কেউ সালাম দিলে জবাব দিতেন। একদিন আমি এসে সালাম করলাম। কেউই তার জবাব দিলেন না। এটা আমার কাছে গুরুতর মনে হল। যখন মহানবী (সা.) নামায শেষ করলেন, তখন তিনি বললেন- আমাকে কেবল মাত্র যে বিষয়টি তোমার সালামের জবাব দিতে বাধা দিয়েছে, তা হচ্ছে- আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা قانتين হয়ে নামায আদায় করি। নামাযে যেন কথা না বলি। কারণ قنوت অর্থ হচ্ছে নিরব থাকা। হযরত ইবনে যায়দ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ সম্পর্কে বলেন, যখন তোমরা নামাযে দাড়াও, তখন নিরব থাক, কথা বলনা। তিনি আরও বলেন- قانت নামাযী হচ্ছেন, যিনি নামাযে কথা বলেন না।

কেউ কেউ বলেন- আলোচ্য আয়াতে কুনুত দ্বারা বুঝানো হয়েছে রুকু করা ও তাতে বিনম্রতা অবলম্বন করা। তাঁরা বলেন, আয়াতের অর্থ হবে- তোমরা নামাযে দাঁড়াও বিনম্র হয়ে তোমাদের বাহুগুলোকে সংরক্ষণ করে, অনর্থক কাজ ও খেলা তামাশা না করে। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কুনুত হচ্ছে দীর্ঘ রুকু করা ও চক্ষু অবনমিত রাখা, বাহুকে বিনম্র রাখা এবং আল্লাহর ভীতি অন্তরে রাখা। উলামায়ে কিরাম যখন নামাযে দাঁড়ান, তখন এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করা, নামাযের স্থান হতে পাথর দূর করা, অনর্থক কোন কাজ করা অথবা পার্থিব কোন বিষয়ে অন্তরে উদয় হওয়া থেকে আল্লাহকে ভয় করেন, তবে ভুলক্রমে এগুলোর কোনটি ঘটে গেলে তা ব্যতিক্রম। হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কুনুত হচ্ছে নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। কেউ কেউ বলেন- এখানে কুনুত বলতে দু'আ বুঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে-তোমরা আগ্রহের সাথে নামাযে দন্ডায়মান হও। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- এসব মতের মধ্যে সর্বাধিক সঠিক মত হচ্ছে- قانتين অর্থ مطيعين, কারণ قنوت শব্দের অর্থ হল আনুগত্য। আর নামাযে নিরব থাকার মাধ্যমেও আল্লাহর আনুগত্য হয়, যেহেতু নামাযরত অবস্থায় কথা বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তা হলে আয়াতের অর্থ হবে তোমরা নামাযের মধ্যে পরস্পর কথা-বার্তা বলা পরিত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ কর।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ আর তোমাদের যদি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য প্রকাশ করতঃ যথারীতি নামায পড়তে ভয় হয়, তাহলে জমিনে দাড়ানো অবস্থায় বা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় কর। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর ভয় হলে হাটারত অবস্থায় নামায আদায় কর। হযরত ইব্রাহীম হতে রিওয়ায়ত রয়েছে, তিনি বলেন, আমি

وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وصلوة العصر-

হযরত নাফে' হতে বর্ণিত- উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর একজন দাস ছিলেন। তিনি তাঁকে পবিত্র কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং বলে দিলেন- যখন তুমি حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ আয়াতে আসবে, তখন আর লিখবেনা যতক্ষণ না আমি তোমাকে বলে দিব, যেভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি। অতঃপর যখন তিনি উক্ত আয়াতে পৌছলেন তখন হযরত হাফসা (রা.) এর নির্দেশ লিখলেন-حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وصلوة العصر- وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

হযরত নাফে (রা.) বলেন, আমি লিখিত ঐ কপি পড়েছি এবং তাতে واو লিখিত দেখেছি।

কেউ বলেন, 'মধ্যম নামায' দ্বারা মাগরিবের নামায বুঝানো হয়েছে। হযরত ইসহাক বিন আবু ফারওয়া একজন বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেন, তিনি কবিলা বিন উয়াইব হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, 'মধ্যম নামায' বলতে মাগরিবের নামায বুঝানো হয়েছে। তুমি কি দেখনা- এ নামায কমও নয় বেশীও নয়, সফরের সময়ও তা কমানো হয়না। রাসূল (সা.) তা সময় আসলেই দেরী না করে আদায় করতেন। আবার সময়ের পূর্বেও আদায় করতেন না।

কেউ কেউ বলেন- আলোচ্য আয়াতে মধ্যম নামায বলতে ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- صَلٰوةِ الْوُسْطٰى হচ্ছে ফজরের নামায। হযরত আবু রাজা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে বসরার মসজিদে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়লেন। এরপর বললেন- ইহাই হচ্ছে মধ্যম নামায যা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

কেউ বলেন- ইহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে কোনটি হতে পারে। আমরা নির্দিষ্ট করে কোন এক ওয়াক্তকে পরিচয় করতে পারি না। সঠিক মত হচ্ছে যা মহানবী (সা.) এর বিভিন্ন হাদীস থেকে অত্র আয়াতের তাফসীর স্বরূপ ব্যবহৃত হচ্ছে, তা থেকে প্রকাশিত হয়েছে صَلٰوةِ الْوُسْطٰى হচ্ছে আসরের নামায।

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

তাবীলকারীরা এ আয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। قانتين সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন- এর অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতঃ নামাযে দাড়ানো এবং আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে নামায আদায় করা। যা নামাযে করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। হযরত শাবী, জাবির বিন যায়েদ (রা.) এভাবে রিওয়ায়ত করেন। হযরত দ্বিহাক উক্ত আয়াতের মুলকথা এভাবে বলেন- অন্য ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্যে দাড়ায়, পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে দাড়াও।

অন্যরা বলেন- القنوت শব্দের অর্থ চুপ থাকা। কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে

Scanned with CamScanner

আল্লাহর বাণী- فرجالا او ركبانا সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন যুদ্ধের ময়দানে চেহারা যে কোন দিকে করে আরোহন অবস্থায় বা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর। রুকু এবং সিজদা ইশারা করে কর। ইশারা করে করে নামায আদায় করবে দু'রাকাত।

فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

হে মুমিনগণ! এরপর যখন তোমরা শত্রুর ভয় হতে নিরাপদ হও বা অন্য কিছুর ভয় হতে যাদেরকে তোমরা ভয় পাও- নিরাপদ হও, অন্তরে প্রশান্তি আসে, তখন নামায আদায় করে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং শোকরিয়া আদায় কর। যেহেতু তোমাদেরকে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। তোমাদেরকে দুশমন কাফিরদের থেকে রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সেভাবে আল্লাহকে স্মরণ কর। যা তোমরা আগে জানতে না। এ কথার উপর সকল উলামায়ে কিরাম একমত যে, ভয় যখন দূর হয়ে যাবে, তখন ফরয নামায আদায়কারীর জন্য ওয়াজিব (সফর অবস্থায় থাকলেও) ঠিকমত রুকু সিজদা ও সকল রুকন আদায় করে নামায পড়া। নির্দিষ্ট স্থানে দাড়িয়ে নামায পড়তে হবে। হেঁটে হেঁটে বা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করলে চলবে না। মুকিম অবস্থায় যেভাবে নামায আদায় করতে হয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ও সেভাবে আদায় করতে হবে। তবে মুসাফির হলে قصر নামাযের যে বিধান আছে তা বহাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

হে পুরুষগণ! তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীগণকে রেখে যায়, তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায়। এক বৎসর পর্যন্ত তাদেরকে যেন ঘর হতে বিতাড়িত করা না হয়, হ্যাঁ যদি তারা নিজেই বের হয়ে যায়, তাতে তোমাদের গোনাহ নেই, আয়াতের মর্মার্থ হবে فليوصوا وصية لازواجهم অথবা عليهم وصية এটা তখনই হবে যখন وصية শব্দটি নসবের অবস্থায় থাকবে। আর যখন وصية শব্দটি রফার অবস্থায় হবে, তখন ইবারত হবে كتبت عليهم الوصية উভয় কিরাতই সঠিক। যারা রফা দিয়ে পড়ে থাকেন, তারা আয়াতের বাহ্যিক দালালত দ্বারা পড়ে থাকেন। আয়াতের মর্মার্থ হল- কারো স্বামী মারা গেলে তাঁর স্ত্রী তার গৃহে এক বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করতে হত। এ বিধান চলে وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং অসীয়ত কার্যকর থাকে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। মহানবী (সা.) এর হাদীস শরীফ হতেও একথা স্পষ্ট যে, স্বামী

মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করে যান বা নাই যান, স্ত্রীদেরকে এক বৎসর ভরন পোষন দিতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, স্বামী মৃত্যুকালে অসীয়ত করে যান বা না-ই যান, স্ত্রীকে এক বৎসর পর্যন্ত ভরন পোষণ দেয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু স্বামী- মৃতা স্ত্রীদের ইদ্দত পালন ও মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আলোচ্য আয়াত মনসুখ হয়ে যায়। হযরত হুমাম বিন ইয়াহইয়া (রা.) বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে হযরত কাতাদা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে স্বামীর সম্পদ হতে এ মহিলার এক বছরের ভরণ পোষণ দিতে হত যদি না মহিলা নিজে স্বামীর বাড়ী থেকে চলে যায়। কিন্তু চার মাস দশ দিন (গর্ভধারন না করলে) ইদ্দত নির্ধারন হওয়ার পর এবং সন্তান থাকলে ১/৮ অংশ আর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ মীরাসের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এ আয়াত এর হুকুম মনসূখ হয়ে যায়।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

এ আয়াত উপরের আয়াতকে মনসুখ করে এবং অসীয়ত করা এবং খোর পোষ দেওয়ার নির্দেশ পরিত্যক্ত হয়। তবে গর্ভধারণকারী তার গর্ভ ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর কোন লোক তার স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীকে এক বৎসর ইদ্দত পালন করতে হত। ঐ এক বছর স্বামীর ওয়ারিসগণ তার ভরন পোষণ দিত এবং স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করতেন। এরপর وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর বিধবা মহিলাদের ইদ্দত ইহাই নির্ধারিত হয়; তবে স্ত্রী গর্ভবর্তী হলে তার ইদ্দত সন্তান জন্মের পূর্ব পর্যন্ত। আর স্ত্রীগণ ওয়ারিস হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- যদি তোমাদের সন্তান না থাকে তা হলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে স্ত্রী এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তা হলে তারা পাবে এক অষ্টমাংশ। মীরাসের এ আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর স্ত্রীদের জন্য অসীয়ত ও তাদের খোরপোষের বিধান রহিত হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত আয়াতের বিধান এখনো বলবৎ আছে। এর কোন অংশই মনসুখ হয়নি।

হযরত মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইদ্দত স্বামীর পরিবারে রেখে তাকে পালন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা অপর আয়াতে বলেন-

Scanned with CamScanner

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাদের পত্নীগণকে ছেড়ে যায়, তাদের জন্য আবশ্যক যেন ওসিয়ত করে যায় যে তাদেরকে এক বৎসর পর্যন্ত খরচাদি দেওয়া হয় এবং এক বৎসর পর্যন্ত ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা না হয়।"

এখানে এক বৎসরপূর্ণ করতে হলে- ইদ্দতের অতিরিক্ত সাত মাস বিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ সময় স্ত্রীগণ ইচ্ছে করলে ঘরেও অবস্থান করতে পারে, আবার বেরও হয়ে যেতে পারে। আর غَيْرَ اِخْرَاجٍ দ্বারা ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে; ইচ্ছে করলে বাইরে যেতে পারবে, তাতে কোন গোনাহ হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- এ আয়াত এর হুকুম বাতিল হয়েছে। এ হুকুম মিরাসের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিল। মিরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ আয়াতের হুকুম মনসূখ হয়। এখন স্ত্রী যেখানে ইচ্ছে করে ইদ্দত পালন করবে, স্বামীর ঘরে অবস্থান করা না করা তার ইচ্ছাধীন।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- এসব বক্তব্যের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সঠিক বক্তব্য হল- যেভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের নিজ নিজ স্বামীর ঘরে এক বৎসর অবস্থান করবে, মৃত স্বামীর মাল হতে এক বৎসর পর্যন্ত স্ত্রীর খরচ চালানো হবে। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর খরচ বহন করা। এক বৎসর আগে যেন তাদেরকে বহিস্কৃত করা না হয়, তবে স্ত্রীগণ যদি স্বেচ্ছায় তাদের অধিকার ছেড়ে দেয় এবং ঘর হতে বের হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কোন গোনাহ হবে না। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীগণের জন্য মিরাসের আয়াত নাযিল করে করে এ আয়াতের আদেশ মনসূখ করেন এবং সাত মাস বিশ দিন ইদ্দত বাতিল করে একবছরের অবশিষ্ট চার মাস দশ দিন ইদ্দত নির্ধারন করা হয়।

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ

এখানে আল্লাহ তায়ালা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্যন্ত স্বামীর সম্পদ হতে তার ভরণ পোষণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ী থেকে বের করে না দিতে বলেছেন। এ খোর পোষ স্ত্রী পাবে যদি সে স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করে। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছায় বের হয়ে যায়, তা হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন- স্ত্রী যদি এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে শোক বস্ত্র ত্যাগ করে, তাতে অসুবিধা নেই, যেহেতু তা তার উপর ফরয করা হয়নি; বরং আল্লাহ তায়ালা এক বৎসর অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন। তা হলে বুঝা যায় সাজ গোজ করলে, খোশবু ব্যবহার করলে, বিয়ে করলে কোন অসুবিধে নেই।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আল্লাহ তায়ালা বদলা নেয়ার ব্যাপারে পরাক্রমশীল, নারী-পুরুষের মধ্যে যারাই তাঁর আদেশ নিষেধের ব্যতিক্রম করবে সীমালঙ্ঘন করবে, আর তা হচ্ছে পুরুষ

কর্তৃক নারীদের পাওনা যেমন মুতা, মোহর বা অসীয়ত ইত্যাদি আদায় করতে অস্বীকৃতি, একবছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঘর থেকে বের করে দেয়া, নামাযের প্রতি যত্নবান না হওয়া, ইদ্দত পালনের পরও নারীকে অন্যত্র বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, এসবের কারনে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করবেন। তিনিই ফয়সালা করেন নিজ বান্দাহর জন্য কোনটা ভাল কোনটা খারাপ। তিনি حَكِيْم শব্দ দিয়ে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ প্রত্যেক তালাক প্রাপ্তা নারীকে কিছু না কিছু ভোগ্য বস্তু দেওয়া তাদের স্বামীর উপর নির্ধারন করা হয়েছে। আর তা হল কাপড়-চোপড়, খরচ, খাদিম ইত্যাদি, চাই তালাকপ্রাপ্তা সহবাসকৃতা হোক বা সংগম করা হয়নি এরকম হোক। হযরত আবু জাফর বলেন এটাই ঠিক।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

হে মুমিনগণ! যেভাবে তোমাদের বর্ণনা করা হয়েছে স্ত্রীর প্রতি তোমাদের হক কি? আর তোমাদের প্রতি স্ত্রীর হক কী? তা তো অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছ। বুঝতে পেরেছ আমার আদেশ নিষেধ, যা আমি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছি এ কিতাবের মাধ্যমে। যেন তোমরা বুঝতে পার। যেন তোমরা দুনিয়াতে সংশোধন হয়ে চলতে পার। দুনিয়া আর আখিরাতের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করতে পার, পরকালে আমার সওয়াব লাভ করতে পার।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখ নেই যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেন ,তোমাদের মৃত্যু হউক। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল;

Scanned with CamScanner

কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং যেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৪৫. কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য এটা বহু গুণে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তীত হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ

হে মুহম্মদ (সা.) তুমি কি অবগত নও ঐ ঘটনা সম্পর্কে, যারা বের হয়ে পড়েছিল নিজেদের ঘর হতে। আর তারা ছিল হাজার হাজার। কোন এক শহরে প্লেগের দরুন কিংবা ধর্ম যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হলে প্রায় ৪০ কিংবা ৭০ হাজার বনী ইসরাঈল প্রাণ ভয়ে বনের দিকে পালায়ন করেছিল।

এখানে تر শব্দ দিয়ে অন্তরের দেখা অর্থ নেয়া হয়েছে, চোখের দেখা নয়। কেননা আমাদের নবী মুহম্মদ (সা.) তাদেরকে পাননি, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ খবর দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- তারা চার হাজার ছিল। তারা প্লেগ থেকে বাঁচার জন্য ঘর বাড়ী ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল আমরা এমন একস্থানে যাব, যেখানে মৃত্যু নেই। কিন্তু আল্লাহ বলেন, তোমরা মরে যাও। সাথে সাথে তারা মারা গেল, অতঃপর তাদের ভাগ্যে সেই জায়গা দিয়ে একজন নবী যাচ্ছিলেন, তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন এবং আল্লাহ তার দু'আ কবুল করলে তারা জীবিত হয়ে যায়। এজন্য এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

হযরত আবদুস সামাদ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ থেকে শ্রবন করেন, তিনি বলেন- একদা বনি ইসরাইলের লোকজন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হয়েছিল। তারা বলল এ মুসীবতের চেয়ে মরে গেলে অনেক শান্তি পেতাম। তখন আল্লাহ তায়ালা হিযকীল (আ.)-এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন। তাঁকে বলা হল- তোমার কওম মুসীবতের কারণে কান্না-কাটি করেছিল, তারা মৃত্যু কামনা করছে, তারা মনে করে তারা মরে গেলে শান্তি পাবে। তারা কি মনে করছে আমি তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই? তুমি অমুক অমুক স্থানে যাও। তথায় চার হাজার লোক আছে। তুমি তথায় তাদের মাঝে যাও। তাদেরকে আহবান কর। অথচ তাদের হাড়গুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। পাখি ও হিস্র প্রাণীগুলো ইহা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। হযরত হিযকীল (আ.) তাদেরকে আহবান করতঃ বলেন- হে হাড়গুলো! তোমরা আল্লাহর নির্দেশে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যাও। সকল লোকের হাড়গুলো

একত্রিত হয়ে গেল। হযরত হিযকীল দ্বিতীয়বার ডাক দিলেন এবং বললেন, হে হাড়গুলো তোমরা আল্লাহর নির্দেশে গোশত পরিবেষ্ঠিত হয়ে যাও। হাড়গুলো গোশতের ভিতর প্রবেশ করল। এর উপর চামড়া হল। তারপর শরীর হল। তারপর হিযকীল (আ.) তৃতীয়বার ডাক দিলেন বললেন- হে রূহ সকল! আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা তোমাদের শরীরের ফিরে যাও। অতঃপর তারা আল্লাহর নির্দেশে উঠে দাঁড়াল এবং আল্লাহর তকবীর বলতে লাগল।

হযরত ওহাব বলেন- তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

কারো মতে وهم الوف এর অর্থ তারা সম্প্রীতি পূর্ণ ছিল। হযরত ইবনে যায়েদ আল্লাহ তায়ালার বাণী اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ সম্পর্কে বলেন, দাউরদান নামে এক গ্রাম ছিল। সে জায়গায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই রোগের ভয়ে একদল লোক অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল এবং আরেক দল তথায় অবস্থান করেছিল। যারা অবস্থান করেছিল তাদেরকে এ রোগ আক্রান্ত করেছিল আর যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা সুস্থ ছিল। পরবর্তী বৎসর আবার এ রোগ দেখা দিল, এবার প্রথম বারের চেয়ে বেশী মানুষ বের হয়ে গেল। যারা গ্রামে রয়ে গেল প্লেগ তাদেরকে পেয়ে বসল। তৃতীয় বৎসর আবার ও প্লেগ রোগ দেখা দিলে সকলেই চলে যায়। এভাবে তারা ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেই আল্লাহ তায়ালা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ আয়াত নাযিল করেন। তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বের হতনা যেমন বের হয়েছিল প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য যেখানে গিয়েছিল সেখানে আল্লাহ বললেন, তোমরা মরে যাও, অমনি তারা মৃত্যু বরণ করেছিল আবার আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীবিত করেন। এরপরও তাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে না। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তারা প্লেগের ভয়ে পলায়ন করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিলেন তাদের নির্ধারিত মৃত্যুর আগে। পুনরায় তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের আগে জীবিত করা হয়। হযরত হাসান (রা.) আরও বলেন, তারা প্লেগের ভয়ে পালায়ন করেছিল এবং আল্লাহ বলেন, তোমরা মরে যাও- তারা মরে যায়; কিন্তু তাদের বাকী জিন্দেগী কাটানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আবার জীবিত করেন।

هم الوف এর বিভিন্ন তাফসীর-এর মধ্যে সর্বোত্তম তাফসীর হচ্ছে 'অধিক লোক' অর্থ নেয়া, যারা الـــوف বলেছেন তা সঠিক অর্থ নয়। আর তারা বাড়ী থেকে বের হয়েছিল একত্রে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। তাদের মধ্যে মত পার্থক্য বা ক্রোধ ছিলনা। হয়ত তারা যুদ্ধ থেকে পলায়নের মানষে বের হয়েছিল, অথবা প্লেগ থেকে বাঁচার জন্য বের হয়েছিল। তবে আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা প্লেগ থেকে বাঁচার জন্য বের হয়েছিল। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবেয়ীন (রা.) দের মশহুর মতামতের পরিবর্তে شـــاذ মত গ্রহণযোগ্য হবেনা।

এ কওমের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম মত হচ্ছে,

Scanned with CamScanner

যারা বলেন দশ হাজারের অধিক। যারা চার হাজার, তিন হাজার বা আট হাজার বলেছেন তাদের কথা ঠিক নয়, কারণ আল্লাহ الـــوف শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর তা দশ হাজারের নীচে ব্যবহার হয় না। এর চেয়ে কম হলে الاف বলা হয়, الـــوف বলা হয় না। তিন হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা বুঝাতে الوف বলা হয়।

অল্প সংখ্যকের বহুবচন افعال এর ওযনে আসে أَفْعُلٌ ওযনে আসেনা। যেমনি ভাবে প্রথম অক্ষর আলিফ ও দ্বিতীয় অক্ষর সাকিন যুক্ত প্রত্যেক শব্দের جمع قلت افعال এর ওযনে আসে। আরবদের প্রথা হচ্ছে যে সকল শব্দের শুরুতে ياء বা الف বা واو আছে তার جمع قليل এর ওযন افعال এর ওযনে ব্যবহার করে। যেমন وقت এর বহুবচন اوقات - يوم এর বহুবচন ايام - يسر এর বহুবচন ايسار করে থাকে। তবে কোন حذرالموت কোন সময় افعل এর ওযনে আসতে পারে, তবে فصيح ব্যবহার হচ্ছে প্রথমটি।

অর্থাৎ তারা মৃত্যুর ভয়ে ঐ জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- حـــذر الـــموت বলার উদ্দেশ্য হল, তারা শত্রুর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হল যা থেকে তারা পলায়ন করেছিল। তাদেরকে আদেশ করা, হল তারা আবার প্রত্যাবর্তন করল। তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। তারা ছিল ঐসব লোক, যারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন যেন আমরা তার অধীনে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে পারি।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাহদেরকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, যেন তারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দৃঢ়চিত্তে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। আর মৃত্যু এবং জীবন সবই আল্লাহর হাতে, তার সৃষ্টির কাছে নয়। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার ভয়ে পালিয়ে যাওয়া অথবা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকার মধ্যে লাভ নেই। যেমন প্লেগের ভয়ে পালিয়ে যাওয়ায় কোন লাভ হয়নি, যাদের কথা আল্লাহ তায়ালা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ আয়াতে উল্লেখ করেছেন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির প্রতি খুবই মেহেরবান। তাই তিনি তার সৃষ্টি জীব অর্থাৎ বান্দাহদেরকে হেদায়তের পথ প্রদর্শন করেন এবং পরকালের শাস্তির ভয় দেখান, যেন তারা মন্দ রাস্তা থেকে বাঁচতে পারে।

তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। যেমন ঐসব লোককে জীবিত করেছিলেন, যারা ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এরপরও তারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনা, যা আমি তাদেরকে প্রদান করেছি।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে মুমীনগণ! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। শয়তানের আনুগত্য করনা, কেননা শয়তান তোমাদের দুশমন।

যুদ্ধ থেকে সরে বসে থাক না, কেননা জীবন মৃত্যু সবই আমার হাতে। মৃত্যু আসলে তোমাদেরকে কেউ তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যে মৃত্যুকে তোমরা ভয় কর তা আসবেই, যেমনিভাবে এসেছিল ঐসব লোকের কাছে যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর থেকে বের হয়ে পলায়ন করেছিল। যেই কাহিনী আগে বর্ণনা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে তা থেকে কেউ নাজাত দিতে পারেনি।

সুতরাং তোমার আমার দুষমন এবং তোমাদের দুষমনের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে আমিই বাঁচাই, আর যারা মরে যায় তা আমার ফয়সালার কারণেই হয়। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুমিনগণ, জেনে রাখ আল্লাহ সবকিছু শোনেন। তোমাদের মধ্যে যারা মুনাফিক, তারা বলে থাকে, যদি আমাদের মত তারা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়ে বাড়ী-ঘরে অবস্থান করত, তাহলে নিহত হত না। তাদের নিফাক ও কুফরের কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

مَنْ ذَالَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

অর্থাৎ কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, অতঃপর উহাকে আল্লাহ তায়ালা বর্ধিত করে দেবেন বহুগুনে। এখানে জিহাদের কথা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ যে কর্জ দেবে এমন অসচ্ছল মানুষকে যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত।

আল্লাহর রাস্তায় দানকে কর্জ বলার কারণ, কর্জ বলা হয়, কোন লোক অন্য কাউকে কিছু দেওয়ার নাম যা যখন সে ফিরত চাইবে, তখন তার সমপরিমান ঋন গ্রহীতা ফিরত দিবে। আল্লাহর রাস্তায় দান ও এই আশা নিয়ে করা হয়। পরকালে আল্লাহ তায়ালা এর প্রতিদান প্রদান করবেন, যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। এ ধরনের কর্জকে আল্লাহ তায়ালা কর্জে হাসানা বলেছেন। কেননা এ কর্জ প্রদানকারী আল্লাহর প্রতিনিধি হয়েই এ কর্জ প্রদান করে। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা কর্জ দানের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এ কর্জের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং শয়তানের যে নাফরমানী করা হচ্ছে- তা প্রকাশ হয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালার অপর আয়াত। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

"যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন, তাদের উপমা হচ্ছে একটি শস্য বীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' শস্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬১)

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন مَـــنْ ذَا الَّـــذِيْ يُقْرِضُ اللّٰـــهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াত নাযিল হয়, তখন হযরত আবু আল দাহদাহ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের থেকে কর্জ চান? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু দাহদাহ (রা.)-কে

Scanned with CamScanner

বলেন, তোমার হাত সম্প্রসারিত কর, তিনি হাত সম্প্রসারিত করলেন। হযরত আবু দাহদাহ (রা.) বলেন- আমি আমার বাগান আমার পরওয়ারদেগারকে কর্জ দিলাম, যার মধ্যে ছয়শত খেজুর গাছ রয়েছে। এরপর তিনি হাটতে হাটতে বাগান পর্যন্ত আসলেন। এখানে এসে দেখেন উম্মে দাহদাহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাগানে রয়েছেন। তিনি বললেন, হে উম্মে দাহদাহ! উম্মে দাহদাহ বললেন- لبيك জী হ্যা! আবু দাহদাহ বললেন, বের হয়ে আস। আমি এ বাগানের ছয়শত খেজুর গাছ সহ বাগানটি আমার আল্লাহকে কর্জ দিয়েছি।

فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

আল্লাহ তায়ালা এ কর্জের বিনিময় বহুগুনে বাড়িয়ে দেবেন। যার কোন সীমা নেই এবং এর কোন শেষ নেই। হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ কর্জ কতগুনে বৃদ্ধি হবে, তা কেউ জানে না।

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে বান্দাহর রিযক সংকীর্ণ করা এবং বৃদ্ধি করার ক্ষমতা। কাফিররা যাদের ইবাদত করে এবং রব বলে ডাকে, এদের হাতে নয়। এটাই হচ্ছে হাদীসের অনুরূপ- যা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় গমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন সাহাবা-ই-কিরাম (রা.) রাসূল (সা.)-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), গমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের জন্য গমের দাম নির্ধারন করে দিন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা রিযক সংকীর্ণ ও সমৃদ্ধি করেন। তাই আমি চাই না তা নির্ধারন করতে। আমি চাই না কারো জান মালের উপর যুলুম করার জন্য আমাকে জবাবদিহী হতে হোক।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও সংকীর্ণতা সবই আল্লাহর হাতে, অন্য কারো হাতে নয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রিযিক হ্রাস বৃদ্ধি করেন।

আল্লাহ তায়ালার বানী- يقبض এর অর্থ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, তার রিযক হ্রাস করে দেন, আর يبسط এর অর্থ হচ্ছে যাকে ইচ্ছে করেন তার রিযক বৃদ্ধি করে দেন।

হযরত ইবনে যায়ীদ বলেন- مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا এর অর্থ হচ্ছে এমন লোক, যার ইচ্ছে আছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার কিন্তু তার সামর্থ নেই আর যার সামর্থ আছে কিন্তু যুদ্ধে যেতে পারছেনা। সে যদি অন্য লোককে প্রেরণ করে তা আল্লাহকে কর্জ বা ঋন দেয়ার মত। তোমরা সকলকেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হযরত কাতাদাহ (রা.) উক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে

করেন। তোমাদেরকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা মাটিতেই ফিরে যাবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদেরকে দেখ নি? তারা যখন তাদের নবীগণকে বলেছিল, আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি, সে বলল, তা হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমরা যখন স্ব-স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে কেন যুদ্ধ করব না? অতপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তখন তাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষে অবহিত।

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর তার রাজত্ব কিরূপে হবে, যখন আমরা তা অপেক্ষা

Scanned with CamScanner

রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নি! নবী বলেন, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়,প্রজ্ঞাময়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى

আল্লাহ তায়ালা তার বাণী اَلَمْ تَرَ দিয়ে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেননি যে ব্যাপারে আমি আপনাকে অবগত করেছিলাম। হে মুহাম্মদ (সা.), তারা হল বনী ইসরাঈল এবং তাদের নেতাগণ, যারা হযরত মুসা (আ.)-এর পরে একজন নবীকে বলেছিল আমাদেরকে একজন বাদশাহ দিন, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব। তারা যেই নবীকে একথা বলেছিল, তার নাম شمويل বিন ইয়ালা বিন আলকামা বিন ইয়ারহাম বিন আলাহ বিন তহু বিন সুফা বিন আলকামা বিন মাহিস বিন আমোসা বিন আজরিয়া বিন সফিয়া বিন আলকামা বিন ইয়াসীক বিন কারুন বিন ইয়াসহার বিন কাহিস বিন লাবী বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম। হযরত সুদ্দী বলেন- তার নাম ছিল শামউন।

কেউ বলেন- বনি ইসরাইলের কাওম যে নবীর কাছে বলেছিল আমাদেরকে একজন বাদশা দিন আমরা জিহাদ করব- তার নাম হযরত ইউশা বিন নূন বিন আফরাসীম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম। হযরত কাতাদাহ বলেন, তারা যেই নবীকে বলেছিলেন, তিনি ছিলেন মুসার পরের নবী। আর হযরত মুসা (আঃ) এরপর নবী ছিলেন ইউশা বিন নূন।

হযরত কাতাদাহ আরও বলেন- মুসা (আ.)-এর পরে যে নবী এসেছিলেন, তিনি হলেন হযরত ইউশা বিন নুন (আ.)।

اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তাফসীরকারীরা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করে থাকেন যে, বনী ইসরাঈলের ঐ দল তাদের নবীর কাছে এরূপ নেতা তলব করার কারণ কি? এ সম্পর্কে কেউ কেউ হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রা.)-এর হাদীস উল্লেখ করে থাকেন। তিনি বলেন- হযরত মুসা (আ.) এরপরে বনী ইসরাইলের মধ্যে নবী ছিলেন হযরত ইউশা বিন নুন। তিনি তাদের মধ্যে তাওরাত এবং আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যান। এরপর তাদের কাছে আসেন কালিব বিন ইউকানা এক সময় তাঁরও ইন্তিকাল হয়ে যায়, এরপর তাদের মধ্যে আসেন হিযকিল বিন বুসী। তিনি ابن العجوز নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ও মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর বনী ইসরাঈল আল্লাহকে ভুলে মুর্তিপুজা করতে লাগল। তখন

আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে ইলিয়াস বিন يسى বিন ফনহাস বিন আল ঈসা বিন হারুন বিন ইমরানকে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন।

মুসা (আ.)-এরপর বনী ইসরাঈলের নবীগণকে তাদের কাছে পাঠানো হত তাওরাত হতে যা তারা বিস্মৃত হয়েছে, তা সংস্কার করার জন্য। বনী ইসরাঈলের 'আহাব' নামক এক সম্রাটের আমলে হযরত ইলিয়াস (আ.) নবী ছিলেন। সে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর কাছ থেকে ধর্মীয় বিধানসমূহ শুনত এবং তা বিশ্বাস করত। ইলিয়াস (আ.) তাদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করলেন, কিন্তু তারা শুনলনা একমাত্র ঐ লোকটি ছাড়া। তখন রাজত্বগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মালিক (রাজার) এর নির্ধারিত দিক ছিল। ইলিয়াস (আ.) যে রাজাকে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিতেন, সে একদিন বলল- ইলিয়াস। আমি দেখছি তুমি কেবল মানুষকে বাতিল পথেই আহবান করছ। সে কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ করে বলল- শপথ আল্লাহর! বনী ইসরাঈলের অমুক অমুক নেতা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মুর্তির উপাসনা করেন। তারা তো খাচ্ছেন, পান করছেন, নিয়ামত উপভোগ করছেন, রাজত্ব করছেন। তাদের পার্থিব অংশ হতে কিছুই তো কম উপভোগ করছেন না। আমরা তাদের চেয়ে কোন ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত মর্যাদা ভোগ করছিনা। এরপর ইলিয়াস (আ.)-এর ইন্তিকাল হল। ঐ রাজা তার সাথীদের মত মুর্তিপুজা শুরু করে দিল। তাদের মত সেও আল্লাহর নাফরমানী করল। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াছা'(يسع) (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী তিনি নির্ধারিত সময় অবস্থান করলেন-এরপর আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন, এরপর তাদের মধ্যে বিরোধ বাড়তেই থাকল, অপরাধ বৃহদাকার ধারণ করল। তাদের কাছে তাবুত নামক সিন্দুকটি ছিল। এটা নেতৃস্থানীয় লোকদের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছিল। এতে ছিল প্রশান্তি, মুসা ও হারুন (আ.)-এর বংশধরদের পরিত্যক্ত কয়েকটি বস্তু। তারা শত্রুর মুকাবিলায় গেলে তাবুত কে সামনে রাখত। তাবুত সাথে নিয়ে তারা যে যুদ্ধেই অংশ নিত, তাতে শত্রুরা পরাজিত হত। এরপর তাদের কাছে 'ইলইয়া' নামে এক বাদশা প্রতিনিধি হয়ে আসলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে তাদের উপর বরকত অবতীর্ণ করলেন। তাঁর ভয়ে তাদের কাছে কোন শত্রু আসত না এবং তার সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী ও হতে হত না। তাদের কেউ মাটি জমা করে পাথরের উপর রাখত; অতঃপর সে পাথরের উপর ফসল বুনত। আল্লাহ তায়ালা পাথর থেকে তাদের খাদ্য শষ্য উৎপাদন করে দিতেন যাতে তারা ও তাদের পরিবারবর্গ খেত। এমনিভাবে কেউ যয়তুন হতে নিংড়ানো তেল দিয়ে সে এবং তার পরিবার খাওয়া-দাওয়া করত। যখন তাদের অপরাধ বেড়ে গেল, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পরিত্যাগ করল, তখন তাদের কাছে শত্রু আসল। তারা যথারীতি তাবুতকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে বের হল, এবার কিন্তু তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হল। তাদের কাছ থেকে তাবুত ছিনিয়ে নেয়া হল। তারা তাদের বাদশাহ ইলইয়া এর কাছে তাবুত হাতছাড়া হওয়ার সংবাদ

Scanned with CamScanner

দিল। সংবাদ পেয়েই তিনি ঘাড় অবনমিত করলেন। এর পর পরই তিনি মারা গেলেন। অতঃপর শত্রুরা তাদের উপর পরাক্রমশালী হয়ে উঠল। তাদের স্ত্রী সন্তানাদির উপরও তারা বিজয়ী হল। আল্লাহ তায়ালা তখন বনী ইসরাঈলদের কাছে শামবীল নামে একজন নবী প্রেরণ করলেন। হযরত শামবীল (আ.) এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেই আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ হতে مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَ اٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন বনী ইসরাঈলের প্রতি বিপর্যয় নেমে আসে এবং তাদের নগরী দখলদাররা দখল করে নেয়, তখন তারা তাদের নবী شمويل بن بالي কে বলেছিল আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন, যার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব। বনী ইসরাঈলগণ বিভিন্ন রাজার অধীনে সংগঠিত ছিল। রাজারা তাদের নবীদের অনুসরণ করত। রাজাগণ তাদেরকে পরিচালনা করত এবং নবীগণ রাজাকে নির্দেশ প্রদান করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রাপ্ত সংবাদ তাদেরকে জানিয়ে দিতেন। যখন তারা তদনুযায়ী চলত, তখন তাদের বিষয় সমূহ সঠিক ছিল। কিন্তু যখন তাদের রাজাগণ স্বেচ্ছাচারিতা করল এবং নবীদের নির্দেশ পরিত্যাগ করল, তখন তাদের বিষয় সমূহ ভ্রান্ত হয়ে গেল। "আরা" সম্প্রদায় যখন তাদের রাজাদের ভ্রষ্ট নীতি অনুসরণ করল এবং রাসূলগণের নির্দেশ পরিত্যাগ করল, কিছু সংখ্যক নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং কিছু সংখ্যক যুদ্ধ করল, তখনই তাদের প্রতি উপরোক্ত মুসিবত আসল। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরনের দু'আ চেয়ে তাদের নবীকে প্রার্থনা করতে বলল। নবী তাদেরকে বললেন, এটা তোমাদের আন্তরিক কথা নয়, এটা সত্য কথাও নয়, তোমাদের যুদ্ধের প্রতি আগ্রহও নেই। তখন তারা বলল, আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব, কারণ আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্বে কখনো আমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারেনি, আমাদের দেশ দখল করতে পারেনি। সুতরাং জিহাদ আমাদের জন্য আবশ্যক। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করতঃ আমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় জিহাদ করব।

হযরত রবী (রা.) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ হতে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন- আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে- (আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত) যখন মুসা (আ.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হল, তখন তিনি তাঁর পরিচালক হযরত ইউশা বিন নূন (আ.)-কে বনী ইসরাঈলের উপর স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করলেন। হযরত ইউশা (আ.) তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব তৌরাত ও তাঁর নবী মুসা (আ.) এর সুন্নত পৌঁছিয়ে দিলেন। এরপর হযরত ইউশা (আ.) ইন্তেকাল করলেন, এবং অন্য একজন তাঁর প্রতিনিধি হলেন, তিনিও তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তাঁর নবী মুসা (আ.) এর সুন্নত পৌঁছিয়ে দিলেন। তাঁর পরে আরও একজন খলিফা হলেন। তিনি ঐ দুইজন

প্রতিনিধির বানী পৌঁছালেন। এরপর অন্য এক প্রতিনিধি আসলেন। বনী ইসরাঈলগণ তাঁর কিছু বিষয় মানল, কিছু কথা অস্বীকার করল। এরপর অন্য একজন প্রতিনিধি আসলেন, তারা তাঁর বেশীর ভাগ নির্দেশই অমান্য করল। এরপর আরেকজন খলিফা আগমণ করলেন- তারা তাঁর সকল নির্দেশই অমান্য করল। এর ফলে তারা জান মালের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরূপ বিপর্যয় স্বীকার করে তারা তাদের নবীর কাছে এসে বলল- আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের উপর জিহাদ ফরয করে দেন। তাদের এরূপ কামনার জবাবে নবী যা বলেছিলেন তা আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.)-কে জানিয়ে দেন هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ হতে وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ পর্যন্ত।

কেউ কেউ বলেন, তারা তাদের নবীর কাছে এমন চাওয়ার কারণ হল- হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত- বনী ইসরাঈলগণ আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধরত ছিল। আমালিকা সম্প্রদায়ের রাজা ছিল জালুত। তারা বনী ইসরাঈলের উপর বিজয়ী হয় এবং তাদের উপর করারোপ করে। তারা তাওরাত নিয়ে নেয়। তখন বনী ইসরাঈলগণ আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের কাছে একজন নবী প্রেরণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। তখন নবীর সম্প্রদায়ের একমাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা ছাড়া আর সবাই নিহত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা ঐ মহিলাকে একটি ঘরে আটকিয়ে রাখল যেন সে নিরাপদে সন্তান জন্ম দিতে পারে।

যখন ঐ মহিলা দেখলেন বনী ইসরাঈলগণ তাঁর সন্তানের প্রতি খুবই আগ্রহী। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করতে লাগলেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একজন ছেলে সন্তান দান করেন। যখন তাঁর সন্তান জন্ম নিলেন, তিনি তাঁর নাম রাখলন শামবিল (আ.)। যখন তাঁর সন্তান বড় হলেন, তিনি তাঁকে তাওরাত শিক্ষার জন্য বয়তুল মুকাদ্দাসের এক প্রবীন আলিমের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিলেন। যখন হযরত শামবিল (আ.) প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত প্রদান করলেন। একদিন তিনি তাঁর উস্তাদের পাশে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে তাঁর উস্তাদের স্বরে বললেন হে শামউন, (যেহেতু হযরত শামউন একমাত্র তাঁর শায়খ ছাড়া অন্য কোথাও নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না। এজন্য জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে তাঁর উস্তাদের স্বরে ডাকে দিয়েছিলেন।) ডাক শুনে হযরত শামউন সন্ত্রস্ত হয়ে শায়খের কাছে গেলেন। শায়খ বললেন-যাও, ঘুমিয়ে পড়। তিনি ফিরে গেলেন, এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আ.) দ্বিতীয়বার ডাক দিলেন, আবারও তিনি শায়খ এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? তিনি জবাব দিলেন, তুমি এখন চলে যাও এবং ঘুমিয়ে পড়। তৃতীয় বার আমার ডাক শুনলে আর জবাব দিওনা। তৃতীয়বার জিবরাঈল (আ.) প্রকাশ হলেন এবং বললেন- আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদেরকে রিসালতের বানী পৌছান। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাদের

Scanned with CamScanner

নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। ইহা শুনে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তারা বলল, তুমি নবুয়তের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছ। তোমার কাছে এখনও নবুয়ত প্রকাশ পায়নি। তারা আরও বলল, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিয়োজিত কর, যার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব। তাদের কথার জবাবে নবী বললেন, এটা তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবেনা। তারা উত্তর দিল, আমরা যখন নিজ-নিজ বাসস্থান ও সন্তান-সন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি তখন আল্লাহর পথে কেন যুদ্ধ করবনা?

এখানে هل عسيتم অর্থ তোমরা কি এমন ওয়াদা করছ যে জিহাদ ফরয করে দিলে তখন তা আর পালন করবেনা। কারণ তোমরা তো ওয়াদা ভঙ্গকারীও বিশ্বাস ঘাতকের দল। তোমাদের কৃত ওয়াদা তোমরা খুব কমই পালন কর। তারা জবাবে বলল, কেন আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবনা, অথচ তারাই আমাদেরকে দেশ ছাড়া ও স্বজন হারা করেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাদের ওয়াদানুযায়ী তাদের উপর জিহাদ ফরয করে দিলেন। কিন্তু তখন তাদের পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী খুব কম সংখ্যক লোকই তা পালন করল। আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে যে কম সংখ্যককে استثناء করেছেন, তারা হচ্ছেন- ঐ সমস্ত লোক যারা তালুতের সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন। তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ পরে বর্ণিত হবে।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

২৪৮. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেন, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়ঘন যা পরিত্যাগ করেন তার অবশিষ্টাংশ থাকবে, ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য তাতেই নিদর্শন আছে।'

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হল সে তখন বলল, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা হতে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এ ছাড়া যে কেউ তার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা তা হতে পান করল। সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করছে" আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۭ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۭ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী شموئيل (আ.) বললেন- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চাহিদানুযায়ী তালুতকে তোমাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন। তারা বলল- তালুত কিভাবে আমাদের বাদশাহ হতে পারেন- অথচ তিনি তো বিন ইয়ামিন এর বংশধর। আর বিন ইয়ামিনের বংশে কোন বাদশাহ বা নবী আসেননি। তার চেয়ে আমরাই বরং রাজত্বের অধিক দাবীদার। কারণ আমরা ইয়াহুদ বিন ইয়াকুব-এর বংশধর। তাছাড়া তালুত প্রচুর সম্পদশালীও নন।

Scanned with CamScanner

তিনি ছিলেন পানি সরবরাহকারী। কোন কোন বর্ণনামতে চামড়া পরিশোধনকারী।

আল্লাহ তায়ালা তালুতকে বাদশা মনোনীত করা এবং বনী ইসরাঈল কর্তৃক اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا الخ বলে তা প্রত্যাখ্যান করার কারণ প্রসঙ্গে হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ হতে বর্ণিত, যখন বনী ইসরাঈলগণ তাদের নবী হযরত শামওয়ীল বিন বালী (আ.)-কে তাদের জন্য একজন বাদশা প্রেরণের কথা বলেছিল, তখন হযরত শামওয়ীল (আ.) আল্লাহর কাছে তাদের জন্য একজন বাদশা প্রেরণের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ নবীকে বললেন, তোমার ঘরে দেখবে একটি তেলের পাত্র রয়েছে। একদিন তোমার ঘরে একজন লোক প্রবেশ করবে, সাথে সাথে পাত্রের তৈল ছড়িয়ে পড়বে। তিনিই হবেন বনী ইসরাঈলের নেতা। তুমি তার মাথায় তৈল মাখিয়ে দেবে এবং তাকে নেতা বলে ঘোষণা করে দেবে। এরপর থেকে তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন, কে সেখানে আসে। এদিকে তালুত ছিলেন একজন চামড়া পরিশোধনকারী। তিনি বিন ইয়ামিন বিন ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। তার বংশের মধ্যে কোন নবী বা বাদশাহ ছিলেননা। একদিন তালুত তার হারানো একটি পশু খুজতে তার একজন দাসকে সাথে নিয়ে বের হলেন। তারা নবীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তালুতের দাস বললেন, যদি আপনি আমার সাথে আসেন, তাহলে ঐ নবীকে আমাদের হারানো পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দেবেন এবং আমাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করবেন। তালুত বললেন- সেখানে যেতে কোন অসুবিধা নেই। তারা দুজনেই সেখানে গেলেন, তাদের পশুর কথা বললেন, এবং নবীকে তাদের জন্য দু'আ করতে বললেন এমন সময় পাত্রের তৈল ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সাথে সাথে নবী শামওয়ীল (আ.) উঠে আসলেন এবং তা ধরলেন। এরপর তালুতকে বললেন তোমার মাথা নিকটবর্তী কর; তিনি মাথা নিকটবর্তী করলে তিনি তাতে তৈল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন- আপনি বনী ঈসরাইলের বাদশাহ । তোমাকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুরইয়ানী ভাষায় তালুতের নাম শাওল। তার বংশ পরম্পরা ছিল নিম্নরূপঃ শাওল বিন কয়স বিন আবইয়াল বিন হারার বিন ইয়াহরিব বিন আফইয়াহ বিন আইস বিন বিন ইয়ামিন বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম (আ.)। অতঃপর তালুত তার কাছে বসলেন। লোকেরা তালুতের বাদশাহ হওয়ার কথা বলাবলি করতে লাগল। তখন বনী ইসরাঈলের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা নবীর কাছে আসলেন। তারা বললেন, তালুত কেমনে আমাদের বাদশা হবেন? তিনি তো নবুয়ত ও রাজত্ব কোন বংশেরই নন, আমরা জানি নবুয়ত ও রাজত্ব হয়ে থাকে লাওয়ী ও ইয়াহুদ এর বংশে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দেন। ـ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তালুত ছিলেন পানি সরবরাহকারী। তিনি পানি বিক্রি করতেন।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন বনী ইসরাঈলগণ তাদের

নবীকে বলল- আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের জন্য যুদ্ধ ফরয করে দেন। তখন নবী তাদেরকে বললেন- هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا এরপর আল্লাহ তায়ালা তালুতকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করলেন।

রবী বলেন, বনী ইসরাঈলের দু'টি বংশ ধারা ছিল। একটি নবুয়তের ধারা অপরটি রাজত্বের ধারা। তালুত এ দু'টির কোনটির মধ্যেই ছিলেন না। এজন্য যখন তাকে বনী ইসরাঈলের বাদশা মনোনীত করা হল, তখন তারা তা অস্বীকার করল। তারা আশ্চর্য হয়ে বলল- اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَاالاية তালুত কেমনে আমাদের বাদশাহ হতে পারেন? তিনি তো নবুয়ত ও রাজত্ব কোন বংশেরই নন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ

হযরত মুজাহিদ (র.) উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, তালুত ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান। অর্থাৎ ملكا দ্বারা সেনাবাহিনী প্রধান বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, اصطفيناه عليكم অর্থ তিনি বলেন- اختاره অর্থাৎ তাকে মনানীত করেছি। দ্বিহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ অর্থ এ আয়াত দ্বারা যত লোককে সম্বোধন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। কারণ বর্ণিত আছে তাঁর কাছেও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অহী অবতীর্ণ হত। অনুরূপভাবে শারিরীক দিক থেকেও তিনি সবার চেয়ে লম্বা ছিলেন।

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, তাদের নবীকে একটি লাঠি দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে আগত বাদশাহর উচ্চতা পরিমাপের জন্য। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার উচ্চতা এ লাঠির সমপরিমান হবে, তিনিই তোমাদের বাদশাহ হবেন। তারা সবাই পরিমাপ করল। কেউই এ লাঠির সমান হলনা। শেষে তালুতকে দেখা গেল তিনিই এর সমপরিমাণ।

কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হল- আল্লাহ তায়ালা তাকে মনোনীত করেছেন। মনোনীত করণ ছাড়াও তিনি জ্ঞান বুদ্ধি ও শারীরিক দিক থেকে সবার শীর্ষে ছিলেন।

وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারো হাতে নয়। তিনি তার এ রাজত্ব যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। সুতরাং হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! তোমরা তালুতের রাজত্বকে অস্বীকার করনা যদিও তিনি রাজ বংশের লোক নন। কারণ রাজত্ব কারো পূর্ব পুরুষের ওয়ারিসী স্বত্ব নয়; বরং এটা আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিতে পারেন। অতএব, তোমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীত মত পোষণ করনা। আর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহ প্রদানে উদার।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

Scanned with CamScanner

তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তালুত তোমাদের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এ যে, তোমাদের নিকট একটা সিন্দুক আসবে, যাতে সান্তনার বস্তু রয়েছে তোমাদের রবের নিকট হতে। আর কতেক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে, যা হযরত মূসা (আ.) এবং হারুন (আ.) পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। এ সিন্দুক ফিরিশতাগণ বহন করে আনবে। এখানে তোমাদের জন্য পূর্ণ নির্দশন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা অবহিত করতঃ বলেন যে, বনি ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় লোকজন তালুতকে বাদশাহ বলে মেনে নেয়নি; বরং তারা বলেছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছে তা যে সত্য, তা প্রমাণের জন্য কোন নির্দেশন প্রেরণ করা হোক। এজন্য আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করছেন।

বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় লোক, যারা তাদের নবীকে বলেছিল- اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন, তার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব। তাদেরকে তাদের নবী বললেন ملكة انابة অর্থ তালুতের বাদশাহ হওয়ার প্রমান- যা তোমরা আমার কথার সত্যতার জন্য তলব করছ, তা হচ্ছে- اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ "তোমাদের কাছে আসবে সেই সিন্দুক, যাতে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তি।" যে সিন্দুক বনী ইসরাঈলের কাছে ছিল। যখন তারা শত্রুর মুকাবিলায় যেত, তখন এটাকে সামনে রাখত এবং এটাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করত। এর ফলে শত্রু তাদের সামনে টিকতে পারত না। তাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারত না। তারা যখন আল্লাহর নবী নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের থেকে ঐ সিন্দুক ছিনিয়ে নিলেন একের পর এক-কয়েকবার।

যে সিন্দুককে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের নবী شمويل (আ.)-এর কথার সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ পাঠিয়ে ছিলেন বলে আল্লাহর বাণী- اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا দ্বারা প্রমাণিত। তাবুত-এর আগমন সম্পর্কে আহলে তাবীলগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ সিন্দুক কি বনী ইসরাঈলেরা ইতিপূর্বে কখনো হারিয়েছিল, অতপর বাদশাহর সত্যতা প্রমাণের জন্য আবার আসে, নাকি এ ঘটনার সময়ই প্রথম এসেছিল? এর জবাবে কেউ কেউ বলেন, এ সিন্দুক হযরত মূসা এবং হারুন (আ.)-এর সময় তাদের কাছে ছিল। তারা এর ওয়ারিশ হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন কুফর করতে লাগল, তখন তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। পুনরায় তা তালুতকে বাদশাহ বানিয়ে তার নিদর্শণ স্বরূপ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সিন্দুক তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- শামবীল এর লালন-পালনকারী আয়লা-এর দুই ছেলে কুরবানী সম্পর্কে এমন শর্তারোপ করল, যা পূর্বে ছিলনা। বায়তুল মুকাদ্দসে যে সকল লোক নামায পড়তে আসত তার দুই ছেলে তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত করত। একদিন شمويل আয়লা এর থাকার ঘরের দিকে মুখ করে ঘুমালেন, হঠাৎ আওয়াজ শুনলেন কে যেন ডাকছে, হে শামবীল। ইহা

শুনে তিনি আয়লার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি হাযির কি জন্য ডাকছেন? তিনি জবাব দিলেন, তুমি ঘুমিয়ে যাও, আর ডাকবনা। তিনি ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার পূর্বের মত ডাক শুনলেন। তিনি জবাব দিলেন, আমি হাজির, কি জন্য ডাকছেন? জবাব আসল, আমি আর আসবনা তুমি চলে যাও এবং ঘুমিয়ে পড়। شمويل আবার ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার আওয়াজ শুনলেন, হে শামবীল। তিনি জবাব দিলেন আমি এই, কি করতে হবে বলুন, জবাব আসল তুমি আয়লার কাছে গিয়ে তাকে বল তার দুই ছেলে জনগণকে কুরবানী সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত করলেও এবং আল্লাহর অবাধ্যতা করলেও সন্তানের ভালবাসার কারণে সে তাদেরকে তিরস্কার করছেনা। এ কারণে আমি তার কাছ থেকে জ্যোতিষ বিদ্যা ছিনিয়ে নিব। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে ধ্বংস করব। সকাল বেলা তিনি আয়লাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। এতে আয়লা অত্যন্ত ভীতি হল। এদিকে তার চতুর্পাশ হতে শত্রুরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকল। আয়লা তার দুই ছেলেকে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দিল। তারা তাবুত সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে বের হল যাতে তারা বিজয়ী হতে পারে। যুদ্ধ যখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করল, তখন আয়লা যুদ্ধের সংবাদ নিতে লাগল, সে তার সিংহাসনে বসা, এমন সময় সংবাদ আসল তার দুই ছেলে নিহত হয়েছে এবং তার সৈন্যরা পরাজিত হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল তাবুতের কি হয়েছে? তারা বলল শত্রুরা তাবুত নিয়ে গেছে। ইহা শুনে সে সিংহাসন হতে পেছন দিকে ঢলে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে।

শত্রুরা সিন্দুক নিয়ে তাদের মাবুদের ঘরে যেখানে মুর্তি ছিল সেখানে রেখেছিল। তারা সিন্দুকটি মুর্তির নীচে রেখেছিল। কিন্তু সকাল বেলা দেখা যায়, সিন্দুক উপরে, মুর্তি নীচে। পুনরায় তারা সিন্দুক নীচে রাখল এবং সিন্দুকের সাথে মুর্তির পাগুলো বেধে রাখল। পরের দিন সকালে দেখা যায় মুর্তির হাত এবং পা ভেঙ্গে গেছে। মুর্তি সিন্দুকের নীচে পড়ে আছে।

তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলতে লাগল তোমরা তো জান এটা বনী ইসরাঈলের মাবুদের জিনিষ। তা কোথাও রাখা যাবেনা। সিন্দুকটি তোমাদের মাবুদের ঘর হতে বের কর। তারা সিন্দুক বের করে নিকটবর্তী একটি গ্রামে নিয়ে একটি ঘরে রাখল। যে অঞ্চলে এটা রাখা হল, সেখানকার লোকদের ঘাড়ে ব্যাথা শুরু হয়ে গেল। তাদের কাছে বনী ইসরাঈলের এক বালিকা থাকত। সে বলল, তোমরা অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুর সম্মুখীন হবে, যতক্ষণ সিন্দুক তোমাদের কাছে থাকবে। অতএব, তোমরা এটাকে তোমাদের গ্রাম থেকে বের করে দাও। তারা বলল তুমি মিথ্যা বলছ। সে বলল, আমার কথার সত্যতার প্রমান হল, তোমরা বাচ্চা ওয়ালা দুইটি গাভী নিয়ে আসবে, যে গরুগুলোকে কখনও লাগাম পরানো হয়নি। এরপর গাভীর বাছুরগুলো এর পিছনে রেখে দিবে। এরপর তাবুতকে বাছুরের পিঠে তুলে দিবে। গরুগুলো চলবে এবং বাছুরগুলোকে আটকিয়ে রাখবে। এগুলো স্বাধীনভাবে চলবে। যখন এটা

Scanned with CamScanner

তোমাদের অঞ্চল হতে বের হয়ে যাবে এবং বনী ইসরাঈলদের অধীন অঞ্চলের এক প্রান্তে চলে যাবে, তখন তাদের লাগাম ভেঙ্গে পড়বে এবং এগুলো তাদের বাচ্চাদের কাছে ফিরে আসবে। এরূপ করা হল। গাভীগুলো তাবুত নিয়ে বনী ইসরাঈলের জনপদে গেল। বনী ইসরাঈলগণ তা দেখে ভীত হয়ে পড়ল। তারা সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যেই তার নিকটবর্তী হল, সেই মারা গেল। তখন তাদের নবী شموئيل বললেন, যে ব্যক্তি মনের মধ্যে বল ও সাহস রাখে সে যেন এর নিকটবর্তী হয়। কিন্তু বনী ইসলাঈলের দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এটার নিকটবর্তী হওয়ার সাহস দেখালনা। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল তাদের মায়ের ঘরে এটা বহন করে নিয়ে যেতে। তাদের মাতা ছিলেন বিধবা। তালুতের রাজত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত এটি সেখানেই ছিল।

হযরাত ওহব বিন মুনব্বিহ থেকে বর্ণিত, তিনি আরও বলেন- যখন তারা অর্থাৎ বনী ইসরাঈল শামবিলকে বলেছিলেন اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا الاية তখন শামবিল বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন। তোমাদের জন্য বাদশাহ্ প্রেরণ করা হল। তিনি বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন হল- তোমাদেরকে সিন্দুক ফেরত দেয়া হবে, যে সিন্দুকে রয়েছে প্রশান্তির বস্তু এবং উদ্বৃত্ত বস্তু, যা হযরত মূসা (আ.) এবং হারুন (আ.) রেখে গেছেন। যা দ্বারা তোমরা শত্রুদেরকে অবদমন করতে। এ সিন্দুকের বরকত দ্বারা তোমরা শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে। তারা হযরত শামবিলকে বলেছিল- যখন আমাদের কাছে সিন্দুক আসবে, তখনই আমরা সন্তুষ্ট হব এবং তালুতকে বাদশাহ্ বলে মেনে নেব। শত্রুরা যারা সিন্দুক নিয়েছিল তারা ইলিয়া নামক পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। এ পাহাড় তাদের ও মিশরের মাঝখানে অবস্থিত। তারা মূর্তি পুজক ছিল। তাদের মাঝেই জালুত ছিল। তার দেহ ছিল বিশাল। তাদের ব্যাপক সামরিক শক্তি এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল। সিন্দুকটি তারা ছিনিয়ে নিয়ে রেখেছিল ফিলিস্তিনের নিকট একটা জায়গায়। সে জায়গার নাম ছিল জর্দান। তারা সিন্দুকটি মন্দিরের মধ্যে রেখেছিল, যেখানে অনেক মূর্তি ছিল। যখন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদেরকে নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, তাবুত তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন মন্দিরের মুর্তিগুলো উপুড় হয়ে মন্দিরের ভিতরে পড়ে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা সে জায়াগায় ইদুঁর পাঠিয়েছিলেন। ইদুঁর এক ব্যক্তির পিছনের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে সে ব্যক্তির পেটের সব কিছু খেয়ে ফেলেছিল এবং লোকটি মারা গিয়েছিল। তারা বলতে লাগল- তোমরা মনে রেখ, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর মুসিবত প্রেরণ করছেন। এভাবে আর কোন উম্মতের উপর মুসিবত প্রেরণ করা হয়নি। আর আমাদের উপরও এ সিন্দুক আসার পর থেকে এমন বিপদ আসছে। তাছাড়াও তোমরা দেখছ, সিন্দুকটি আসার পর হতেই মন্দিরের মুর্তিগুলো প্রত্যেক সকালে উপুড় হয়ে পড়ে। অথচ এর আগে অনুরূপ হয়নি। অতএব, এ সিন্দুকটি তোমাদের সামন থেকে দূরে কোথাও বের করে দাও। তখনই তারা একটি গরুর গাড়ী ডাকল। তারা গরুর গাড়ীর উপর সিন্দুকটি রেখে চলে গেল।

অতঃপর ফেরেস্তাগণ গাড়ীখানাকে বনী ইসরাইলদের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। এতে বনী ইসরাইলীরা আল্লাহ্ আকবর বলে তকবির দিতে ও আল্লাহ্র হামদ করতে লাগল এবং তালুতকে বাদশাহ্ বলে মেনে নিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তাবুতের মধ্যে কাষ্ঠ ফলকে লিখিত তৌরাতের এক ষষ্টাংশ অবশিষ্ট ছিল। আমালিকা সম্প্রদায় তাবুত তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। আর আমালিকা হচ্ছে আদ সম্প্রদায়ের একটি উপদল। তারা আরীহা নামক স্থানে ছিল। ফেরেশতাগণ যখন তাবুত বহন করে নিয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে এসেছিলেন, তখন তারা তা দেখছিল। অবশেষে তারা এটা এনে তালুতের পাশে রাখলেন। যখন তারা তা দেখল, তারা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারা তাকে সালাম জানাল ও তাদের বাদশাহ হিসেবে তাঁকে মেনে নিল। বর্ণনাকারী বলেন- নবীগণ যখন যুদ্ধে যেতেন, তখন তাবুতকে তাঁদের সামন রাখতেন। তাঁরা বলতেন, আদম (আ.) এ তাবুত নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে বর্ণনা এসেছে যে, তাবুত এবং মুসা (আ.)-এর লাঠি বুহায়রা তবরিয়া নামক স্থানে রয়েছে। কিয়ামতের পূর্বে এগুলো বের হবে।

অন্য এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে- যখন মুসা (আ.) তৌরাতের ফলক ফেলে দিয়েছিলেন, তখন তা ভেঙ্গে কিছু অংশ উপরে উঠে গিয়েছিল। পরে তা আবার অবতীর্ণ হয়। এ অংশগুলো তিনি একত্রিত করে ঐ তাবুতের মধ্যে রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন- আল্লাহ তায়ালা যে সিন্দুককে তালুতের বাদশাহীর নিদর্শন স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন, তা একটি বিজন প্রান্তরে ছিল। মুসা (আ.) ইন্তেকালের সময় তাঁর পরিচালক হযরত ইউশা (আ.)-কে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। তাঁর সময়েই ফিরিশতাগণ ঐ সিন্দুকটি বহন করে তালুতের বাড়ী নিয়ে এসেছিলেন।

হযরত কাতাদা (রা.) হতে- اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত, এটা মুসা (আ.) তাঁর দাস হযরত ইউশা বিন নুন (আ.)-এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। এটা একটি বিজন মরুভূমিতে ছিল। ফিরিশতাগণ তা বহণ করে নিয়ে এসেছিলেন। তারা তা তালুতের বাড়ীতে রেখে দেন। এরপর থেকেই তা তাঁর বাড়ীতেই ছিল।

উপরোক্ত দুটি মতের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ (র.) এর মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাদের কথা হল- তাবুত বনী ইসরাঈলদের শত্রুরা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাবুতের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত বাক্কার বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রা.)-কে মুসা (আ.)-এর তাবুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন- এটার আকৃতি ৩ গজ × ২ গজ ছিল।

فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঐ সিন্দুক বা তাবুতে রয়েছে سكينة

তাবীলকারীদের মধ্যে سكينة শব্দ নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন

Scanned with CamScanner

سكينة হল দ্রুত চলমান বাতাস। মানুষের চেহারার মত তার চেহারা রয়েছে। হযরত আলী বিন আবূ তালিব বলেন سكينة হল দ্রুত চলমান বাতাস। মানুষের চেহারার মত এর চেহারা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, سكينة দ্রুত চলমান বাতাস যার দুটি মাথা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- এর একটি মাথা রয়েছে যা বিড়ালের মাথার মত এবং দুটি পাখা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী فيه سكينة من ربكم সম্পর্কে বলেন, তা হচ্ছে ঐ বাতাস যা হযরত জিবরাঈল (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-কে শামে অর্থাৎ সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবনে আবী নজীহ বলেন, আমি হযরত মুজাহিদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- سكينة এর একটা মাথা ও দু'টি পাখা রয়েছে। মাথাটি বিড়ালের মত। তিনি আরো বলেন, তার দু'টো পাখা ও বিড়ালের মত একটা লেজ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- তার একটা মাথা রয়েছে যা মৃত বিড়ালের মাথার মত। তাবুতের ভেতর হতে ইহা যখন বিড়ালের মত ডাক দিত তখন বিজয় নিশ্চিত বলে ধরা হত। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন তা হল বেহশত হতে আগত একটা স্বর্ণের গামলা, যার মধ্যে আম্বিয়াদের (আ.) কলবসমূহ ধৌত করা হত। হযরত সূদ্দীও এভাবে রিওয়ায়ত করেন। কেউ বলেন- سكينة হল আল্লাহর পক্ষ হতে একটা রূহ যা কথা বলে। যখনই কোনকিছু খিয়ানত হওয়ার লক্ষণ হয়, তখন তা কথা বলে।

কেউ কেউ বলেন- سكينة হল কতকগুলো নিদর্শন যাতে শান্তি পাওয়া যায়। হযরত আতা বিন আবূ রাবাহ এটা বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেন فيه سكينة من ربكم অর্থাৎ তাতে রয়েছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে রহমত।

আবার কেউ বলেন, سكينة হল সম্মান বা মর্যাদা। এভাবে হযরত কাতাদাহ (রা.) ও বলেন।

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ

ঐ সব অবশিষ্ট জিনিষ, যা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধরগণ পরিত্যাগ করেছিল। তাফসীরকারীগণ بقية শব্দ নিয়ে মত বিরোধ করেন। কেউ কেউ বলেন, بقية হল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং ফলক। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমিও তা মনে করি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ আয়াতে بقية অর্থ হচ্ছে- তাওরাতের অবশিষ্ট ফলক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত কাতাদাহ্ এবং সূদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, بقية শব্দের অর্থ হল- হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং তাওরাতের ভগ্ন ফলক।

কেউ বলেন- بقية শব্দের অর্থ হল- হযরত মূসা (আ.)-ও হারুনের (আ.) লাঠি এবং তওরাতের ভগ্ন অংশ।

হযরত আবূ সালেহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-এর মধ্যে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, হারুনের লাঠি, তাওরাত কিতাব যে তক্তার উপর অবতীর্ণ

হয়েছিল ঐ তক্তা হতে দুটি তক্তা এবং মান্ন নামক খাদ্য।

হযরত আতীয়া বিন সা'দ বলেন- وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ এর অর্থ হল হযরত মূসা (আ.) এবং হারুন (আ.)-এর লাঠি, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর কাপড়-চোপড় এবং তাওরাতের খন্ডিত ফলক।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, তা হচ্ছে- লাঠি এবং দুটি জুতো। কেউ বলেন, তাতে শুধু মূসা (আ.)-এর লাঠিই ছিল। কেউ বলেন- তাতে শুধু তাওরাতের খন্ডিত ফলক ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যরা বলেন, তা হল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। এভাবে হযরত দিহাকও রিওয়ায়ত করেন।

تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ

ফিরিশতা সিন্দুক বহন করে আনবে। এ আয়াতের মর্মকথা নিয়ে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তা হল ফিরিশতারা সিন্দুক বহন করে আনবে আসমান থেকে জমিনে এবং এমন জায়গায় রাখবে, যেখান হতে তা দেখা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফিরিশতারা সিন্দুক আসমান থেকে জমিনে বহন করে আনেন। তারা সবাই তা দেখছিল, এটা তারা তালুতের কাছে নিয়ে রাখল, হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন তাবুত ও তাতে যা আছে তা তালুতের বাড়ীতে আসল, তখন বনী ইসরাঈলগণ হযরত শামউন (আ.)-এর নবুয়তের প্রতি ঈমান আনল এবং তালুতের বাদশাহী মেনে নিল। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতেও বর্ণিত, তিনি বলেন- ফিরিশতাগণ তা বহন করে তালুতের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হবে যে জন্তুগুলো তাবুত বহন করছিল, ফিরিশতাগণ সেই জন্তুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত সওরী (র.) তার কোন কোন উস্তাদ হতে বর্ণনা করেন- ফিরিশতাগণ গরুর গাড়ী হাঁকিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত আবদুস সামাদ বিন ম'কাল (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন তাবুতকে দু'টি গরু বহন করে নিয়ে এসেছিল, গরুগুলোকে চারজন ফিরিশতা হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এগুলো খুব দ্রুত চলছিল। অতঃপর যখন এগুলো বয়তুল মুকাদ্দাসের কাছে আসল, তখন আবার চলে গেল।

এসব বর্ণনার মধ্যে সর্বাধিক সঠিক ঐ মত যাতে বলা হয়েছে বনী ইসরাঈলের দৃষ্টির ভিতরে ফিরিশতাগণ তাবুত বহন করে নিয়ে এসে তালুতের ঘরে রেখে যান। একারণেই আল্লাহ তায়ালা تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ বলেছেন- تأتي به الملائكة বলেননি।

গরুর গাড়ীতে করে এটা আনয়ন করা হয়নি। যদি ফিরিশতাগণ বাহন হাঁকিয়ে নিয়ে আসতেন, তাহলে ফিরিশতাগণ বহন করে ছিলেন- বলা হত না; কারণ حمل শব্দটি নিজে নিজে বহণ করা অর্থে ব্যবহার সুপ্রশিদ্ধ। যদিও অন্যের বহন করা বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক সময় حمل শব্দ ব্যবহৃত হয়, যখন বহণ কাজে অন্য

Scanned with CamScanner

কেউ সাহায্য করে অথবা যখন অন্যের কারণে বহন কাজটি প্রকাশ পায়।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ তাদের নবী شمويل বনি ইসরাইলকে বলেন, অবশ্যই তোমাদের নিকট সিন্দুক আসবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রভূর নিকট থেকে তোমাদের প্রশান্তির বস্তু এবং হযরত মূসা (আ.) এবং হারুন (আ.)-এর রেখে যাওয়া বস্তু, আর এটা ফেরেশতারা বহন করবে। এর মধ্যেই তো রয়েছে তোমাদের জন্য দৃশ্যতঃ প্রমান বা প্রতীক, যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি, তা হল তালুত তোমাদের বাদশাহ্। এখন হয়ত মিথ্যা বলছ কিন্তু যখন আসবে তখন তোমরা আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ-

অর্থাৎ অতঃপর যখন তালুত সেন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন, তখন তিনি বললেন- আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদী দ্বারা, সুতরাং যে ব্যক্তি সে নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবেন না, সে আমার দলভূক্ত। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি হাতের মুঠোতে এক কোষ পানি পান করবে (তার জন্য অনুমতি রইলো)। অতঃপর অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই ঐ নদী থেকে পানি পান করল। তালুত এবং তার সঙ্গীগণ যখন নদী অতিক্রম করে গেলেন, তারা বলতে লাগলেন- আমাদের মধ্যে জালুত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু যাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, তারা আল্লাহ্র সমীপে যেতে হবে, তারা বলল, অনেক ক্ষুদ্রতম দল অনেক সময় অনেক বৃহত্তম দলের উপর আল্লাহর নির্দেশে জয়লাভ করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

অতঃপর তাদের কাছে সিন্দুক আসল। যার মধ্যে তাদের রবের পক্ষ থেকে سكينة এবং হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধরদের পরিত্যক্ত বস্তু ছিল, যা ফেরেশতাগণ বহন করে এনেছিল। তারা তাদের নবীর কথা সত্য পেল এবং তালুতকে যে আল্লাহ্ বাদশাহ হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তা মেনে নিল।

তারা যখন সন্তুষ্ট হল, তখন তালুত তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন। কারণ অসন্তুষ্ট অবস্থায় কাউকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়না।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী فصل এর অর্থ হল সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে এক ব্যক্তি বের হলেন, অর্থাৎ তালুত বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বের হলেন। তারা সংখ্যায় আশি হাজার ছিল। রুগ্ন, অক্ষম ও বৃদ্ধ বৃক্তি ছাড়া বনি ইসরাইলের সকলেই এ অভিযানে বের হয়েছিল।

হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যেদিন সিন্দুক ফিরিয়ে পেল সেই

দিন তারা শামউনকে নবী বলে ঈমান এনেছিল, তালুতের বাদশাহীকে মেনে নিয়েছিল এবং তালুতের সঙ্গে আশি হাজার লোক যুদ্ধ যাত্রায় বের হয়েছিল।

হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন, তালুত যখন তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন (যাদের সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে) তখন তিনি বলেন- إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার অনুগত কি না তা তিনি পরীক্ষা করবেন একটি নাহারের মাধ্যমে। কেউ বলেন, إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ এটা তালুত তার সৈন্যদেরকে বলেছিলেন, যখন তারা তালুতের কাছে পানি স্বল্পতার অভিযোগ করেছিল। তারা তালুতকে বলল, তিনি যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে এবং জালুতের সৈন্যদের মাঝখানে একটি নহর তৈরী করে দেন। তখনই তালুত বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদের প্রত্যাশিত নহর দিয়েই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এ নাহারটি হল জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে। হযরত কাতাদাহও একথা বলেন।

কেউ বলেন, এটা হচ্ছে জর্দানও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী একটা নদী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত সুদ্দী একথা বলেন।

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

এ খবর আল্লাহ্ তায়ালা তালুতকে দিয়েছিলেন। তিনি তার সৈন্যদেরকে বলেছিলেন- তোমরা পিপাসার্ত হবে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নাহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। যে এ নাহার হতে পানি পান করবে, সে তার দলভূক্ত নয়। তাদ্বারা উদ্দেশ্য ছিল তারা তালুতের আনুগত্য করে কিনা তা দেখা।

যারা তালুতের অনুগত নয় তারা এ নাহার অতিক্রম করবেনা। কারণ যারা একনিষ্ট নয়, তাদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করলে তাদের অবাধ্যতার কারণে যারা অনুগত আছে তাদের মধ্যেও দুর্বলতা আসতে পারে।

আল্লাহ্র বাণী- قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ এর দ্বারা যারা নহর হতে পানি পান করেননি তাদের অবস্থার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ এবং وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ এর মধ্যকার ه এর مرجع হচ্ছে نهر আর نهر দ্বারা অর্থ নেয়া হয়েছে নহরের পানি। পানি শব্দটি উল্লেখ না করার কারণ হল শ্রোতা নহর বলার কারণেই নহরের পানি বুঝে নিতে পারবে। لم يطعمه এর অর্থ যে ঐ নহরের পানি পান করবেনা। আর এরাই হবে আমার অনুগত ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পানি পানকারীদের কিছু সংখ্যককে وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ হতে استثناء করে বলেন, যারা ঐ নদী হতে হাতের অঞ্জলী দিয়ে এক অঞ্জলী পানি পান করবে সে আমার (তালুতের) দলভূক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, তাদের বেশীর ভাগই ঐ নদী হতে পানি পান করে নিল। যারাই

Scanned with CamScanner

পানি পান করল, তারাই পিসাসার্ত হয়ে পড়ল। আর যারা এক অঞ্জলী পরিমাণ পান করল, তারা পিপাসার্ত হয়নি। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা তাদের ইয়াকীন অনুযায়ী নহর থেকে পানি পান করে।

কাফিররা পানি পান করতে লাগল, কিন্তু তাদের পিপাসা মিটল না। অন্য দিকে মুমিনগণ কেবল এক অঞ্জলী পানি পান করেছিলেন, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হল। এতেই তাদের পিপাসা নিবারণ হয়ে গেল। হযরত কাতাদা রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কাফিররা পানি পান করল কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণ হল না। অন্য দিকে মুসলমানরা মাত্র এক অঞ্জলী পান করেই তৃপ্ত হলেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন তারা সকালে তালুতের ঘরের নিকট সিন্দুক পেল, তখন তারা শামউন এর নবুয়তের উপর ঈমান আনল এবং তালুতকে বাদশাহ বলে মেনে নিল। তাঁর সাথে আশি হাজার লোক যুদ্ধের জন্যে বের হল। জালুত ছিল প্রভাবশালী। যেই তার মুখোমুখী হত সেই পরাজয় বরণ করত। অনেকেই তাকে ভয় পেত। তালুত যখন বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, তখন বিশ্বাস সত্ত্বেও জালুতের ভয়ে তারা পানি পান করল এবং ছিয়াত্তর হাজার সৈন্য ফেরত আসল এবং বাকী থাকল চার হাজার। যারাই এ নদীর পানি পান করল, তারাই পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু যারা পানি পান করেনি তারা পিপাসার্ত হয়নি। সা'দ বিন যায়েদ বলেন, সেদিন যারা পানি পান করেনি, তারা পানি পানকারীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল।

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

এখানে ضمير هو দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তালুত এর দিকে তিনি এবং যারা ঈমান এনেছিল, তারাই তাঁর সাথে নাহার অতিক্রম করেছিল।

শেষ পর্যন্ত সংখ্যা কত ছিল তা নিয়ে তাবীলকারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, বদরের মত তিন'শ দশের উপরে। হযরত বারা (রা.)ও অনুরূপ বলেন। হযরত রবী (রা.) বলেন- তিন'শ এবং দশের চেয়ে বেশী ও বিশের চেয়ে কম। অতপর দাউদ (আ.) তাদের সাথে মিলিত হয়ে নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, চার হাজার লোক নাহার অতিক্রম করেছিল। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন বনী ইসরাইলের চার হাজার লোক নাহার অতিক্রম করেছিল। যখন তারা জালুতকে দেখেছিল, তারা ভয় পেয়ে গেল। আবার তিন হাজার ছয়শত আশিরও বেশী লোক ফিরে গেল এবং বাকী রইল তিন'শ দশজন থেকে কিছু বেশী, বদরের মত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন তিনি ও তাঁর সাথে ঈমানদারগণ নহর অতিক্রম করেছিলেন- তখন যারা পানি পান করেছিল তারা বলেছিল জালুতের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রা.)-এর মতই অধিক সঠিক। আর তা হচ্ছে

যারা মুমিন, যারা নদী হতে এক অঞ্জলীর বেশী পানি পান করেনি তারা এবং যারা কাফির যারা বেশী পানি পান করেছিল সকলেই জালুতের সাথে নদী নদী অতিক্রম করল, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হল জালুতের মুখোমুখী হওয়ার পর। তখনই মুশরিকরা ও মুনাফিকরা আলাদা হয়ে গেল। তারা বলল- لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ কিন্তু দুরদৃষ্টি সম্পন্ন, ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকেরা তার জবাবে বলছিলেন كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ কেউ কেউ মনে করেন- এরা হচ্ছেন আহলে ঈমান যারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যারা এক অঞ্জলীর বেশী পানি পান করেন নি এরা ছাড়া অন্য লোকেরা নদী অতিক্রম করেছিলেন মনে করা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার বাণী فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ দ্বারা বুঝা যায় কেবল মুমিনরাই তা অতিক্রম করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে হাদীস বর্ণিত আছে। যদি মুমিনদের সাথে কাফিররাও নদী অতিক্রম করত তবে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে মুমিনদের কথা বলতেন না।

মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এ প্রসঙ্গে যে لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ এবং قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ এর প্রবক্তা কে? একদল উলামায়ে কিরাম বলেন- প্রথম অংশের প্রবক্তা হল- কাফির ও মুনাফিকগণ, যারা জালুত ও তাঁর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়নি কারণ তারা তালুত ও তার সাথে প্রতিষ্ঠিত মুমিনদের দল থেকে ফিরে এসেছিল, যে দলটি নদীর পানি পান করার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ লঙন করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও সুদ্দী (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যদল বলেন, দু'টি কথাই বলেছিলেন মুমিনগণ, যারা এক অঞ্জলীর বেশী পানি পান করেননি, তারা সবাই ছিলেন আল্লাহর অনুগত। তবে তাদের কিছু সংখ্যক অপর কিছু সংখ্যকের চেয়ে বেশী ইয়াকীন পোষণ করতেন। যাদের বেশী নির্ভরশীলতা ছিল তারা বলেছিলেন, كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ الخ আর যারা অপেক্ষাকৃত কম মনোবল রাখতেন তারা বলেছিল لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ এই বর্ণনাটি করছেন হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র.)। এসব বর্ণনার মধ্যে সঠিক বক্তব্য হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সুদ্দী ও ইবনে জুরাইজ (র.) এর প্রদত্ত ব্যক্তব্য। আর তা হল, قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ الخ এর অর্থ যারা জানত এবং ইয়াকীন পোষণ করত যে তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবেই। كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ অর্থ মানুষের একটি বিশেষ দল। غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থ তারা বিজয়ী হয়েছিলেন আল্লাহর ফয়সালা ও কুদরতের দ্বারা। وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অর্থ ধৈর্য ধরে যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন।

Scanned with CamScanner

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ
بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾
تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫০. তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলে তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

২৫১. সুতরাং তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাভূত করবে, দাউদ জালুতকে সংহার করবে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

২৫২. এ সকল আল্লাহর আয়াত, আমি তোমার নিকট উহা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করবে, আর নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ
اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ-

আর যখন তালুত এবং তাঁর সৈন্যদল জালুত এবং তার সৈন্যদের মুখোমুখী হল, তখন তালুত এবং তার সৈন্যরা বলতে লাগল رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا "হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর ধৈর্য্য নাযিল করুন।" আরো বলল- وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا অর্থাৎ আমরা যেন দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারি। যেন তাদের কাছে পরাজিত না হই। وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ কাফিদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে

বিজয় দান করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ- وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থাৎ তালুত এবং তাঁর সৈন্যরা জালুত এবং তার সাথীদেরকে পরাজিত করেছিল। হযরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেছিলেন। আয়াতের মর্মার্থ হল, যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখী হলেন, তখন তারা বললেন, হে আমাদের রব। আমাদেরকে ধৈর্য ধারনের ক্ষমতা দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী কর। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন, তাদেরকে ধৈর্য্য শক্তি দান করলেন, দৃঢ়পদ রাখলেন, এবং শত্রুদের উপর বিজয়ও দান করলেন। فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ অর্থাৎ হযরত দাউদ বিন ইশা (আ.) জালুতকে হত্যা করেছিলেন।

দাউদ কর্তৃক জালুতকে হত্যার বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ-

হযরত হাসান বিন ইয়াহইয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমাদেরকে হযরত আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন বাককারা বিন আবদুল্লাহ, তিনি বলেন, আমি হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ (র.)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন-যখন তালুত জালুতের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হলেন, তখন জালুত বলল, কে আছ আমার সাথে যুদ্ধ করবে? যদি থাক তাহলে বেরিয়ে আস। যদি সে আমাকে হত্যা করে তবে আমার রাজত্ব তোমাদের হবে। আর আমি যদি তাকে হত্যা করি, তাহলে তোমাদের রাজত্ব আমার হবে। তালুত তার নিজ সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করলেন, যে জালুতকে হত্যা করবে তার সাথে তিনি নিজ কন্যা বিয়ে দেবেন এবং তার নিজস্ব সম্পদেও অংশীদার করবেন। এ ঘোষণার পর তালুতের কাছে দাউদ (আ.)-কে নিয়ে আসা হলো। অতপর তালুত দাউদ (আ.)- কে যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করালেন। দাউদ (আ.) তা অপছন্দ করে বললেন- যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এ সকল অস্ত্র-শস্ত্র কোন কাজে আসবেনা। এরপর তিনি একটি পাথর নিক্ষেপনকারী অস্ত্র ও পাথর বহনের একটি ঝুড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জালুতের মুখোমুখী হলেন জালুত বলল, তুমি আমার সাথে যুদ্ধ করবে? দাউদ (আ.) বললেন হ্যাঁ। জালুত বলল, "তোমার ধ্বংস হোক।" কুকুর মারার জন্য যেভাবে মিকলা ও পাথর বহনের ঝুড়ি নিয়ে কেউ যায়, তুমি কি সেভাবেই বের হয়েছ? আজ আমি তোমার গোশত টুকরো টুকরো করে তা পাখি ও হিংস্র জন্তুদেরকে খাওয়াব।" হযরত দাউদ (আ.) বললেন, তুমি তো আল্লাহর শত্রু। তুমি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। এই বলে দাউদ (আ.) একটি পাথর নিয়ে পাথর নিক্ষেপকারী অস্ত্র দিয়ে তা ছুঁড়ে মারলেন। পাথরটি তার দুই চোখের

Scanned with CamScanner

মধ্যভাগে লাগল এবং মস্তিস্ক ছেদ করে বের হল। জালুত লুটিয়ে পড়ল এবং তার সৈন্যরা পরাজিত হল। দাউদ (আ.) তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। যখন তালুতের লোকেরা তালুতের কাছে ফিরে গেলেন, তখন অনেকেই তালুতকে হত্যা করার দাবী করলেন। কেউ তার তরবারী কেউ অন্যান্য অস্ত্র, কেউ তার মৃত দেহ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তালুত বললেন, যে জালুতের মাথা নিয়ে আসবে, সেই জালুতকে হত্যা করেছে বলে ধরে নেয়া হবে। অতপর দাউদ (আ.) জালুতের মাথা নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তালুতকে তার প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ দেয়ার জন্য বললেন। তালুত তাতে লজ্জাবোধ করলেন। তিনি বললেন, বাদশাদের মেয়েদের বিয়ের জন্য উঁচু মূল্যের মোহর প্রয়োজন। তুমি একজন সৈনিক ও বীর পুরুষ। তুমি আমার মেয়ের মোহর হিসেবে তিন'শ শত্রু সৈন্যের চোয়াল (মাথা) এনে দিতে হবে। তালুত মনে করেছিলেন -এটা করতে গিয়ে দাউদ নিহত হয়ে যাবেন। কিন্তু দাউদ যুদ্ধ করলেন এবং তিনশ শত্রু সৈন্য বন্দী করে আনলেন। তাদের চোয়াল কর্তন করে তালূতের কাছে নিয়ে আসলেন। তালুত দেখলেন, তাঁর মেয়েকে দাউদের সাথে বিয়ে না দিয়ে কোন উপায় নেই। তিনি নতুন পথ বের করলেন। দাউদ (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। এতে দাউদ (আ.) পলায়ন করে একটি পাহাড়ে চলে গেলেন। তালুত জালুত কর্তৃক তার উপর অতর্কিত আক্রমনের আশংকা করলেন এবং তাকে অবরোধ করে রাখলেন। এক রাতে তালুত ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে পাহারাদার পরিবেষ্ঠিত করে রাখা হল। এমন সময় দাউদ (আ.) নেমে আসলেন। তালুতের একটি পানপাত্র ছিল, যা থেকে তিনি পানি পান করতেন এবং অযু করতেন। দাউদ (আ.) নেমে এসে সেই পাত্রটি নিয়ে গেলেন। তালুতের দাড়ি হতে কয়েকটি চুল এবং তার কাপড়ের একাংশ নিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি নিজ স্থানে ফিরে গিয়ে ঘোষণা করলেন, তোমার পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও আমি চাইলে বিগত দিন তোমাকে হত্যা করতে পারতাম। কারণ এই দেখ তোমার পানপাত্র, তোমার দাড়ির কয়েক গাছি চুল এবং তোমার কাপড়ের কর্তিত অংশ। এই বলে তিনি এগুলো তালুতকে ফিরত পাঠালেন। তালুত নিশ্চিত হলেন যে, ইচ্ছে করলে দাউদ (আ.) তাক হত্যা করতে পারতেন। এজন্য তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন এবং আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। অতঃপর দাউদ ফিরে আসলেন। তালুতের পরবর্তী বিষয় ছিল তিনি দাউদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। এরপর হতে তালুত শত্রুদের মুকাবিলায় যখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তখন তাদেরকে পরাজিত হতেন। অবশেষে তিনি মারা যান।

হযরত ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলন- হযরত দাউদ (আ.)-এর চার ভাই ও তাঁদের বৃদ্ধ পিতা ছিলেন। তাঁর পিতা যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছিয়ে রয়েছিলেন। দাউদ (আ.) ও পিতার সাথে ছিলেন। তিনি বয়সে তাদের সবার চেয়ে ছোট ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে ছাগল চরাতেন। যখন তাঁর চার

ভাই তালুতের সাথে চলে গেলেন, তখন তিনি দাউদকে কাছে ডাকলেন। (হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন খাটো প্রকৃতির লোক, তাঁর মাথার চুল ছিল স্বল্প। তিনি পবিত্রাত্মা ও সুক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন।) কাছে ডেকে দাউদ (আ.)-কে তাঁর পিতা বললেন, আমি তোমার ভাইদের জন্য শত্রুদের মোকাবিলায় কিছু পাথেয় তৈরী করে রেখেছি। তুমি এগুলো নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এগুলো পৌঁছে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। পিতার কথা অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.) তার ভাইগণের পাথেয় নিয়ে বের হলেন। তাঁর সাথে পাথর বহনের একটি ঝুড়িও (مِحْلَاة) ছিল। আরও ছিল একটি পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র (مِقْلَاع) যেগুলো দিয়ে তিনি তাঁর ছাগল তাড়াতেন। যখন তাঁর পিতার কাছ থেকে দূরে চলে গেলেন, একটি পাথরের পাশ দিয়ে যেতে পাথরটি বলে উঠল, হে দাউদ (আ.)! আমাকে নিয়ে আপনার ঝুড়িতে রাখুন। আমাকে দিয়ে আপনি জালুতকে হত্যা করতে পারবেন। কারণ আমি ইয়াকুব (আ.)-এর পাথর।

হযরত দাউদ (আ.) পাথরটি তুলে তাঁর ঝুড়িতে রাখলেন। এরপর আবার চলতে লাগলেন। চলতে চলতে আরেকটি পাথরের পাশ দিয়ে গেলে পাথরটি বলল, হে দাউদ (আ.)! আমাকে নিন এবং আপনার ঝুড়িতে রাখুন। আমাকে দিয়ে জালুতকে হত্যা করতে পারবেন, কারণ আমি ইসহাক (আ.)-এর পাথর। ইহা শুনে দাউদ (আ.) পাথর তুলে তাঁর ঝুড়িতে রাখলেন। এরপর আবার চললেন। পথিমধ্যে আরেকটি পাথরের পাশ দিয়ে গেলে পাথরটি বলল হে দাউদ (আ.)! আপনি আমাকে নিয়ে আপনার ঝুড়িতে রাখুন। আমাকে দিয়ে জালুতকে হত্যা করতে পারবেন। কারণ আমি ইবরাহীম (আ.)-এর পাথর। দাউদ (আ.) এ পাথরটিও নিয়ে তাঁর ঝুড়িতে রাখলেন, এরপর তালুতের বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। তাঁর ভাইদের জন্য আনিত রসদপত্র তাদেরকে দিয়ে দিলেন। তিনি সৈন্যদের মধ্যে জালুতের আলোচনা, তার শক্তির বাহুল্য ও মানুষের মধ্যে তার ভয় সৃষ্টি এসব আলোচনা শুনতে পেলেন। ইহা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আল্লাহর ঐ শত্রুর শক্তি-মহত্বের প্রাচুর্য নিয়ে আলোচনা করছ। আল্লাহর কসম! আমি তাকে দেখলেই হত্যা করে দিতাম, সুতরাং তোমরা আমাকে বাদশার কাছে নিয়ে চল। তারা তাকে তালুতের কাছে নিয়ে গেলেন। দাউদ (আ.) বললেন, হে আমাদের বাদশাহ! আমি দেখছি আপনারা শত্রুর শক্তিকে বড় করে দেখছেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে দেখলেই হত্যা করব। তালুত বললেন একাজে তোমার শক্তি প্রদর্শন কর এবং তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। তিনি বললেন, আমার ছাগলের উপর একবাঘ আক্রমন করেছিল। আমি তা ধরে তার চিবুক চূর্ণ করে দিয়েছিলাম। আমার জন্য একটি বর্ম আনতে বলুন এবং আমার কাছে রাখুন। বর্ম আনা হলে তিনি তা তার ঘাড়ে লইলেন। এটা দেখে তালুত ও উপস্থিত বনী ইসরাঈলীদের চক্ষু জুড়ে গেল। তালুত বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা দাউদের দ্বারাই জালুতকে হত্যা করবেন। পরদিন ভোরে তারা জালূতের দিকে ফিরে চললেন। যখন শত্রুরা

Scanned with CamScanner

তাদের মুখোমুখী হল, দাউদ (আ.) বললেন- জালুতকে দেখিয়ে দাও। জালুতকে একটি ঘোড়ার উপর দেখিয়ে দেয়া হল। যখন দাউদ (আ.) জালুতকে দেখলেন, অমনি তাঁর ঝুড়িতে রক্ষিত পাথর তিনটি বলে উঠল আমাকে দিয়ে মারুন, আমাকে দিয়ে মারুন। তিনি একটি পাথর লইলেন এবং তা নিক্ষেপণ যন্ত্রে সংযোজন করে ছুঁড়ে মারলেন। এটা তার দুই চোখের মধ্যভাগ দিয়ে মস্তিস্ক ভেদ করল। সে তার বাহন হতে পড়ে গেল। এরপর দাউদ (আ.) তাকে হত্যা করলেন। জালুতের সৈন্যরা পরাজিত হল। সকল লোকেরা বলে উঠল দাউদ (আ.)-ই জালুতকে হত্যা করলেন। তালুতকে পরিত্যাগ করে সকলেই দাউদ (আ.)-এর বাসস্থানে আগমণ করলেন। এমনকি তখন তালুতের কোন আলোচনাই শুনা যায়নি।

আহলে কিতাবগণ মনে করেন, যখন তালুত দেখলেন বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাকে বাদ দিয়ে দাউদ (আ.)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে গেছে, তখন তিনি দাউদ (আ.)-কে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়কে বিরত রাখলেন। অবশেষে তালুত তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

এ সমুদয় আল্লাহ্রই আয়াত, যা সঠিকভাবে আপনাদেরকে পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আপনি নিশ্চয় রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত। تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা যেসব নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা হচ্ছে- যারা হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু ভয়ে নিজ নিজ বাড়ী ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছিল। তাদের কথা বনী ইসরাঈলের লোকদের কথা, যারা হযরত মূসা (আ.) এরপর তাদের নবীর কাছে একজন বাদশাহ প্রেরণের আবেদন করেছিল, তাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ করে প্রেরণ করা। এছাড়াও আরও অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী اٰيٰتُ اللّٰهِ এর অর্থ আল্লাহ্ যা বর্ণনা করেন তা আল্লাহ্র একত্বের দলীল, প্রমান ও প্রতীক। এসব দলীল, যার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবহিত করেছি। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি আমার কুদরত ও শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। যারা মৃত্যুভয়ে পলায়ন করেছিল, তারা কয়েক হাজার হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্তে আমি তাদের সবাইকে মেরে ফেলে ছিলাম এবং পরে আবার জীবিতও করেছিলাম। এরপর বনী ইসরাঈলের দাবী অনুযায়ী তালুতকে রাজত্ব দিয়েছিলাম। আবার নাফরমানীর কারণে সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। হযরত দাউদ (আ.)-কে আমার প্রতি অনুগত হওয়ার কারণে রাজত্ব প্রদান করি। কম সংখ্যক হওয়া সত্বেও তালুত এবং তাঁর সাথীদেরকে বিজয় দান করি। হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

[দ্বিতীয় পারা সমাপ্ত]

Scanned with CamScanner



পরওয়ানা পাবলিকেশন্স

Scanned with CamScanner